The Prisoner of Zenda

By : Antony Hope

Translated by : Anurudha Choudhury

প্রথম প্রকাশ :
শুভ নববর্ষ, ১৩৬৬
এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক :
বিমল কান্তি সাহা
সুবর্ণ প্রকাশনী
৪৭৭ বি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৫

মুদ্রক :
বিশ্বনাথ সাঁতরা
তারা প্রেস
১৮৩ এ. পি. সি. রোড
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ :
সমরেশ সাহা

# প্রাক্‌কথন

অ্যান্টনী হোপের পুরো নাম হল স্যার অ্যান্টনী হোপ হকিন্স। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি শিক্ষালাভ করেন মার্লবরো বিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. এ. পাশ করেন। শিক্ষা শেষ করে জীবিকা হিসেবে তিনি বেছে নেন আইন-ব্যবসা। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই ব্যবসাতেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ সাহিত্য-প্রীতি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল তাঁর রচিত 'দি প্রিজনার অব জেণ্ডা'। বইখানি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করল। স্যার অ্যান্টনী স্থির করলেন, আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি কেবল সাহিত্য সাধনাই করবেন। অ্যান্টনী হোপ নামে তিনি অনেক উপন্যাস রচনা করলেন। তাঁর আর একখানা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম হল, 'রুপার্ট অব হেন্‌জো'।

'প্রিজনার অব জেণ্ডা' এবং 'রুপার্ট অব হেন্‌জো'—এ দু'খানি অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ রুরিটানিয়ার পটভূমিকায় লিখিত। এ রাজ্য কাল্পনিক। বই দু'খানির পাত্র-পাত্রীরাও কাল্পনিক। কিন্তু এ দু'খানি সফল কল্পকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহাসিক বাতাবরণের মধ্যে। পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যার অ্যান্টনীর দক্ষতা অসাধারণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনও চলে যায় 'গল্প কথার কল্পলোকে'। বাস্তব দূরে চলে যায়, কল্পনাই হয়ে ওঠে যেন একান্ত বাস্তব।

রোমান্টিক রচনার ক্ষেত্রে স্যার অ্যান্টনী একটি ক্ষীণ ধারাকে সৃষ্টি না করলেও পুষ্ট এবং বেগবতী করে তুললেন। এই ধারার গল্প-উপন্যাস 'রুরিটানিয়ান স্টোরী' নামে আখ্যাত হল।

'দি প্রিজনার অব জেণ্ডা' গ্রন্থের অনুকৃতি বা অতি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এই প্রথম।

স্যার অ্যান্টনীর অন্যান্য বইগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করলেও রুরিটানিয়ার পটভূমিকায় লেখা বই দু'খানিই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। প্রথম বইখানির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আমি আনন্দবোধ করছি। আশা করি পরবর্তী জনপ্রিয় গ্রন্থখানিও যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারব।

স্যার অ্যান্টনি হোপ হকিন্সের মৃত্যু হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে—সত্তর বৎসর বয়সে।

কল্যাণীয়া,
শ্রীমতী প্রতিমা ভট্টাচার্য ( বুলি )-কে
আশীর্বাদক
অনিরুদ্ধ চৌধুরী
( জামাইবাবু )

আমার নাম রুডলফ র‍্যাসেনডিল। আমার দাদা রবার্টের লণ্ডনের বাড়ির বৈঠকখানায় বৌদি রোজের সঙ্গে আমার যে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করবার আগে আমি দু'টি পরিবারের কয়েক পুরুষ আগেকার ইতিহাস সম্বন্ধে দু'টি কথা বলতে চাই। এই দু'টি পরিবার হল এলফবার্গ এবং র‍্যাসেনডিল পরিবার। এই ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়েই আমি দেখাব কিভাবে র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তান হলেও কোন সূত্রে এলফবার্গ বংশের রক্ত আমার ধমনীতে প্রবহমান।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে আমার পূর্বপুরুষ জেমস ব্রিটিশ দূত হিসেবে রুরিটানিয়া রাজ্যের এলফবার্গ বংশের রাজা তৃতীয় রুডলফের সভায় গিয়েছিলেন। জেমস নিজেও ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি ছিলেন বার্লেসডনের পঞ্চম আর্ল এবং ব্যাসেডিলের দ্বাবিংশ ব্যারণ।

এলফবার্গ বংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রুরিটানিয়া রাজ্য শাসন করেছে। এই মুহূর্তেও সেই বংশের একজন সন্তান রুরিটানিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মাঝখানে অতি সামান্য কালের বিরতি। এই বিরতি কালে এলফবার্গ বংশের মূলধারা রুরিটানিয়ায় রাজত্ব করেনি, রাজত্ব করেছিল······

যাক, সে কাহিনীই তো বলতে বসেছি। আগে থেকে পরের কথা বলে কাহিনীর রসভঙ্গ করতে চাইছি না।

আমার পূর্বপুরুষ জেমস, লর্ড বার্লেসডন রুরিটানিয়ায় ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে যাবার অল্পদিন আগে থেকেই সে রাজ্যে একটা বিরাট বিবাহ উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। রাজা তৃতীয় রুডলফের ছোট বোন অ্যামেলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল ইউরোপের এক মহাগৌরবময়

প্রাচীনতম রাজবংশের যুবরাজের সঙ্গে। এই বংশ ইউরোপের রাজন্য-সমাজের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

রাজকন্যা অ্যামেলিয়াও অপূর্ব সুন্দরী। তিনি দীর্ঘাঙ্গিনী, তাঁর নাক তীক্ষ্ণ এবং সরল, মাথায় এক মাথা গাঢ় লাল রঙের চুল। এই তীক্ষ্ণ নাসিকা রক্তবর্ণ কেশদামই হচ্ছে এলফবার্গ বংশের বৈশিষ্ট্য।

লর্ড বার্লেসডন যখন ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে রুরিটানিয়ায় পৌঁছলেন তখনও রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার বিয়ে হতে কয়েক সপ্তাহ বাকী ছিল। অ্যামেলিয়া লর্ড বার্লেসডনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন। রাজকন্যার প্রাসাদে লর্ড বার্লেসডনকে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। হয়ত এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কেউ মৃদু মন্তব্যও করে থাকতে পারে। কিন্তু এর পরে যা ঘটল তাতে কেবল রুরিটানিয়ানরাই আহত হল না। ইউরোপের প্রত্যেক দেশ এবং রাজসভাই আহত হল। ব্রিটিশ অভিজাতরা আঘাত পেল সবচেয়ে বেশী। বিয়ের একদিন আগে রাজকন্যা অ্যামেলিয়া পালালেন লর্ড বার্লেসডনের সঙ্গে। প্রতিবেশী রাজ্যের এক ছোট শহরে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমের জন্য অ্যামোলিয়া ত্যাগ করলেন এক শক্তিমান সাম্রাজ্যের যুবরাণীর এবং ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর আসন।

পঞ্চশরের বাণবিদ্ধ হয়ে নর-নারী কত কিছুই না ত্যাগ করে।

স্ত্রীকে নিয়ে লর্ড বার্লেসডন ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। কাউন্টেস অ্যামেলিয়া আমাদের পরিবারে ইউরোপের এক খানদানী বংশের রক্ত নিয়ে এলেও বার্লেসডন পরিবার তাঁকে পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারল না। কারণ হল নির্দিষ্ট পাত্রকে ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। এটা যে একটা বিরাট কেলেঙ্কারীর কাজ হয়েছিল সেকথা এতদিনেও আমাদের পরিবারের লোকেরা ভুলতে পারেনি। বিশেষ করে আজও আমার বৌদিঠাকুরুণ সেই বিদেশিণী মহিলা সম্পর্কে একটু বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করেন।

কিন্তু এ মনোভাব তো যা ঘটনা তাকে পাল্টাতে পারে না। বার্লেসডনে র্যাসেনডিল পরিবারের একটি চিত্রশালা রয়েছে। চিত্রশালায়

রয়েছে এই বংশের নারী-পুরুষদের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। দেড়'শ বছরের পুরোনো ছবিও রয়েছে এখানে।

বিগত দেড়শ' বছরের পাঁচখানা কি ছ'খানা ছবির একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পাঁচ-ছখানা ছবির মধ্যে ষষ্ঠ আর্লের ছবিখানাও রয়েছে। বৈশিষ্ট্যের জন্য ছবিগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৈশিষ্ট্যটা হল এইখানে, এই পাঁচ ছ'খানা ছবির নাক অসাধারণ লম্বা, খাড়া এবং টিকোলো, মাথার চুল গাঢ়লাল—প্রায় রক্ত-রাঙাই বলা যেতে পারে। এগুলো হল এলকবার্গ বংশের বৈশিষ্ট্য। এ পাঁচ-ছ'খানা ছবির চোখের রঙও নীল, অথচ সাধারণ ভাবে র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তানদের চোখের রঙ কালো। চিত্রশালায় রাজকন্যা অ্যামেলিয়ারও একখানা ছবি রয়েছে। এই পাঁচ ছ'খানা ছবির মুখের সঙ্গে অ্যামেলিয়ার মুখের সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। রুরিটানিয়ার রাজরক্ত যে এখনও র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তানদের মধ্যে প্রবলভাবে বইছে এগুলো হল তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমার নিজের নাক অসাধারণ লম্বা, খাড়া আর টিকোলো। মাথার চুল রক্ত-রাঙা, চোখের রঙ নীলাভ, এলকবার্গ চেহারার সমস্ত বৈশিষ্ট্য-গুলি যেন আমার মধ্যে ফুটে উঠেছে। বোধ করি এজন্যই এলকবার্গ রাজবংশের সন্তানদের প্রতি আমি এক ধরনের ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব পোষণ করতাম। এবার ফিরে আসা যাক রোজ বৌদির সঙ্গে আমার কথাবার্তার প্রসঙ্গে।

## *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* — *বৌদি-দেবর সংবাদ*

বৌদি বললেন, 'কবে তুমি কোন কাজকর্ম করবে রুডলফ?'

'প্রিয় বৌদি ঠাকুরুণ, আমার কোন কাজকর্ম করবার দরকারটাই বা কি? আমার অবস্থাটা তো বেশ স্বস্তিকরই। আমার যা আয় তা তো আমার চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট। আমার সামাজিক অবস্থাও তো অন্যের ঈর্ষা উৎপাদন করবার মত। আমি দেশের এক খানদানী

পরিবারের সন্তান, লর্ড বার্লেসডন আমার বড়ভাই। কাউন্টেস রোজ বার্লেসডনের মত সুন্দরী মহিলার আমি দেবর। এই তো যথেষ্ট। আর কি চাই?'

'তোমার বয়স হল উনত্রিশ। কিন্তু এতখানি বয়স পর্যন্ত তুমি কিছু করলে না, করলে কেবল······'

'আলসেমী', রোজ বৌদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম, 'খুব সত্যি কথা, আলসেমী ছাড়া এ যাবৎ কাল আমি কিছু করি নি। কিন্তু বৌদি আমাদের পরিবারের ছেলেদের কোন কাজকর্ম না করলেও চলে।'

বৌদির বোধ হয় আঁতে একটু ঘা লাগল, কেননা তাঁর পিতৃকুল বংশ মর্যাদায় অভিজাত হলেও র‍্যাসেনডিল পরিবারের মত সে পরিবারের কাঞ্চন কৌলিন্য ছিল না। কাজেই একটু উষ্ণ স্বরেই তিনি বললেন, 'তোমাদের এইসব খানদানী পরিবার থেকে সাধারণ পরিবারগুলি অনেক ভাল। সে সব পরিবারে নানা কেচ্ছা কেলেঙ্কারী থাকে না।'

মাথা চুলকাতে লাগলাম। বুঝলাম বৌদি আমাদের পরিবারের অতীত ইতিহাসের উল্লেখ করছেন। এই অতীত ইতিহাসটা আমি একটু আগেই বলেছি।

ভাগ্যি ভাল বব-এর মাথার চুল কালো, বব হলেন আমার দাদা রবার্ট র‍্যাসেনডিল। তাঁর চুলের রঙ কালো না হয়ে লাল হলে রোজ বৌদির কি এমন সর্বনাশ হত তা কিন্তু তিনি কোনদিন খুলে বলেন নি।

এমনি সময়ে দাদা ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'ব্যাপার কি তোমাদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

'বৌদি অভিযোগ করছেন আমি কিছু করি না, আর আমার মাথার চুলই বা লাল কেন?' আমি যেন বৌদির কথায় খুব আহত হয়েছি এমনি ভাবে বললাম। আসলে আমি একটু মজা করতে চাইছিলাম।

'অবশ্য চুলের রঙের ওপর ওর কোন হাত নেই', বৌদি স্বীকার করলেন।

'চুলের ঐ সিঁদুরে লাল রঙ প্রতি প্রজন্মে একবার দেখা যায়। ও রকম নাকও তাই। ভাগ্যক্রমে আমার রুডলফ ভাইটি দু'টিই পেয়ে বসেছেন', একটু হাল্কা সুরেই দাদা বললেন।

'ওরকম নাক আর চুল না হলেই আমি খুশী হতাম', বৌদি মন্তব্য করলেন।

'আমার তো এরকম নাক আর চুল খুব পছন্দ,' একথা বলে আসন থেকে উঠে আমি রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার ছবির কাছে গেলাম তারপর নত হয়ে শ্রদ্ধা জানালাম আমাদের বংশের অতীত দিনের জননীকে।

বৌদি অধৈর্যের সঙ্গে আক্ষেপ করলেন, 'ঐ ছবিখানা……ঐ ছবিখানাই হল……রবার্ট ও ছবিখানাকে এখান থেকে সরিয়ে নিলে আমি সত্যিই খুশী হব।'

'কেন? কি ব্যাপার?' রবার্টের কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

'হায় ভগবান!' দাদার সুরে সুর মিলিয়ে আমি বললাম।

'ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে সেই পুরানো কেলেঙ্কারীর কথাটা ভুলে থাকা যায়।'

'মোটেই না মোটেই না,' মাথা নেড়ে দাদা রবার্ট বললেন, 'রুডলফ যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার কথা ভুলব কি করে?'

'ভুলবার দরকারটাই বা কি?' দাদার কথায় আমি ফোড়ন দিলাম, 'আমার চেহারা এলফবার্গদের মত হয়েছে, এ চেহারাটা আমার খুব পছন্দ।'

'কেন? পছন্দ কেন?' রেগেমেগে রোজ বৌদি জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন না ইউরোপের এক রাজবংশের সন্তানদের সঙ্গে আমার চেহারার মিল রয়েছে, আর তা ছাড়া……'

'তা ছাড়া?' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রোজ বৌদি প্রশ্ন করলেন।

'তা ছাড়া আমাদের বংশের সেই অতীত দিনের জননীকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

'কেন শ্রদ্ধা কর?'

'তিনি প্রেমের জন্য বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। যুবরাণীর পদ—ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর আসন ত্যাগ করে তিনি বরণ করেছিলেন সাধারণ এক জমিদার গৃহিনীর পদ।'

'দেশ আর আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসেছিলেন তিনি, সেটা বুঝি কোন অন্যায় নয়?' বৌদির গলায় ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

'দেশ আর আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করলেও তাঁর দেশ প্রেম আর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ভালবাসার কোন অভাব ছিল না,' আমি উত্তর দিলাম।

'কি রকম?' বৌদি এবার একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন।

'কেন, অ্যামেলিয়া তো তাঁর ছেলের নাম দিয়েছিলেন রুডল্ফ। এ নামটা তো তাঁর দেশের তাঁর বংশেরই নাম। তিনি তো কোন ইংরেজ নাম দেন নি।'

তর্কে সুবিধা করতে না পেরে বৌদি আবার তাঁর আগের অংক্রমণে ফিরে এলেন।

'তোমার আর তোমার দাদা রবার্টের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে রবার্ট হল কর্তব্য পরায়ণ আর তুমি কেবল সুযোগ খুঁজে বেড়াও।'

'ঐ সুযোগ খোঁজাটাও তো একটা কর্তব্য। সুযোগের সদ্ব্যবহার-টাই বা কজন লোক করতে পারে,' হাসতে হাসতে আমি বললাম।

'তোমার সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমার অনেক কাজ রয়েছে,' একথা বলে বৌদি রেগেমেগে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

দাদা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'খুব রাগিয়ে দিয়েছ দেখছি।'

আমি হাসলাম।

হঠাৎ আমার মনে হল একবার রুরিটানিয়া ঘুরে এলে কেমন হয়। ভাবলে অবাক লাগতে পারে এত দেশ ঘুরলেও আমি রুরিটানিয়ায় কখনও বেড়াতে যাই নি কেন। ঐ রাজরক্ত আমার ধমনীতে

প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এতদিন কেন রুরিটানিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইনি। এর কারণ রয়েছে। আমার বাবার এলফবার্গ-প্রীতি ছিল। সে জন্য তিনি ছোট ছেলে বা আমার রুডল্ফ এই নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু এলফবার্গ প্রীতি থাকলেও তিনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমার রুরিটানিয়ায় যাবার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে নিয়ে এবং রোজ বৌদির পরামর্শ শুনে রুরিটানিয়াকে শতহাত তফাতে রাখবার নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন। দাদা বৌদি চাইতেন না আমি সে দেশে যাই। এই কারণেই এত দেশ ঘুরলেও আজ পর্যন্ত আমার রুরিটানিয়ায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু যে মুহূর্তে রুরিটানিয়ার কথা আমার মাথায় এল তখন থেকেই দেশটাকে দেখবার কৌতূহল যেন আমাকে পেয়ে বসল। আমার সংকল্পটা আরও বেড়ে গেল 'দি টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ পড়ে। সংবাদটা হল এই রুরিটানিয়ার নতুন রাজা পঞ্চম রুডলফের অভিষেক হবে রাজধানী স্ট্রেলজো নগরীতে। আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই সেই অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। খুব জাঁকজমক—খুব ঘটা হবে সেইসময়। নানারকম অনুষ্ঠান হবেই। কাজেই এসময় রুরিটানিয়ায় বেড়াতে গেলে সে সব দেখা যাবে—উপভোগ করা যাবে। সুতরাং মনস্থির করে ফেলতে আমার দেরী হল না। আমি যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম। বেড়াতে যাবার সময় কোথায় যাচ্ছি একথা আত্মীয়স্বজন এমনকি একান্ত আপনজনদের কাছে বলে যাওয়া আমার ধাতে নেই। আর এক্ষেত্রে তো দাদা-বৌদিকে কিছু বলাই চলবে না, কেননা আমি রুরিটানিয়া যাচ্ছি শুনলে ওঁরা দু'জনেই বাধা দেবেন।

আমার যাত্রার আয়োজন দেখে বৌদি জিজ্ঞেস করলেন,

'এবার কোন মুল্লুকে যাচ্ছ?'

'টাইরলে যাচ্ছি।'

'টাইরলে? হঠাৎ সেখানে কেন?'

'নাঃ, আলসেমী করে তো এতকাল কাটালাম, এবার সত্যিই একটা করব। তোমার খোঁটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। একখানা বই লিখব টাইরল আর তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে। সে বই-এর উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যই টাইরল যাচ্ছি। সত্যিই তো এতখানি বয়স হল, আজ পর্যন্ত কাজের মত কাজ তো একটাও করতে পারলাম না। সৈন্যদলে ঢুকেছিলাম, সে চাকরীও তো ছেড়ে দিলাম।'

'বই লিখবার পরিকল্পনাটা কিন্তু মন্দ নয়,' একটু উৎসাহের সুরেই বৌদিঠাকরুণ বললেন।

'আর সেজন্যই তো উপাদান সংগ্রহের কাজে যাচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি কি শেষপর্যন্ত স্থির হয়ে বসে বই লিখতে পারবে?' বৌদির গলায় কেমন যেন একটু সন্দেহের সুর বেজে উঠল।

'কিচ্ছু ভেবো না বৌদি, আমি ঠিক লিখে ফেলব। উপাদান সংগ্রহ করতে পারলে বই লিখতে আর কদিন লাগবে।'

দাদা-বৌদির আমার কথায় বিশ্বাস হল। তাঁরা আমার বিদেশ যাত্রায় কোন বাধা দিলেন না। আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমার এবারের যাত্রার লক্ষ্য রুরিটানিয়ার রাজধানী স্ট্রেলজো নগরী।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ — জেণ্ডার সরাইখানায়

আমার কাকা উইলিয়মের নীতি ছিল অন্ততঃ চব্বিশটি ঘণ্টা না কাটিয়ে কেউ যেন প্যারিস শহর থেকে চলে না যায়। জগৎ সম্বন্ধে কাকার পরিপক্ক অভিজ্ঞতা। কাকামশাই-এর উপদেশ তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁরই সম্মানে একদিন একরাত অর্থাৎ পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা প্যারিসে কাটাব বলে ঠিক করলাম। উঠলাম হোটেল কাঁতিনাতালে। সেখান থেকে প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসে বন্ধু জর্জ ফেদারলীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে দূতাবাসেই চাকরী করে।

জর্জতো আমায় পেয়ে মহা খুশী। আমরা একসঙ্গে ডিনার খেলাম। তারপর জর্জ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহর দেখাবার জন্য। সন্ধ্যাবেলায় আমরা অপেরায় গেলাম। তারপর ছোট্ট সাপার সেরে শয্যা আশ্রয় করলাম।

পরদিন জর্জ কেদারলী আমার সঙ্গে স্টেশনে এল, আমি স্ট্রেলজোর টিকিট না কিনে ড্রেসডেনের* টিকিট কাটালাম।

'ছবি দেখতে যাচ্ছ?' জর্জ জিজ্ঞেস করল।

জর্জ হল এক দারুণ গল্পবাজ ছেলে। ওর পেটে মোটে কথা থাকে না। ওকে যদি বলি যে আমি রুরিটানিয়া যাচ্ছি তবে খবরটা লণ্ডনে পৌঁছতে তিনদিনের বেশী সময় লাগবে না। কাজেই জর্জের প্রশ্নের জবাবে আমি একটা এড়িয়ে যাওয়া দায়সারা গোছের উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ জর্জ আমার কাছ থেকে ছুটে চলে গেল। সত্যি কথা না বললে—সঠিক উত্তর না দিলে একটা বিবেকের তাড়না ভোগ করতে হত। জর্জ নিজেই আমাকে সে তাড়নার হাত থেকে বাঁচাল।

আচমকা জর্জ ছুটে যাওয়ায় আমি একটু অবাকই হলাম। দেখলাম মাথার টুপি খুলে ও একজন মহিলাকে অভিবাদন করল। মহিলাটি সুদর্শনা—কান্তিমতী। তাঁর পরণে কেতাদুরস্ত পোষাক পরিচ্ছদ। একনজরেই বোঝা যায় যে তিনি অভিজাত বংশীয়। মহিলাটি সবে স্টেশনের বুকিং অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। দীর্ঘাঙ্গিনী এই সুতনুকা নারীর বয়স তিরিশ থেকে দু'এক বছর বেশী হতে পারে। জর্জ যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল তখন মহিলাটি আমার দিকে দু'একবার তাকিয়েছিলেন। কিন্তু ফার কোট, নেক-র‍্যাপার আর কান পর্যন্ত টানা নরম ট্র্যাভেলিং হ্যাটের জন্য আমাকে বোধ হয় খুব একটা সুশোভন দেখাচ্ছিল না। আর সেই জন্যই বুঝি ঐ সুন্দরী আধুনিকা আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কোন ঔৎসুক্য বা আগ্রহ দেখালেন না। আমার অহমিকা বোধ একটু আহত হল, একটু পরেই জর্জ আমার কাছে ফিরে এল।

---

* ছবির গ্যালারী আর মিউজিয়মের জন্য ড্রেসডেন বিখ্যাত।

'তুমি এক চমৎকার ভ্রমণ সঙ্গিনী পেয়েছো হে,' উৎসাহের সঙ্গে জর্জ বলতে লাগল, 'ভদ্রমহিলার নাম আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান। তোমার মত উনিও ড্রেসডেনে যাচ্ছেন। আশ্চর্য উনি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন না।'

'আমিও তো পরিচিত হতে চাই নি,' একটু বিরক্ত হয়েই আমি বললাম।

'আমি আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম,' একটু বিব্রত ভাবেই জর্জ বলল, 'কিন্তু ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন "অন্য সময়ে হবে," তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর জোর করে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি না। যাকগে, হয়ত মহিলা কোন দুর্ঘটনায় পড়বেন আর তা থেকে তুমিই হয়ত তাঁকে উদ্ধার করবে। ডিউক অব স্ট্রেলজোকে সরিয়ে তুমিই হয়ত ওঁর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু এই আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান মহিলাটি কে? ডিউকের সঙ্গেই বা তাঁর কি সম্পর্ক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছুদিন আগে ডিউক মাইকেল প্যারিসে বেড়াতে এসেছিলেন। মাদাম দ্য মোবানের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। মাদামের দিকে ডিউকের একটু বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মাদাম হলেন অভিজাত বংশের এক বিধবা। নিজের চোখেই তো দেখলে যে উনি অত্যন্ত সুদর্শনা, ওঁর অর্থের অভাব নেই। লোকে বলে উনি নাকি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষিনী। আর ডিউক? যেমনটি হতে হয় তিনি ঠিক তেমন। রাজবংশের সন্তান, সুতরাং রাজকীয় পদ মর্যাদার অধিকারী। রুরিটানিয়ার ভূতপূর্ব রাজার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান হলেন ডিউক মাইকেল সুতরাং তিনি নতুন রাজার বৈমাত্রেয় ভাই। ডিউক মাইকেল ছিলেন তাঁর বাবা অর্থাৎ রুরিটানিয়ার প্রাক্তন রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। বাবা হয়ত মাইকেলকেই রাজা করে যেতে পারলে খুশী হতেন, কিন্তু দেশের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তো আর তিনি যেতে পারেন না। কাজেই প্রথম পক্ষের সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র রুডলফই রুরিটানিয়ার রাজপদে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন। অবশ্য ভূতপূর্ব

রাজা তাঁর ছোট ছেলের জন্যও যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করে গেছেন। ছোট ছেলেকে তিনি 'ডিউক'* করে গেছেন, আর এর ডিউকও যে সে জায়গায় নয়, খাস রাজধানী স্ট্রেলজো নগরীর। আমাদের এই রাজভ্রাতাটি হলেন প্রিন্স মাইকেল, ডিউক অব স্ট্রেলজো। ভূতপূর্ব রাজার এই কাজের ফলে কিছু বিরূপ মন্তব্যের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজার দ্বিতীয়া স্ত্রী অর্থাৎ মাইকেলের মা ভাল পরিবারের মেয়ে হলেও খুব একটা খানদানী অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন না।'

'তা ডিউক তো এখন প্যারিসে নেই?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না না, তিনি নতুন রাজার অভিষেক উৎসবে যোগদান করবার জন্য দেশে ফিরে গিয়েছেন, এ উৎসবটি তিনি ভালভাবে উপভোগ করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'ডিউক মাইকেল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, সিংহাসনের দিকে তাঁর নিজেরই দৃষ্টি রয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনের একান্ত বিরোধী না হলে তিনি নিজেই রাজপদ লাভ করবার চেষ্টা করতেন, রাজ্যে তাঁর সমর্থকেরও অভাব নেই। কিন্তু জোর করে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করে মাইকেল জনপ্রিয়তা হারাতে চান না।'

ট্রেন এসে যাওয়ায় আমাদের কথাবার্তায় এখানেই ছেদ পড়ল। আমাদের যাত্রা সুরু হল। আমাদের? হ্যাঁ আমার আর মাদাম আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান-এর। অবশ্য আমরা দুজনে ট্রেনের এক কামরায় উঠলাম না। জর্জ যে দুর্ঘটনার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল পথে সেরকম কিছু ঘটল না। কাজেই আমার আর মাদামের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ হল না। অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে আমি আরও কিছু সংবাদ দিতে পারি। ড্রেসডেনে এক রাত বিশ্রাম করে পরদিন আমি আবার যাত্রা সুরু করলাম। দেখলাম মাদাম মোবানও একই ট্রেনে উঠলেন।

---

*ডিউক: অভিজাত সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম পদ মর্যাদা, সম্মান এবং ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অধীনে এই ডিউকরা নিজ নিজ এলাকায় এক একজন ছোটখাট রাজারই মত।

তাহলে উনিও রাতটা ড্রেসডেনেই কাটিয়েছেন। তিনি আলাপ পরিচয় করতে ইচ্ছুক নন—তিনি একলা থাকতে চান এটা বুঝতে পেরে আমিও তাঁকে না ঘাঁটিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চললাম। দেখলাম তাঁর গন্তব্যস্থল একই। আমি যে পথ ধরে যাচ্ছি, তিনিও সে পথেই যাচ্ছেন। মাদামের অলক্ষ্যে তাঁকে দেখবার সুযোগ পেলে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লাম না।

ট্রেন পৌঁছল রুরিটানিয়ার সীমান্তে। কাষ্টমস্ অফিসের বৃদ্ধ বড়কর্তা এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে আমি আমার চেহারার এলফবার্গ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও সচেতন—আরও নিশ্চিত হলাম।

কয়েকখানা খবরের কাগজ কিনলাম। কিন্তু কাগজে যে সংবাদ দেখলাম তাতে আমার গতিবিধি পাল্টে ফেলবার চিন্তা করতে হল। সংবাদে দেখলাম কোন অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে অভিষেকের দিন হঠাৎ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে কাল বাদে পরশুই রাজা পঞ্চম রুডলফের রাজ্যাভিষেক। সারা দেশ মেতে উঠেছে আসন্ন উৎসবের জন্য। দলে দলে লোক ছুটছে রাজধানী স্ট্রেলজোর দিকে। বিদেশ থেকেও অনেকে আসছে। রাজধানীতে এখন লোকের ভীড়। ভাড়া দেবার মত একখানা ঘরও খালি নেই। হোটেলগুলিও লোকের ভীড়ে উপচে পড়ছে। এখন রাজধানীতে মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই পাবার আশা নিতান্তই দুরাশা। ভাগ্যক্রমে যদি একটু জায়গা পাওয়া যায়ও তবে সেজন্য অনেক মূল্য দিতে হবে।

ঠিক করলাম আপাততঃ রাজধানী স্ট্রেলজোতে যাব না, পথে কোন একটা স্টেশনে নেমে পড়ব। সেখানে নিশ্চয়ই রাজধানীর মত ভীড়ভাট্টা থাকবে না। মাথা গুঁজবার জায়গা? তা সে প্রায় সব স্টেশনের কাছেই থাকে। স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যতই কম হোক না কেন তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলেও যদি একখানা ঘর পাওয়া যায় তবে নিজের খরচেই না হয় ঘরখানাকে যতদূর সম্ভব বাসযোগ্য করে নেব।

'টাইমটেবল'-এর পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দেখেশুনে মনে হল জেণ্ডা জায়গাটাই হয়ত এদিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। জায়গাটা রুরিটানিয়ার সীমান্ত থেকে মাত্র দশমাইল ভিতরে। আর ওখান থেকে রাজধানী স্ট্রেলজো মাত্র পঞ্চাশ মাইল। ট্রেনে গেলে মোটে দেড়ঘণ্টার পথ। আর জেণ্ডা জায়গাটা নেহাৎ গুরুত্বহীনও নয়। ওখানে একটা কেল্লা রয়েছে। স্টেশন, কেল্লা এসব যখন রয়েছে তখন একটা দু'টো হোটেল কি আর থাকবে না ?

ট্রেন জেণ্ডা স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা নাগাদ। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কাল অর্থাৎ মঙ্গলবারটা কাটাব জেণ্ডার পাহাড়, বনভূমি আর বিখ্যাত কেল্লা দেখে। শুনেছি জেণ্ডার পাহাড় আর বনভূমির দৃশ্য নাকি খুব চমৎকার। পরশুদিন অর্থাৎ বুধবার সকালে ট্রেনে করে যাব স্ট্রেলজো নগরীতে। সেখানে অভিষেক উৎসব দেখব। সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে আসব জেণ্ডায়। নিরিবিলি হোটেলে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম দিয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করব। প্রয়োজন বুঝলে পরদিন আবার না হয় যাব রাজধানীতে।

এসব ভেবেচিন্তে জেণ্ডা স্টেশনেই নেমে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখলাম একখানা কামরায় জানালার কাছে বসে আছেন মাদাম দ্য মোবান। বুঝলাম উনি সোজা স্ট্রেলজোতেই যাচ্ছেন। আমার থেকে অনেক বেশী ভেবেচিন্তে কাজ করেছেন ভদ্রমহিলা। উনি নিশ্চয়ই আগেভাগে স্ট্রেলজোতে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মাদাম আর আমি একই ট্রেনে এতটা পথ এসেছি একথা জানলে বন্ধু জর্জ ফেদারলী কতখানি অবাক হবে, একথা ভেবে আমি নিজের মনেই হাসলাম।

হুস্ হুস্ করতে করতে ট্রেন প্লাটফর্ম পেরিয়ে চলে গেল।

বাঃ! জেণ্ডা জায়গাটা তো সত্যিই চমৎকার! এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড়ের কোলে কোলে বিস্তীর্ণ বনস্থলী। অস্ত-সূর্যের রক্তিম আলো পাহাড় আর বনভূমিকে অপূর্ব এক বর্ণসুষমায় রাঙিয়ে তুলেছে।

চমৎকার! জেঙ্গাতে নেমে ভালই করেছি। না নামলে তো এ অপূর্ব দৃশ্য দেখা যেত না।

কিন্তু অন্য দিক থেকে আমাকে নিরাশ হতে হল। ভেবেছিলাম একটা সাধারণ হোটেল অন্ততঃ থাকবে এখানে, কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে মাথা গুঁজবার যে জায়গাটি পাওয়া গেল তাকে কোন মতেই হোটেল বলা চলে না—বড়জোর বলা যেতে পারে একটা সরাইখানা।

সরাইখানা যারা চালাচ্ছে তারা লোক মন্দ নয়। একজন মোটা বৃদ্ধা মহিলা তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে এ সরাইখানা চালাচ্ছেন। ছোট মেয়েটি বেশ হাসিখুশী। তার নাম ফ্রিস্কা। বয়স আঠার থেকে কুড়ির মধ্যে।

তা এ সরাইখানায় অতিথি অভ্যাগতের আগমণ কোন কালেই খুব বেশী নয়। এখনও সরাইখানাটা প্রায় ফাঁকা। সহজেই দোতলার একখানা বড়সড় ঘর পেয়ে গেলাম। এরকম ঘরে দু'চারদিন থাকতে খুব একটা কষ্ট হবে বলে তো মনে হল না।

নিজের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ডিনার খেতে নামলাম। আলাপ জমিয়ে নিলাম ফ্রিস্কা আর তার মায়ের সঙ্গে। দেখলাম রাজধানীর অভিষেকে উৎসবের ঘনঘটা নিয়ে ওরা খুব একটা উৎসাহী নয়। বৃদ্ধার 'হিরো' হল ডিউক মাইকেল। ভূতপূর্ব রাজার 'উইল' অনুসারে ডিউক মাইকেলই এখন জেণ্ডার জমিদারী আর কেল্লার মালিক। উপত্যকার শেষে একটা খাঁড়াই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে কেল্লাটা। আশপাশের বিস্তীর্ণ বনভূমিও ডিউকের সম্পত্তি। ছোট ছেলেকে রাজা করতে না পারলেও প্রাক্তন রাজা তাঁকে যতদূর সম্ভব পুষিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। জেণ্ডার বিখ্যাত কেল্লাটা সরাইখানা থেকে মাইল খানেক দূরে। এসব খবর অবশ্য জানলাম বৃদ্ধা আর তাঁর দুই মেয়ের কাছ থেকে।

বৃদ্ধা সরাইওয়ালী ডিউক সিংহাসনে বসতে না পারবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে একটুও ইতস্ততঃ করলেননা।

'আমরা ডিউক মাইকেলকে জানি। তিনি চিরদিন আমাদের

মধ্যেই থেকেছেন। তিনি আমাদের আপনজন। রুরিটানিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তাকে চেনে—জানে। রাজা আমাদের কাছে প্রায় একজন অপরিচিত লোকেরই মত। তিনি এ পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। দশজন রুরিটানিয়াবাসীর মধ্যে একজনও রাজাকে দেখলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

'কেউ জানে না এখন আমাদের রাজা মশাই দেখতে কেমন হয়েছেন.' মুচকি হেসে ফ্রিস্কা বলল।

'কেন?' বৃদ্ধা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'রাজামশাই নাকি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন, কাজেই বলা যেতে পারে তাঁকে কেউই চেনে না।'

'দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন!' অবাক হয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'তোকে এ কথা কে বলেছে?'

'কেন কাল রাতে জোহানই তো বলল।'

'জোহান হল ডিউকের বনরক্ষী,' আমার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'রাজা আপাততঃ এখানেই রয়েছেন, তিনি রয়েছেন ডিউকের শিকার-বাড়ীতে। এখান থেকেই বুধবার ভোরে তিনি যাত্রা করবেন স্ট্রেলজোর দিকে—অভিষেকের জন্য।'

'রাজা বুঝি শিকার করতে খুব ভালবাসেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালবাসেন। তা যতদিন খুশী তিনি তাঁর শিকার নিয়ে এখানে থাকুন না কেন। ওদিকে নির্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে ডিউকের রাজপদে অভিষেকটা হয়ে যাক। ভাই-এর বদলে ডিউক রাজা হলেই আমরা খুশী হব।'

'আমি অন্ততঃ খুশী হব না,' ফ্রিস্কা বলল, 'কালো মাইকেলকে* 'আমার একদম পছন্দ হয় না।'

---

* মাথার লাল চুল হল এলফবার্গ রাজবংশের সন্তানদের চেহারার একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ডিউক মাইকেলের মাথার চুলের রঙ লাল নয়—কালো। এজন্য সে কালো মাইকেল নামেই পরিচিত।

কঠোর দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'এখনও তোর লঘুগুরু জ্ঞান হয় নি। বলতে হয় ডিউক মাইকেল। এতটা বয়স হল, এখনও কাকে কি বলতে হয় তাই শিখলি না।'

'তুমি যাই বলনা কেন আমার পছন্দ লাল চুল। আমাদের রাজার চুল নাকি টকটকে লাল···ঠিক আমাদের অতিথির মাথার চুলের মত।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মিষ্টি চেহারার ছোট মেয়েটি।

'রাজা যদি এখানে, তবে ডিউক কোথায়? তিনিও কি এখানেই রয়েছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডিউক রয়েছেন স্ট্রেলজোতে। তিনি স্বয়ং অভিষেকের সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করছেন', বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

'দু' ভাই এর মধ্যে তা হ'লে বেশ সদ্ভাব আছে?'

'হ্যাঁ,' বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

'মোটেই না,' মাথা ঝাঁকিয়ে চঞ্চলা ফ্রিস্কা বলল।

'নেই?'

'কি করে সদ্ভাব থাকবে বলুন, দু'জনেই চান একই সিংহাসন আর একই রাজকন্যাকে।'

'রাজকন্যা?'

'হ্যাঁ মশাই, রাজকন্যা ফ্লাভিয়া। সবাই জানে কালো মাইকেল—থুরি আমাদের ডিউক—রাজকন্যাকে ভালবাসেন। কালো মাইকেল রাজ কন্যাকে বিয়ে করতে চান।'

'এই রাজকন্যাটি কে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

চপলা ফ্রিস্কা কোন বেফাঁস কথা বলবার আগেই বৃদ্ধা আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'রাজকন্যাটি হলেন আমাদের রাজবংশেরই মেয়ে। অবশ্য ছোট তরফের। রাজকন্যা ফ্লাভিয়ার বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। রাজ বংশের ছোট তরফের মেয়ে কাজেই বেশ বড় সড় একটা জমিদারী আছে। আর আছে একখানা বিরাট প্রাসাদ। ঝি-চাকরদের নিয়ে রাজকন্যা নিজের প্রাসাদেই থাকেন। আমাদের এই রাজকন্যাটি বড় ভাল মেয়ে মশাই।'

চপলা ফ্রিস্কা মায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মোটেই দমে যায়নি, সে ফস্ করে বলে উঠল, 'ঐ অচেনা মাতাল রাজা আর শয়তান কালো মাইকেলকে বাদ দিয়ে দেশের লোক যদি রাজকন্যা ফ্লাভিয়াকে সিংহাসনে বসাত তবে দেশটার ভালো হত।'

'কি বলছিস তুই?' বৃদ্ধা মেয়েকে ধমক দিলেন। মায়ের ধমকে একটুও দমে না গিয়ে মুখ ফোঁড় ফ্রিস্কা বলল, 'ঠিকই বলছি। রাজাটা তো একটা বেহেড মাতাল। আর কালো মাইকেলটি হচ্ছে একটি আস্ত শয়তান······'

ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল ঘরের বাইরে। ফ্রিস্কার কথার স্রোত বন্ধ হল। হেঁড়ে গলায় কে যেন ধমকে উঠল, 'মহামান্য ডিউকের নিজের শহরে বসে কে তাঁকে গালাগালি দিতে সাহস করছে?'

ঘরের ভিতর ঢুকল লম্বা চওড়া পালোয়ান গোছের একটি লোক।

ফ্রিস্কা আর্তনাদ করে উঠল। সে আর্তনাদের অর্দ্ধেকটা ভয়ের আর বাকী অর্দ্ধেকটা মজা করবার জন্য।

'কার এতবড় দুঃসাহস,' পালোয়ান লোকটি আবার ধমকে উঠল। তার ধমকের মধ্যেও বুঝি কৌতুকের একটুখানি পরশ রয়েছে।

'তুমি তো আর আমার নামে নালিশ করবে না,' মুচকি হেসে ফ্রিস্কা বলল।

'ছাখ, তোর বকবকানির ফলটা কি হল। এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে?' গম্ভীর ভাবে বৃদ্ধা বললেন।

মায়ের কথায় কান না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফ্রিস্কা বলল,

'এ হল আমাদের বন্ধু জোহান। ডিউকের বন-রক্ষক। শুধু তা-ই নয়, ডিউকের কেল্লার সব কিছু দেখা শোনা করবার ভার ওর উপরেই রয়েছে। ডিউক নিজে তো আর সব সময় এখানে থাকেন না।'

'আমাদের এখানে একজন অতিথি আছেন। উনি ইংলণ্ডের এক জমিদার পরিবারের সন্তান। এস জোহান, তোমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দি,' জোহানের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন।

জোহান টুপি খুলল। পরমুহূর্তেই সে দেখতে পেল আমাকে। অবাক হয়ে দেখলাম, আমাকে দেখেই সে থতমত খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল—যেন সে আশ্চর্যজনক কিছু একটা দেখেছে।

'তোমার কি হল জোহান?' বড় মেয়েটি বলল, 'ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছেন, উনি অভিষেক উৎসব দেখতে চান।'

লোকটি ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কিন্তু সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে।

'শুভ সন্ধ্যা', আমি বললাম।

'শুভ সন্ধ্যা হুজুর,' আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জোহান বলল। তার ভাবভঙ্গী আর রকমসকম দেখে আমুদে মেয়ে ফ্রিস্কা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল,

'দেখ জোহান, এ ঠিক তোমার পছন্দের রঙ। আপনার চুলের রঙ দেখে জোহান চমকে গিয়েছে। এরকম লাল রঙের চুল আমরা সচরাচর জেণ্ডায় দেখতে পাই না।'

'ক্ষমা করবেন হুজুর,' জোহানের কণ্ঠস্বর যেন তোৎলা হয়ে গিয়েছে। তার চোখের দৃষ্টি তখনও বিস্ময়-বিমূঢ়।

'আমি এখানে কাউকে দেখতে পাব বলে ভাবিনি, তাই আপনাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন,' জোহান বলল।

'ওকে এক পাত্র পানীয় দাও,' ফ্রিস্কার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার স্বাস্থ্য পান করুক। এবার আমি আপনাদের শুভরাত্রি জানাচ্ছি। সৌজন্য আর সুন্দর কথাবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহিলাদের, কয়েকটা ঘণ্টা বেশ চমৎকার কাটল।'

এ কথা বলে আমি উঠে পড়লাম। ছোট্ট একটা বো করে আমি দরজার দিকে এগোলাম।

'দাঁড়ান, আমি আপনাকে আলো দেখাচ্ছি,' ফ্রিস্কা ছুটল আলো আনবার জন্য। আমাকে যাবার পথ দেবার জন্য জোহান একটু সরে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি তখনও আমার উপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত কি দেখছে সে? আমি তার কাছাকাছি আসতেই সে এক পা

এগিয়ে এসে একটু দ্বিধা-জড়িত স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করল,

'হুজুর, আপনি কি আমাদের রাজামশাইকে চেনেন ?'

'না. তাঁকে আমি কখনও দেখিনি। তবে বুধবার তাঁকে দেখতে পাব বলে আশা করি,' আমি উত্তর দিলাম।

আর কিছু বলল না জোহান। তবে বেশ বুললাম যতক্ষণ আমার পিছনের দরজাটা বন্ধ না হল ততক্ষণ জোহানের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করল।

ব্যাপার কি ? জোহানের ভাবভঙ্গীতে একটু অবাকই হতে হল।

## *চতুর্থ পরিচ্ছেদ* — *সে এক চমৎকার সন্ধ্যা*

জোহানের আচরণে যদি একটু বিরক্ত হয়েও থাকি, পরদিন তার অমায়িক ব্যবহারে সে বিরক্তির ভাবটা কেটে গেল, আমি স্ট্রেলজো যাচ্ছি একথা শুনে সে পরদিন সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি তখন প্রাতঃরাশপর্ব সারছিলাম। আমার কাছে এসে বিনীত ভাবে জোহান বলল,

'হুজুর কি রাজধানীতে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ সেরকমই তো ইচ্ছা।'

'রাজধানীতে তো এখন লোকের ভীড়, থাকবার জায়গা ঠিক করেছেন ?'

'না, সেসব কিছু ঠিক করা হয় নি,' আমি উত্তর দিলাম, 'রাতে আমি এখানেই ফিরে আসব। তারপর দরকার হলে পরদিন না হয় আবার যাওয়া যাবে। বেশী তো দূর নয়—ট্রেনে মোটে ঘণ্টা দেড়েকের তো পথ।'

একটু ইতস্ততঃ করল জোহান, তারপর বলল,

'হুজুর যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।'

'বল।'

'আমার এক বোন রাজধানীতে থাকে। সে আমাকে অভিষেক দেখবার জন্য নেমন্তন্ন করেছে। তার বাসায় একখানা বাড়তি ঘরও রয়েছে, যেতে পারলে ভালই হত, বোনটার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হত।'

'যাও না, ঘুরে এস', উৎসাহ দিয়ে আমি বললাম।

'কিন্তু যাবার উপায় নেই হুজুর। এখানে ডিউটি রয়েছে। ডিউটির ব্যাপারে ডিউক খুব কড়া। তাই বলছিলাম···বলছিলাম হুজুর যদি যান তবে আমার বোনের বাসায় থাকবার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য আমাদের মত গরীব লোকদের বাসা-বাড়ীতে হুজুরের খুবই কষ্ট হবে······'

'বাঃ চমৎকার! এতো খুব সুন্দর প্রস্তাব!' এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে আমি জোহানের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

'আমি তাহলে বোনকে 'তার' (টেলিগ্রাম) করে দি।'

জোহান চলে গেল। আমিও পরের ট্রেনটা ধরবার জন্য জিনিষপত্র গোছগাছ করতে সুরু করলাম। জেণ্ডার দিগন্তবিস্তৃত বনভূমি দেখবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ট্রেন ধরতে হলে আপাততঃ সে আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় নেই।

কিন্তু না, বিসর্জন দিতে হল না। উপায় বাতলে দিল ফ্রিস্কাই। জিনিষপত্র গুছিয়ে দেবার জন্য মেয়েটি আমার ঘরে এসেছিল।

'আপাতত, তোমাদের এখানকার বনটা আর ঘুরে-ফিরে দেখা গেল না।'

'কেন?'

'আমাকে স্ট্রেলজো যাবার ট্রেন ধরতে হবে।'

'বেশ তো, তাতে বন দেখাটা আটকাচ্ছে কিসে?'

'ট্রেন ধরতে হলে বন দেখবার সময় পাব কি করে?'

'আপনি বন দেখতে চান আবার ট্রেন ধরতেও ইচ্ছুক এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তা স্টেশন কি একটা, না ট্রেন মোটে একখানা? আপনাকে

কি কেউ এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে যে জেণ্ডা স্টেশন থেকে একখানা বিশেষ ট্রেনেই আপনাকে রাজধানীতে যেতে হবে ?'

'না তা কেউ দেয়নি,' ফ্রিস্কার ভাবভঙ্গী দেখে আমি হেসে ফেললাম।

'শুনুন তবে, বনের মধ্য দিয়ে সোজা মাইল দশেক চলে যাবেন। পেয়ে যাবেন রেললাইন। হাঁটলেই আর একটা রেলস্টেশন। এই স্টেশন থেকেই আপনি রাজধানীর গাড়িতে উঠবেন। আপনার বন-দেখা আর ট্রেন-ধরা—এ দু'টো কাজই একসঙ্গে হয়ে যাবে।'

চমৎকার পরিকল্পনা ! একই সঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা দু'টো কাজই করা যাবে।

ঠিক করলাম জোহানের বোনের ঠিকানায় আমার মালপত্র পাঠিয়ে দেব। তারপর ঝাড়া হাত-পায়ে জেণ্ডার কেল্লাটা দেখে বনের মধ্যে ঢুকব। বন ঘুরে বনের ওপাশের স্টেশনে গিয়ে সোজা ট্রেনে চেপে বসব। সেখান থেকে ট্রেনে করে স্ট্রেলজোতে পৌঁছতে আর কত সময় লাগবে। জোহান চলে গিয়েছিল, সুতরাং সে আর আমার পরিবর্তিত পরিকল্পনার কথা জানতে পারল না।

মালপত্র পাঠবার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়লাম। এবার পাহাড়ে উঠব। পাহাড়ের চূড়াতেই রয়েছে জেণ্ডার বিখ্যাত কেল্লা। ধীরে-সুস্থে আধ ঘণ্টা হাঁটবার পর কেল্লার সামনে এসে পড়লাম। কেল্লাটা সত্যিই বিরাট। কেল্লাটির সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ভালভাবে করা হয়েছে। পুরোণো হলেও কেল্লার কোন অংশই ভেঙেচুরে যায়নি। কেল্লার চারপাশে গভীর পরিখা। পরিখার ওপারে হালফ্যাসানের একখানা চমৎকার বাড়ী। বাড়ীখানা তৈরী করিয়েছিলেন রুরিটানিয়ার প্রাক্তন রাজা। বর্তমানে ঐ নতুন বাড়ীখানা হল ডিউক অব স্ট্রেলজোর পল্লী-আবাস।

পুরোণো কেল্লা আর হালফ্যাসানের নতুন বাড়ীখানা সংযুক্ত রয়েছে একটা সেতু দিয়ে। সেতুটা চরকার মত তুলে বা নামিয়ে নেওয়া যায়।

এই সেতুটা ছাড়া পুরোণো কেল্লায় যাবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এই সেতুটাই হল বাইরের জগতের সঙ্গে পুরোণো কেল্লায় একমাত্র যোগসূত্র। অবশ্য নতুন বাড়ীতে যাবার জন্য বেশ চওড়া রাস্তা রয়েছে।

কেল্লা দেখা হল। এবার যাব বনভূমির রহস্যপুরীতে।

বনটি সত্যিই ভারী সুন্দর। যার চরিত্রে সূক্ষ্ম রসবোধের ছিটে-ফোঁটাটুকুও আছে সে এই নির্জন বনস্থলির শ্যামল সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। আমি কবি নই, নিতান্ত গদ্যময় মানুষ। কিন্তু আমার মত মানুষও অভিভূত হয়ে পড়ল জনহীন বনভূমির শ্যামল শোভা দেখে।

বিরাট বিরাট গাছ। এগুলিকে নিশ্চয়ই বনস্পতি বলা চলে। গুঁড়িগুলো কি চওড়া। দু'হাত বাড়িয়েও তাদের বেড় পাওয়া যায় না। গাছের গা জড়িয়ে উঠেছে মোটা মোটা লতা। লতায়-পাতায় নানা রঙের বিচিত্র সমারোহ। কত রকমের অর্কিড। বনস্থলির ভূমিভাগ পাতায় ছাওয়া। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে—রচনা করছে আলো-ছায়ার সুন্দর জাফরী।

বন! বন! আমার চারপাশে নির্জন বনস্থলীর শ্যামল সৌন্দর্য। বনভূমি নিস্তব্ধ। অবশ্য মাঝে মাঝে কোন দল ছুট পাখীর ডাকে এ নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে। কোন বন্য জন্তু চোখে পড়ল না। এখন দিন, বনের জীবেরা সব ঘুমিয়ে আছে। ওরা জেগে উঠবে রাতে। রাতের বেলায় এরকম বনে নিরস্ত্র অবস্থায় একলা ঘোরা মোটেই নিরাপদ নয়।

বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঘণ্টাখানেক কিম্বা তারও বেশী কিছু সময় হাঁটলাম। বন পেরিয়ে ও পাশে যেতে হবে। কেননা যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনটা ধরতে হবে। আর ফ্রিস্কার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে ট্রেনটা দেখছি সন্ধ্যার আগেই ঐ স্টেশনে আসবে। ছোট একখানা 'টাইম টেবল' পকেটেই রয়েছে। খুলে দেখলাম। ফ্রিস্কা ঠিকই বলেছে।

তা এখন তো মোটে তিনটে। পাহাড়ে চড়ে, বনে ঘুরে এখন

একটু ক্লান্তই লাগছে। এবার একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যেতে পারে। তারপরই বাকী পথটা মেরে দেব সোজা পা চালিয়ে। মনে হচ্ছে আর মাইল তুই পথ হাঁটতে হবে। কোন ঝুঁকি না নিয়েই এবার আধ ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নে'ওয়া যেতে পারে।

সামনে একটা গাছের কাণ্ড মাটিতে পড়ে আছে। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বেশ আরাম করে বসলাম। বনভূমির সৌন্দর্যের কথা ভাবতে ভাবতে একটা 'সিগার' ধরালাম। বেশ আয়েস করে সুখটান দিলাম। বনভূমির শ্যামল সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে আনমনে সিগার টানতে লাগলাম। এক সময় শেষ হয়ে গেল সিগারটা। আমারও কেমন একটা ঢুলুনীর ভাব এসে গেল। আমার মন থেকে যেন মুছে গেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবার কথা। আমার তুটি চোখের পাতা জড়িয়ে এল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের দেশে লাজুক পা ফেলে এসে পড়ল মিষ্টি-মধুর স্বপন কুমারী।

······কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলতে পারব না। হঠাৎ একটা ভারী গমগমে গলার আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

'আরে এ যে অবাক কাণ্ড! লোকটা কে? দাড়ি কামিয়ে দিলেই লোকটাকে দেখাবে ঠিক আমাদের মহারাজের মত।'

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ খুলতে হল। দেখলাম তু'টি লোক অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তু'জনেরই পরণে শিকারীর পোষাক, তু'জনের হাতেই বন্দুক।

ওদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি বেঁটে, তার চেহারাটা বেশ গাট্টাগোট্টা। মাথাটা দেখতে বুলেটের মত, মুখে ধূসর গোঁফ। ছোট চোখ তু'টি হাল্কা নীল—ঈষৎ রক্তাভ। দ্বিতীয়জন যুবক, তার একহারা চেহারা। সে মাথায় মাঝারি, চুল কালো, যুবকটি সুদর্শন। বয়স্ক লোকটিকে দেখলেই সমর বিভাগের পদস্থ কর্মচারী বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ যুবকটিও যে অভিজাত সমাজে মেলামেশায় অভ্যস্ত তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু মনে হয় সামরিক জীবনেও সে নিতান্ত অনভ্যস্ত নয়।

তরুণকে অনুসরণ করবার ইশারা করে বয়স্ক লোকটি আমার কাছে এগিয়ে এল। শিষ্টাচারসম্মত কায়দায় টুপি খুলে তরুণটিও এল তার পিছু পিছু। আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

'আরে! উচ্চতাও দেখছি একই রকম।' আমার ছ'ফিট দু'ইঞ্চি দেহটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বয়স্ক ব্যক্তিটি মন্তব্য করল।

তরুণের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়।

আমার দিকে তাকিয়ে বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞেস করল,

'আপনার নামটি জানতে পারি কি?'

'আলাপ পরিচয়ের ক্ষেত্রে আপনিই প্রথম পদক্ষেপ করলেন', একটু হেসে আমি বললাম, 'আগে আপনার নামটাই শোনা যাক।'

স্মিত হাসি হেসে এগিয়ে এল তরুণ, বলল, 'উনি হলেন কর্নেল স্যাপ্ট আর আমার নাম হল ফ্রিটজ্ ফন টারলেনহাইম। আমরা দু'জনেই রুরিটানিয়ার রাজার সৈন্যদলে চাকরি করি।'

টুপি খুলে দু'জনকেই অভিবাদন করলাম।

'এবার আপনার পরিচয় দিন', গম্ভীর গলায় প্রবীণ কর্নেল স্যাপ্ট বললেন।

'আমার নাম রুডলফ র‍্যাসেনডিল। আমি ইংল্যাণ্ড থেকে আসছি। বেড়াতে এসেছি এদেশে। একবার বছর দুয়েকের জন্য আমি হার ম্যাজেস্টি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সৈন্যদলে কাজ করেছি।'

'র‍্যাসেনডিল, র‍্যাসেনডিল!' কর্নেল আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। তিনি যেন কি একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেও পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। তাঁর মুখে কেমন যেন একটা বোধগম্যতার দীপ্তি।

'হায় ভগবান!' হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন কর্নেল, 'বুঝেছি··· এতক্ষণে বুঝেছি। হ্যাঁ মশাই আপনি কি বার্লেসডনদের কেউ নাকি?'

'বার্লেসডনের বর্তমান লর্ড আমার দাদা' আমি উত্তর দিলাম।

'নিজের দাদা?' কর্নেল প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'বটে। ব্যাস তাহলে রহস্যের সমাধান তো হয়ে গেল, ওহে ফ্রিট্জ্ দেখ, আমাদের রাজকন্যা অ্যামোলিয়া কেমন ছাপ রেখে গিয়েছেন ওঁদের বংশের উপর।'

'রাজকন্যা অ্যামেলিয়ার কাহিনী তাহলে আজও আপনারা মনে রেখেছেন।'

এইসময় আমাদের পিছনের বনভূমির আড়াল থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'ফ্রিট্জ্...ফ্রিট্জ্ কোথায় গেলে হে তোমরা?'

চমকে উঠল টারলেনহাইম, বলল, 'মহারাজ! মহারাজ ডাকছেন।'

বৃদ্ধ কর্নেল মুচকি হাসলেন।

তারপর একটা লম্বা চওড়া গাছের আড়াল থেকে একজন যুবক এক লাফ দিয়ে আমাদের সামনে এসে পড়ল। তার দিকে তাকিয়ে আমি দারুণ বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলাম। আমাকে দেখে আগন্তুক যুবকও অবাক হয়ে নিজের অজান্তেই দু'পা পিছিয়ে গেল।

যুবকের মুখে আমার মত দাড়ি-গোঁফ নেই। মাথায় সে আমার চেয়ে আধ ইঞ্চির মত ছোট। তার আচরণের মধ্যে রয়েছে একটা সচেতন মর্যাদা বোধ। এ ছাড়া আগন্তুক যুবকের সঙ্গে আমার চেহারার কোন পার্থক্য নেই।

কর্নেল স্যাপ্ট এবং ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ সামরিক কায়দায় যুবককে অভিবাদন করলেন।

এই যুবকই কি তা হলে রুরিটানিয়ার রাজা পঞ্চম রুডল্ফ? তা হলে আমাদের দু'জনের কেবল নামেই মিল নেই, চেহারায়ও মিল রয়েছে! আমরা দু'জন দেখতে অবিকল একরকম। যমজ ভাইদের মধ্যেও কি চেহারায় এতটা মিল থাকে?

কয়েক মুহূর্ত আমরা দারুণ বিস্ময়ে যেন নিশ্চল হয়ে স্থির দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মাথার টুপি খুলে আমার প্রতিবিম্বকেই যেন আমি অভিবাদন করলাম।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে রাজা বললেন,

'কর্নেল···ফ্রিট্জ···এ ভদ্রলোকটি কে?'

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই কর্নেল স্যাপ্ট আমার আর রাজার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তিনি নীচু গলায় রাজাকে কিছু বলতে লাগলেন।

কর্নেলের কথা শুনতে শুনতে রাজার মুখের ছু'টো কোণা বেঁকে গেল, টিকলো নাকটা যেন নেমে এল নীচে, তার চোখ ছু'টো ঝক্ ঝক্ করে উঠল তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন রাজা। সেই হাসি বনভূমির মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাজা যে খুব আমুদে প্রকৃতির মানুষ তা তাঁর হাসি থেকেই বেশ বোঝা গেল।

হাসি থামলে আমার দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন,

'কর্নেলের কাছ থেকে আপনার পরিচয় শুনলাম। আপনি র‍্যাসেনডিল পরিবারের সন্তান। ঐ পরিবারের সঙ্গে আমাদের এলফ্‌বার্গ পরিবারের তো রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে···আর সে জন্যই আমাদের ছু'জনের চেহারায় এত মিল। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হল ভাই—হ্যাঁ সম্পর্কে আপনি আমার ভাই-ই হবেন।'

হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন রাজা তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনাকে দেখবার পর প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল। সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে দেখে আমি প্রথমটা বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।'

'আমার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাইছি মহারাজ। আশা করি আমি রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব না।'

'কেন বঞ্চিত হবেন? আপনার মুখ হচ্ছে রাজার মুখ,' হেসে রাজা বললেন, 'সেটা আমি পছন্দ করি আর না করি তাতে কিছু যায় আসে না। বলুন এবার, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশি হব···আনন্দ পাব।'

'সেটা মহারাজের মহত্ত্ব', আমি বললাম।

'বেশ, এবার বলুন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'স্ট্রেলজো শহরে যাবার ইচ্ছে আছে।'

'কেন ?'

'অভিষেক উৎসবটা দেখতে চাই।'

রাজা তাঁর দুই বন্ধুর দিকে তাকালেন। তিনি তখনও হাসছিলেন। অবশ্য তাঁর ভাবভঙ্গীর মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির ভাবও আমি যেন লক্ষ্য করলাম। কিন্তু সে ভাবটা এলেও তা এল মুহূর্তের জন্য। রাজার মধ্যে আবার হাসিখুশি আমুদে ভাবটা ফিরে এল। খুশিভরা গলায় তিনি বললেন, 'ফ্রিট্জ, ফ্রিট্জ ! আমাদের এই এক জোড়াকে দেখলে ভাই মাইকেলের মুখের অবস্থা কিরকম হবে তা দেখবার জন্য আমি এক হাজার ক্রাউন দিতে রাজি আছি।'

'সত্যি কথা বলতে কি,' গম্ভীরভাবে ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম মন্তব্য করল, 'এসময় মিঃ র্যাসেনডিলের স্ট্রেলজোতে যাওয়াটা খুব বিবেচনার কাজ হবে না।'

রাজা একটা সিগারেট ধরালেন।

তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

'আপনার কি মনে হয় কর্নেল স্যাপ্ট ?'

'ওর এখন যাওয়া মোটেই উচিত নয়,' বৃদ্ধ কর্নেল বললেন।

'ঠিক আছে, আমি আজকেই রুরিটানিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'না না, আপনাকে তা করতে হবে না। আজ রাতে আপনি আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবেন। পরে যা ঘটবার তা-ই ঘটবে। প্রতিদিন তো আর নতুন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয় না।'

'আজ রাতে কিন্তু একটু কম করে পান-ভোজন করতে হবে', ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম বলল।

'কি বলছ তুমি ! আজকে জ্ঞাতিভাই আমার অতিথি···আর আজ রাতেই কিনা পান-ভোজনে কৃপণতা ! নাহে ফ্রিট্জ তা হতে পারে না।'

ফ্রিট্জ নৈরাশ্যের সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাল।

'আরে তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। কাল খুব ভোরে যে আমাদের যাত্রা সুরু করতে হবে, সে কথাটা আমি মনে রাখব।'

'কথাটা কিন্তু আমিও মনে রাখব মহারাজ', গম্ভীর ভাবে কর্নেল স্যাপ্ট বললেন।

'ঠিক আছে, বিজ্ঞ বৃদ্ধ,' কৌতুক করে রাজা বললেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুশিয়াল গলায় বললেন, 'আসুন ভাই র‍্যাসেনডিল, এই পথে আসুন···হ্যাঁ আপনার নামই তো এখনও জানা হল না, আপনার নামটি কি ভাই?'

'মহারাজের যে নাম আমারও সেই নাম', অভিবাদন করে আমি বললাম।

'চমৎকার! আমাদের কেবল আকৃতিতেই মিল নেই, নামেও মিল রয়েছে দেখছি,' রাজা সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'তা'হলে দেখা যাচ্ছে আপনাদের পরিবার আমাদের বংশ সম্পর্কে মোটেই লজ্জিত নয়। আসুন ভাই রুডলফ, আমাদের সঙ্গে চলুন। এখানে অবশ্য আমার নিজের কোন বাড়ী নেই। আমার প্রিয় ভাই মাইকেল তার শিকার-বাড়ীতে আমাকে থাকতে দিয়েছে। সেখানেই আপনার আপ্যায়ণের চেষ্টা করব।'

আমার হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন রাজা। অন্য দু'জনকে অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করে আমাকে সঙ্গে করে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে এগোলেন।

বনের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম, চললাম পশ্চিম দিকে। সে এক চমৎকার সন্ধ্যা।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ — রাজার অতিথি

শিকার বাড়ীর দিকে এগোলাম আমরা। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল বনভূমির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একখানা ছোট

একতলা বাড়ী রয়েছে। বাড়ীখানা কাঠের। গড়ন বাংলো প্যাটার্নের। এই তাহ'লে রাজভ্রাতা মাইকেলের শিকার বাড়ী।

আমরা কাছাকাছি যেতেই সাদামাঠা উর্দীপরা একজন ছোটখাট লোক আমাদের দিকে ছুটে এল। শিকার-বাড়ীতে আর একটি প্রাণীও ছিল। তিনি হ'লেন মোটা-সোটা এক বৃদ্ধা মহিলা। পরে মহিলার পরিচয়ও জানতে পেরেছিলাম। মহিলা ডিউক মাইকেলের বনরক্ষী জোহানের মা।

'ডিনার তৈরী জোসেফ?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, মহারাজ', অভিবাদন করে জোসেফ বলল।

একটু পরেই আমরা খেতে বসলাম। প্রচুর খাবার, হবেই তো। শত হলেও রাজকীয় ভোজ।

'মদ নিয়ে এস জোসেফ। সুস্বাদু মদ', রাজা আদেশ করলেন, 'আরে বাপু আমরা কি জন্তু যে পানীয় ছাড়াই গলা দিয়ে খাদ্য চালান করব!' ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরেই রাজা বললেন।

রাজার আদেশ শুনে জোসেফ তাড়াতাড়ি কয়েকটা বোতল এনে রাখল খাবার টেবিলে।

'কালকের দিনটার কথা মনে রাখবেন মহারাজ, আমাদের কিন্তু কাল খুব ভোরে এখান থেকে বেরুতে হবে,' ফ্রিট্জ রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ—কালকের কথা,' বৃদ্ধ স্যাপ্ট সায় দিলেন।

'প্রথমে আমার নতুন পাওয়া জ্ঞাতিভাই রুডলফ র‍্যাসেনডিলের স্বাস্থ্য পান করা যাক,' রাজা এক পাত্র মদ্যপান করলেন।

'আমিও রক্তকেশ এলফবার্গদের স্বাস্থ্য পান করি,' পানপাত্রে চুমুক দিলাম আমি।

রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন।

তা মাংসটা যেমন রান্নাই হোক না কেন, মদটা কিন্তু সত্যিই অপূর্ব। পানীয়ের উপর আমরা সুবিচারই করলাম। রাজা এবং আমি প্রচুর পান করলাম।

ফ্রিট্জ একবার রাজার পান বন্ধ করবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। রাজা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'দেখ ছোকরা, তুমি বরং একটু কম করে পান কর। তোমাকে তো আমার থেকেও আগে বেরোতে হবে। এরকম কয়েক বোতল খেলে বেসামাল হব তেমন পাত্তরই আমি নই।'

'ফ্রিট্জ দেখল রাজার কথাটা আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য সে বলল,

'কর্নেল আর আমি কাল সকাল ছ'টায় এখান থেকে বেরোব। আমরা যাব জেণ্ডা কেল্লায়। সেখান থেকে 'গার্ড অব অনার' নিয়ে এখানে—মহারাজের কাছে—এসে পৌছব আটটা নাগাদ। তারপর সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে যাব স্টেশনের দিকে। রাজাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য একখানা সুসজ্জিত ট্রেন থাকবে।'

'রাখুন ওসব কথা, আসুন ভাই, আর এক বোতল পান করা যাক। আপনাকে তো আর সকাল সকাল বেরোতে হচ্ছে না। কই হে জোসেফ আর একটা বোতল নিয়ে এস।'

আর একটা বোতল এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আমি তার একটু ভাগ পেলাম, বেশীর ভাগটাই গেল মহামান্য নরপতির ভোগে। রাজাকে সংযত করবার চেষ্টায় ফ্রিট্জ হাল ছেড়ে দিল। তারপর সে নিজেই পান করতে লাগল প্রচুর পরিমাণে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর পান করে আমরা চারজনেই যেন এক একটি মদের পিপে হয়ে উঠলাম। আগামীকাল সকালেই যে এখান থেকে যাত্রা করতে হবে সেকথা বোধ করি কারোরই আর মনে রইল না।

শেষ পর্যন্ত নিঃশেষিত পানপাত্রটি টেবিলে রেখে রাজা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, বললেন, 'নাঃ যথেষ্ট পান করা হয়ে গেছে, আজকে এখানেই ইতি টানা যাক।'

আমিও রাজাকে সমর্থণ করলাম।

আর ঠিক তখনই একটা পেট-মোটা বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকল জোসেফ। বোতলটার সারা গায়ে মাকড়সার জাল। ওটা দীর্ঘকাল

ধরে অন্ধকার 'সেলার'-এ ছিল। মনে হল হঠাৎ মোমের আলোর মধ্যে এসে বোতলটা যেন চোখ পিট পিট করছে। বহুদিনের পুরাণো মদ। আর মদ যতই পুরাণো হবে ততই তা হয়ে উঠবে আরো বেশী সুস্বাদু।

রাজাকে অভিবাদন করে জোসেফ তাঁর সামনে বোতলটা রাখল। বোতলের সঙ্গে রয়েছে একখানা চিঠি। জোসেফ সবিনয়ে নিবেদন করল,

'স্ট্রেলজোর মহামান্য ডিউক রাজভ্রাতা কুমার মাইকেল এই পানীয়টি রাজার সামনে রাখতে আমাকে আদেশ করেছেন। রাজা যখন অন্য পানীয় পান করে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন যেন তিনি ভ্রাতৃস্নেহে এই বোতলের পানীয়টি পান করেন। পান করে মহারাজ তৃপ্ত হলে ডিউক কৃতার্থ হবেন—নিজেকে ধন্য মনে করবেন।'

রাজা সোৎসাহে বোতলটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। চিঠি পড়বার ভার দিলেন কর্নেল স্যাপ্টের উপর। তাঁর নিজের অবস্থা আর চিঠি পড়বার মত নয়।

কর্নেল চিঠি পড়ে শোনালেন।

'রাজার একান্ত অনুগত এবং বশম্বদ মাইকেল রাজসমীপে নিবেদন করছেন।

আমি বিশেষ প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য জেণ্ডা কেল্লায় এসেছিলাম। মহামান্য মহারাজের আসন্ন অভিষেকের আয়োজন সুসম্পূর্ণ করবার জন্য আমাকে এক্ষুণি রাজধানীতে ফিরতে হবে। নিতান্ত সময়াভাবের জন্যই শিকার-বাড়ীতে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মহারাজের তৃপ্তির জন্য একটি সুস্বাদু পানীয় পাঠালাম। মহারাজ অনুগ্রহ করে এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করলে ডিউক নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করবেন।

ইতি একান্ত অনুগত এবং বশম্বদ ভৃত্য

মাইকেল।

'বাঃ চমৎকার !' রাজা সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'কালো মাইকেলের মনটা কালো কিন্তু তার 'স্টকে' যে মদ আছে তা হল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। দেরী করে লাভ কি, জোসেফ বোতলটা খোল।'

বোতল খুলে জোসেফ রাজার পানপাত্রে কিছুটা মদ ঢালল। পাত্রে চুমুক দিয়ে রাজা স্বাদ নিলেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। শুধু পরিতৃপ্ত নয়, রাজা যেন আশ্চর্য হলেন। এত ভাল জাতের সুরা যে মাইকেলের কাছে থাকতে পারে রাজা যেন এটা ভাবতেই পারেন নি। আমাদের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ জড়িত গলায় রাজা বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, বন্ধু কর্নেল, বন্ধু ক্যাপ্টেন, ভাই রুডলফ আপনারা কিছু মনে করবেন না। যদি চান তবে রুরিটানিয়া রাজ্যের অর্দ্ধেকটা আপনাদের দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার কাছ থেকে এই বোতলের একটা ফোঁটাও কেউ চাইবেন না। প্রাণে ধরে আমি তা দিতে পারব না। এ বোতল থেকে আমি সেই মহাধূর্ত কালো মাইকেলের স্বাস্থ্যপান করব। ভাইটি আমার একটি আস্ত চোয়াড়।'

বোতলটাকে মুখের কাছে তুলে ঢক্ ঢক্ করে সমস্ত সুরাটা গলার মধ্যে ঢেলে দিলেন রাজা। একটি ফোঁটাও বুঝি আর বোতলের মধ্যে রইল না। তারপর খালি বোতলটাকে তিনি ছুঁড়ে দিলেন দেওয়ালের দিকে।

কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম।

টেবিলের উপর রাখা হাত দুখানার উপর রাজার মাথাটা নেমে এল। রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমার দিকে তাকিয়ে কর্নেল স্যাপ্ট বললেন, 'পাশের ঘরে আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। যান শুয়ে পড়ুন।'

'কিন্তু মহারাজ ? উনি কি এভাবেই থাকবেন ?' একটু ইতস্ততঃ করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। মহারাজকে আমরা দেখছি", গম্ভীরভাবে স্যাপ্ট বললেন। মনে হল আমার প্রশ্নে উনি

বোধ হয় একটু বিরক্তই হয়েছেন। হয়ত ওঁর মনে হয়েছে আমি অনধিকার চর্চা করছি।

কর্নেলের নির্দেশমত পাশের ঘরে চলে এলাম। আমার জন্য বিছানা পাতাই রয়েছে। এবার তবে শয্যাগ্রহণ আর নিদ্রাদেবীর আরাধনা।

## *ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ* *রাজা কথা রাখলেন*

হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। মুখ, চুল, দাঁড়ি এমনকি আমার সমস্ত পোষাক পর্যন্ত জলে ভেজা। ঘুমের ঘোরটা কাটতেই দেখলাম আমার উল্টোদিকে স্যাপ্ট দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর হাতে একটা জলেরখালি বালতি। এই বালতি থেকে স্যাপ্ট আমার গায়ে জল ছিটোচ্ছিলেন! কিন্তু কেন? ঘরে একখানা টেবিল। তার উপর বসে আছে ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম। তার মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর—চোখের নীচে গাঢ় কালিমার প্রলেপ।

ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হয়ে একলাফে বিছানা থেকে নেমে এলাম। শরীরটা ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপলেও মেজাজটা আমার বেশ গরম হয়ে উঠেছে। উঠবেই তো, শীতের দেশে শেষ রাতে ঠাণ্ডা জলে চান করতে হলে কার মেজাজটাই বা ঠিক থাকে!

'আপনাদের রসিকতা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না?' রাগতঃ-স্বরে আমি বললাম।

'টাট্,' তালুতে জিভ লাগিয়ে শব্দ করলেন স্যাপ্ট। অধৈর্যের শব্দ। তারপর বললেন, 'এখন আর ঝগড়া করবার মত সময় নেই মশাই। এই জল ছিটানো ছাড়া কিছুতেই আপনাকে জাগানো যেত না। পাঁচটা বেজে গেছে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

'ধন্যবাদ কর্নেল স্যাপ্ট', কোন রকমে রাগ সামলে নিয়ে আমি

বললাম, 'আমি এক্ষুণি রুরিটানিয়া ছেড়ে যাবার জন্য……।'

আমার কথা শেষ করতে পারলাম না। আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে মিঃ র‍্যাসেনডিল!'

'সর্বনাশ!'

'হ্যাঁ। পাশের ঘরে আসুন। নিজের চোখেই দেখে যান।'

কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে কর্নেল আর ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু পাশের ঘরে এলাম।

'দেখুন,' ফ্রিটজ বলল।

দেখলাম, সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

মহারাজ পঞ্চম রুডলফ—যাঁর কিনা আজকেই অভিষেক—

ঘরের মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। রাজার মুখখানা তাঁর মাথার চুলের মতই লাল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভারী। রাজা অচৈতন্য।

অচেতন রাজার নাড়ী দেখলাম। নাড়ীর গতি অত্যন্ত ধীর—অত্যন্ত মন্থর। শঙ্কাজনক।

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম।

'শেষ বোতলটায় বোধহয় অজ্ঞান করবার কোন ওষুধ মেশানো ছিল,' আমি ফিস ফিস করে বললাম।

'কি জানি কি মেশানো ছিল,' কর্নেল স্যাপ্ট আমার কথার উত্তরে বললেন।

'এক্ষুণি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।'

'দশ মাইলের মধ্যে কোন ডাক্তার নেই। আর হাজারটা ডাক্তার এলেও আজ ওঁকে স্ট্রেলজোতে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। ছ'সাত ঘণ্টার আগে উনি নড়াচড়া করতে পারবেন না,' তিক্ত স্বরে স্যাপ্ট বললেন।

'কিন্তু তাহলে অভিষেকের কি হবে?' আমি আতঙ্কিত হয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম।

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রিট্জ। তারপর বলল, 'খবর পাঠাতে হবে, রাজা

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

বৃদ্ধ স্ট্যাপ্ট পাইপ ধরালেন। কয়েকবার জোর টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আজ যদি ওঁর অভিষেক না হয় তবে কোনদিনই আর হবে না। কোনদিনই আর উনি রাজমুকুট পরে রাজা হতে পারবেন না।'

'কিন্তু কেন?' অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম :

'কেন? শুনুন তবে, রুরিটানিয়ার সমস্ত মানুষ আজ রাজধানীতে জড়ো হয়েছে রাজাকে দেখবে বলে। দেশের সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক অংশ এখন কালো মাইকেলের নেতৃত্বে রাজধানীতে রয়েছে। এরকম অবস্থায় আমরা কি করে খবর পাঠাব যে রাজা আকণ্ঠ মদ খেয়ে শিকার বাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন?'

'সে কথা কেন বলব—বলব রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন', আমি বললাম।

'অসুস্থ!' ঘৃণা আর ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন স্ট্যাপ্ট, তারপর বললেন, 'রাজ্যের লোকেরা রাজার অসুস্থতার ব্যাপারটা ভালভাবেই জানে। উনি আগেও অনেকবার এরকম 'অসুস্থ' হয়েছেন কিনা! বলুন, আপনার কি ধারণা রাজাকে ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে রাখা হয়েছে?'

'ঠিক তা-ই,' আমি দৃঢ় ভাবে বললাম।

'তাহলে কে ওষুধ দিল?'

'সেই কুত্তা······সেই কালো মাইকেল ছাড়া আর কে ওষুধ দেবে?' দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ বলল।

'ঠিক কথা। কালো মাইকেল শেষের বোতলটা পাঠাল কেন? কারণ ঐ বোতলের মদের মধ্যেই অচেতন করবার ওষুধ মেশানো ছিল। তাহলে প্রশ্ন উঠছে মাইকেল রাজাকে অজ্ঞান করে রাখতে চায় কেন? বিশেষ করে তাঁর অভিষেক যখন আসন্ন সে সময়? এর একটাই অর্থ হতে পারে—কালো মাইকেল চায় না যে রাজার অভিষেক হোক। কিন্তু কেন? কারণ খুবই পরিষ্কার, কালো মাইকেল নিজেই রাজা

হবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। প্রজারা যদি একথাটা একবার জানতে পারে যে অভিষেকের মত গুরুত্বপূর্ণ দিনেও রাজা মদ খেয়ে এমন বেসামাল অবস্থায় রয়েছেন যে তাঁর পক্ষে অভিষিক্ত হবার জন্য রাজধানীতে আসাই সম্ভব হল না, তাহলে এই রাজার পেছনে কোন জনসমর্থন থাকবে বলে মনে করেন? মিঃ র‍্যাসেনডিল, আপনি বিদেশী। আমাদের এই কুচক্রী কালো মাইকেলটি যে কি চিজ তা আপনি জানেন না। অভিষেকের দিনে প্রজাদের কাছে রাজাকে হেয় করতে চাইছে মাইকেল। তাছাড়া মাইকেলের পিছনে জনসমর্থনও রয়েছে। রাজধানীর অন্তত অর্ধেক লোক চায় যে কালো মাইকেলই রাজা হোক। শুধু তাই নয়, সৈন্য বাহিনীর একাংশও কালো মাইকেলকেই রাজা হিসেবে পেতে চায়। আজ যদি রাজা রাজধানীতে গিয়ে অভিষিক্ত হতে না পারেন, তা হলে আর কোন দিনই উনি সিংহাসনে বসতে পারবেন না। বসবে কালো মাইকেল। তাকে আমি খুব ভাল ভাবেই জানি,' কর্নেল স্যাপ্ট থামলেন।

ফ্রিট্জ দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজল। অচেতন রাজার নাক ডাকতে লাগল। কিছুক্ষণ সবাই নির্বাক।

কর্নেল স্যাপ্ট পা দিয়ে রাজার অচেতন দেহটা নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মাতাল কুত্তা! কিন্তু উনি এলফবার্গ বংশের সন্তান—ভূত-পূর্ব রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ওঁর জায়গায় কালো মাইকেল বসবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়!'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। হঠাৎ স্যাপ্টের ধূসর ভ্রূ-যুগল কুঁচকে গেল। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুখের পাইপটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'বয়স বাড়লে মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাস করে। ভাগ্যই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে। এবার ভাগ্যই আপনাকে নিয়ে যাবে স্ট্রেলজোতে—রাজমুকুট পরে অভিষিক্ত হবার

চমকে নিজের অজ্ঞাতসারেই দু'পা পিছু হঠে গেলাম, বললাম, 'অসম্ভব! আমি ধরা পড়ে যাব কর্নেল!'

'দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেললে আপনি ধরা পড়বেন না, এ কথাটা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি,' গম্ভীর ভাবে কর্নেল বললেন।

'কিন্তু······মানে······।'

'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

'ভয়···আমি? কি বলতে চাইছেন আপনি?' ক্রুদ্ধস্বরে আমি বললাম।

'রাগ করবেন না,' কর্নেল স্যাপ্ট বললেন, 'জানি কাজটা খুবই বিপদজনক। ধরা পড়লে আপনার প্রাণটা তো যাবেই—আমি এবং ফ্রিট্জও আর প্রাণে বাঁচতে পারব না। কিন্তু আপনি স্ট্রেলজো না গেলে আজ রাতে কালো মাইকেলই সিংহাসনে বসবে। আর বৈধ রাজা থাকবেন কারাগারে না হয় কবরের নীচে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। টিক্ টিক্ টিক্··পঞ্চাশ সেকেণ্ড কেটে গেল। টিক্···টিক্···টিক্ কাটল ষাট সেকেণ্ড···সত্তর সেকেণ্ড। আমার মন জুড়ে চিন্তা। তারপর একসময় আমার মুখের ভাবে বোধ করি একটা পরিবর্তন দেখা দিল, কেননা বৃদ্ধ কর্নেল আমার হাত ধরে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন, 'তা হলে আপনি যাচ্ছেন?'

ঘরের মেঝেতে লম্বমান অচেতন দেহটার দিকে তাকালাম, তাকালাম স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে, তারপর পরিষ্কার গলায় বললাম, 'ঠিক আছে। আমি যাব।'

'আজ রাতে আমরা রাজপ্রসাদে থাকব', দ্রুত গলায় ফিস ফিস করে স্যাপ্ট বললেন। 'তারপর দর্শনার্থী আর অন্য লোকজনের ভীড় কেটে গেলে, অবশিষ্ট যারা থাকবে তাদের কাছে আমি ঘোষণা করব যে, রাজা অত্যন্ত ক্লান্ত—তিনি একটু একলা থাকতে চাইছেন। এবার তিনি একটু বিশ্রাম করবেন। এর ফলে বাকী লোকেরাও চলে যাবে।

'সবাই চলে গেলে আমি আর আপনি ছুটো দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে বসব। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা সোজা এই শিকার-বাড়ীতে চলে আসব। ফ্রিট্জ থাকবে রাজধানীতে। সে প্রাসাদে

রাজার ঘর পাহারা দেবে, কোন অবস্থায়ই কাউকে রাজার শোবার ঘরে ঢুকতে দেবে না, সোজা বলবে রাজার আদেশ নেই।

'ইতিমধ্যে এখানে জোসেফ রাজাকে সব কথা খুলে বলবে। তিনিও রাজধানীতে যাবার জন্য তৈরী থাকবেন। রাজা আমার সঙ্গে রাজধানীতে ফিরবেন। আর আপনি ঘোড়া ছোটাবেন রুরিটানিয়ার সীমান্তের দিকে। এমনভাবে ছুটবেন যেন স্বয়ং শয়তান আপনাকে তাড়া করেছেন।'

'এই একটা সুযোগ, এর মাধ্যমেই হয়ত সর্বরক্ষা করা যাবে', ফ্রিট্‌জের মুখে আশার আলো দেখা গেল।

'হ্যাঁ, যদি আমি ধরা না পড়ি', আমি বললাম।

কর্নেল স্যাপ্ট 'জোসেফ! জোসেফ' ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, মিনিট তিনেকের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে। জোসেফের হাতে জগভর্তি গরম জল, সাবান এবং ক্ষুর। আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে জোসেফ থর থর করে কাঁপতে লাগল।

'এক্ষুণি মিঃ র‍্যাসেনডিলের দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে দাও।'

হঠাৎ উরু চাপড়ে ফ্রিট্‌জ বলে উঠল, 'কিন্তু রক্ষীরা? তারা তো জানতে পারবে!'

'ফুঃ! রক্ষীদের জন্য কে অপেক্ষা করবে? আমরা তাদের জন্য অপেক্ষাই করব না। আমরা ঘোড়ায় করে হফবো স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে ট্রেন ধরবো। রক্ষীরা এখানে এসে পৌঁছবার আগেই পাখী উড়ে যাবে।' কর্নেল স্যাপ্ট ফ্রিট্‌জের কথার উত্তর দিলেন।

'কিন্তু রাজা? তাঁর কি হবে?' এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'রাজাকে রাখা হবে মাটির তলায়—মদের গুদাম ঘরে। আমি এক্ষুণি তাঁর অচেতন দেহটাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু যদি ওরা রাজাকে খুঁজে পায়?' শঙ্কাতুর স্বরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঘরের মেঝেতে পদাঘাত করে অধৈর্যের সুরে স্যাপ্ট বললেন,

'হায় ভগবান! আমরা যে কতবড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি তাকি আমি জানি না? যদি ওরা রাজাকে খুঁজে পায় তবে তাঁর অবস্থা আজকে রাজধানীতে অভিষিক্ত হতে না পারার চেয়ে খারাপ হবে না।'

কথা বলতে বলতে কর্নেল ঘরের দরজাটা খুলে ফেললেন, তারপর নীচু হয়ে মেঝে থেকে রাজার অচেতন দেহটাকে পাঁজকোলা করে নিজের শক্ত দু'খানা হাতের উপর তুলে নিলেন।

দরজা খুলতেই ওপাশে দেখা গেল কালো মাইকেলের বনরক্ষী জোহানের মাকে, বুড়ী কি এতক্ষণ আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল নাকি? হঠাৎ দরজা খুলে যেতে মুহূর্তের জন্য বুড়ী থমকে গেল। তারপর ছুটে গেল আর একদিকে।

'ওকি আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে?' উৎকণ্ঠিত ভাবে ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ বলল।

'আমি ওর মুখবন্ধ করবার ব্যবস্থা করছি', ভয়াল স্বরে স্যাপ্ট বললেন।

অচেতন রাজাকে পাঁজকোলা করে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন।

আর আমি? আমি আধা-চেতন হারার মত আর্ম চেয়ারে বসে রইলাম। জোসেফ ধীরে ধীরে আমার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিল। আয়নায় মুখ দেখলাম। দেখলাম রাজার মুখ। এবার কে বলবে আমি রুরিটানিয়ার রাজা পঞ্চম রুডলফ নয়!

ছ'টা বেজে গেল। আর একটি মুহূর্ত নষ্ট করবার উপায় নেই। রাজাকে নীচে রেখে স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ ছুটতে ছুটতে ঘরে এলেন। আমি রক্ষী বাহিনীর কর্নেলের পোষাক পরলাম। রাজার বুট জোড়া আবৃত করল আমার পদযুগলকে। কর্নেল স্যাপ্ট এবং ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জও সামরিক পোষাকে সজ্জিত হলেন।

'সেই আড়ি পাতা বুড়ীকে নিয়ে কি করলেন?' আমি স্যাপ্টকে জিজ্ঞেস করলাম।

'বুড়ী তো দিব্যি দিয়ে বলছে যে সে আমাদের কোন কথা শোনে নি। কিন্তু সাবধানের মার নেই, ও হল জোহানের মা আর জোহান

হল কালো মাইকেলের লোক। সুতরাং ওর হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে ওকে রেখে এসেছি কয়লা রাখবার গুদাম ঘরে। বুড়ী আর রাজা পাশাপাশি দু'খানা ঘরে রয়েছেন। জোসেফ দু'জনের উপরই নজর রাখবে।'

'চমৎকার !' আমি হেসে উঠলাম।

ফ্রিট্জ এমনকি স্যাপ্টের মন থেকেও বোধ করি আপাততঃ দুশ্চিন্তার ভাবটা কেটে গেল। তাঁরাও হাসিতে যোগ দিলেন।

জোসেফ ঘরে ঢুকে খবর দিল ঘোড়া তৈরী। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলাম তিনজন। তিনটে ঘোড়া ছুটল দুরন্ত গতিতে।

খেলা সুরু হল। জানিনা এ খেলার শেষে কি অপেক্ষা করে রয়েছে। দেখা যাক এবার ভাগ্য আমাদের কোন পথে নিয়ে যায় ?

## *সপ্তম পরিচ্ছেদ* — *রাজার প্রশিক্ষণ*

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আমার মগজটাকে যেন সাফ করে দিল। স্যাপ্ট আমাকে যে সব কথা বললেন তার কোনটাই বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। সত্যিই কর্নেল মশাই একটি আশ্চর্য মানুষ। তাঁর বাইরেটা রুক্ষ হলেও ভিতরে রয়েছে একটি কোমল এবং সহানুভূতি ভরা মন। আর তাঁর রাজভক্তি ? সে তো প্রশ্নাতীত। এই অবিচল রাজভক্তির জন্যই তিনি এত বড় একটা ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছেন। যেতে যেতে ফ্রিট্জ বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না। তাকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল একটা ঘুমন্ত লোক বুঝি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

স্যাপ্ট কিন্তু একটি বারের জন্যেও আর অচেতন রাজার কথা বললেন না। যেতে যেতে তিনি আমাকে রাজা পঞ্চম রুডলফের অতীত জীবনের ইতিহাস, তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে লাগলেন। রাজার রুচি, দুর্বলতা ইত্যাদির

কথাও জানতে পারলাম। এমন কি রাজার খাস চাকরবাকরদের প্রসঙ্গও বাদ গেল না। রুরিটানিয়ার রাজসভার আদব-কায়দা সম্পর্কেও আমি ওয়াকিবহাল হলাম। স্যাপ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি আর ফ্রিট্জ সব সময়েই আমার কাছাকাছি থাকবেন। কাকে আমার চিনতে পারা উচিত—কাকে আমি কতটা অনুগ্রহ দেখাব এ সব সম্পর্কেও তিনি আমাকে যথা সময়ে যথাযথ ইঙ্গিত দেবেন।

আমরা স্টেশনে এসে গেলাম। স্টেশনমাস্টার তো আমাদের দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। আমরা যে এখান থেকে ট্রেনে উঠব এ খবর তো তাঁকে কেউ দেয় নি! ফ্রিট্জ স্টেশনমাস্টারকে বোঝাল যে রাজা হঠাৎ তাঁর আগের পরিকল্পনাটা পাল্টে ফেলেছেন।

ট্রেন এল। আমরা একখানা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় উঠলাম। গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে কর্নেল স্যাপ্ট আবার তাঁর শিক্ষাদান কর্ম সুরু করলেন।

ট্রেনটা ভালই 'রান' করল। সাড়ে ন'টা নাগাদ কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একটা বিরাট শহরের উঁচু 'টাওয়ার', গীর্জার চূড়া এবং ঘর-বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

'ঐ, আপনার রাজধানী, প্রভু', দাঁত বের করে হাসলেন স্যাপ্ট তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পরে আমার নাড়ী দেখে বললেন,

'নাড়ীর গতি একটু দ্রুত।'

'আমি তো পাথর দিয়ে তৈরী নই।'

'আপনাকে দিয়েই কাজ চলবে,' মাথা নেড়ে কর্নেল বললেন, 'আরে ফ্রিট্জ তুমি দেখছি পাতার মত কাঁপছ। তুমি সৈনিক, এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন, 'শুনুন, আমরা নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই পৌঁছে গিয়েছি। আমি মহামান্য মহারাজের আগমন সংবাদ পাঠাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত মহারাজকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কেউ স্টেশনে আসেনি। ইতিমধ্যে······,'

'ইতিমধ্যে প্রাতঃরাশ না পেলে রাজা মরেই যাবেন,' কর্নেলকে কথা

শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম।

'আপনি একটি পাক্কা এলফবার্গ,' মুচকি হেসে কর্নেল বললেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শান্তগলায় কর্নেল বললেন, 'ঈশ্বরের দয়ায় আজ রাতে হয়ত আমরা বেঁচেই থাকব।'

'আসেন!' ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম বলল।

ট্রেন থামল। স্ট্রেলজো স্টেশন এসে গিয়েছে। ফ্রিট্জ এবং স্যাপ্ট লাফিয়ে নামলেন, মাথার হেলমেট খুললেন। তারপর আমার জন্য কামরার দরজা খুলে ধরলেন। আমি মাথায় হেলমেট পরে নিলাম। বলতে লজ্জা নেই ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনাও করলাম। তারপর ট্রেন থেকে নেমে স্ট্রেলজো স্টেশনের প্লাটফরমে পা রাখলাম।

এক মুহূর্ত পরেই শুরু হল গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা। লোকেরা টুপি হাতে করে আসতে লাগল আবার যেতেও লাগল তাড়াতাড়ি, লোকেরা আমাকে নিয়ে গেল একটা 'বুফে'-তে। আমার চারপাশে এখন মানুষজনের ভীড়। এ রাজ্যের মানুষের রাজভক্তি দেখছি খুব বেশী! ঘোড়ায় চড়ে লোক ছুটল সৈন্যাবাস, ক্যাথিড্রাল আর ডিউক মাইকেলের বাড়ীর দিকে। আমি কফির কাপে শেষ চুমুক দিতে না দিতেই শহরের সব ঘণ্টা বেজে উঠল। সামরিক ব্যাণ্ড এবং বিউগিলও বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আমার কানে আসতে লাগল জনতার উল্লাসভরা চীৎকার,

'রাজা এসেছেন! রাজা এসেছেন!'

'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন!'

বৃদ্ধ স্যাপ্টের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি ফিস ফিস করে বললেন, 'ঈশ্বর দুই রাজাকেই রক্ষা করুন।'

কর্নেলের দিকে তাকালাম।

'মনে সাহস রাখুন,' আমাকে আশ্বস্ত করবার জন্যই বুঝি বৃদ্ধ স্যাপ্ট কথা কটি বললেন।

রুরিটানিয়ার রাজা পঞ্চম রুডলফ তাহলে অভিষেকের দিন যথাসময়ের আগেই রাজধানীতে পদার্পণ করতে পারলেন !

## অষ্টম পরিচ্ছেদ অভিযান দুঃসাহসিক

একদল হাসিখুশি অফিসার এবং উচ্চ পদাধিকারী মানুষ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সামনে দীর্ঘ দেহ একজন বৃদ্ধ। মেডেলে মেডেলে তাঁর পোষাকের বুকের অংশটা একেবারে ঢেকে গিয়েছে। তাঁর চেহারা দেখলেই মনে হয় তিনি সমর বিভাগের খুব উঁচু পদের লোক।

'উনি হলেন প্রধান সেনাপতি মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জ,' স্যাপ্ট ফিস ফিস করে বললেন।

মার্শাল আমাকে স্বাগত জানালেন, আমরা করমর্দন করলাম। এরপর মার্শাল ডিউক অব স্ট্রেলজোর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বার জন্য ডিউক স্টেশনে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। অবশ্য ক্যাথিড্রালে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এরপর চ্যান্সেলর ( প্রধানমন্ত্রী ) এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও আমাকে স্বাগত জানালেন। এঁরা কেউ যে আমাকে সন্দেহ করেছে এরকম তো মনে হল না। ফলে আমি কিছুটা মনোবল পেলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিছিল করে আমরা স্টেশনের প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরে এসে আমি একটা ঘোড়ায় উঠলাম। মার্শাল এবং কর্নেলও ঘোড়ায় চড়লেন। আমার ডান দিকে রইলেন প্রধান সেনাপতি আর বাঁ দিকে কর্নেল স্যাপ্ট। অন্য সবাই আসতে লাগল পিছু পিছু।

'আমাদের যাত্রা হল শুরু'।

রাজধানী স্ট্রেলজো অংশতঃ পুরানো অংশতঃ নতুন। লোকের কাছে এই দুটো অংশ পুরানো শহর আর নয়া শহর নামে পরিচিত। পুরানো শহরে রয়েছে সাবেকী আমলের গীর্জা আর দোকানপাট। এদিককার রাস্তাগুলো সরু, নোংরা। গরীব মানুষেরাই শহরের এদিকটায় থাকে। পুরানো শহরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে উঁচু জমির উপর গড়ে উঠেছে নতুন শহর। এদিককার রাস্তাঘাট চওড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—ছিমছাম। শহরের এই অংশে রয়েছে হাল ফ্যাশানের বড় বড় বাড়ী। বড়লোকদের বাস এদিকে। নয়া শহর রুডলককেই চায় রাজা হিসেবে। কিন্তু পুরানো শহর চায় একটা পরিবর্তন। এ অঞ্চলের প্রায় সবাই খুশি হয় ডিউক মাইকেল রাজা হলে। চালাক মাইকেল জনসমর্থন পাবার জন্য অনেক সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রেখেছ।

নয়া শহরের প্রধান রাজপথ দিয়ে অভিষেকের মিছিল এগিয়ে চলল। এ এক চমৎকার দৃশ্য। গীর্জায় গীর্জায় মঙ্গল-ঘণ্টা বাজছে, বাজছে সামরিক বাদ্য, রুরিটানিয়ার জাতীয় পতাকা উড়ছে, উড়ছে এলফবার্গদের বংশ-পতাকা। চারপাশে রাজভক্ত জনতার হর্ষধ্বনি।

খুশি···খুশি···সবাই যেন খুশির জোয়ারে ভেসে চলেছে, ভেসে চলেছে আনন্দের হাল্কা হাওয়ায়, প্রতিটি জানালা—প্রতিটি ঝুল বারান্দায় দর্শকের ভীড়। সবাই দেখছে রাজকীয় শোভাযাত্রা, সুন্দর পোষাকপরা সুন্দরী মেয়েরা গোলাপ ফুল ছুঁড়ে রাজাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আমার উপর যেন বৃষ্টিধারার মতই ঝড়ে পড়ছে অসংখ্য গোলাপ ফুল, একটা গোলাপ নিয়ে বাটন হোলে গুঁজলাম।

'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন', জনতার মধ্যে হর্ষধ্বনি উঠল। আমি হাত নেড়ে জনতার হর্ষধ্বনিকে স্বীকৃতি জানালাম।

এখানে আমি বন্ধুদের মাঝখানে, আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। মনে হল আমি যেন সিংহের মতই সাহসী এবং শক্তিমান, মনে হল আমি যেন সত্যিই রাজা। ভয় কিসের? এত রাজভক্ত প্রজার মাঝখানে কে আমার কি ক্ষতি করবে?

চোখ তুললাম। আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল একটা ঝুল বারান্দার উপর। একজন সুদর্শনা মহিলা ঝুঁকে পড়ে ব্যাগ্রভাবে আমায় দেখছেন। সর্বনাশ! এ যে দেখছি আঁতোয়ানেৎ ত্ব মোবান! এঁর সঙ্গে তো একই ট্রেনে আমি প্যারিস ছেড়েছি। মাদাম মোবান ঝুল-বারান্দার কার্নিশে আরও ঝুঁকে পড়েছেন। উনি আমায় চিনতে পারলেন নাকি? উনি কি এক্ষুণি চীৎকার করে উঠবেন, 'না না এ লোকটা রাজা নয়···এ জাল···এ একটা ইংরেজ!'

বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার হাত চলে গেল কোমরে বাঁধা রিভলবারের উপর। কিন্তু না মাদাম কিছুই বললেন না। অন্যদের মত তিনিও হাসলেন, যাক বিপদ কেটে গেল!

পুরানো শহরের কাছে এসে পড়লাম। মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জ রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীকে একটা আদেশ দিলেন। দেহরক্ষীদল আমার ছু'পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াল। ছু'পাশের জনতাকে পিছনে হটিয়ে দিল দেহরক্ষী দল। পরিষ্কার বোঝা গেল মার্শাল ঝামেলা আশঙ্কা করেই এ কাজটি করলেন। এ হল মাইকেলের এলাকা, এখানকার লোকেরা রাজার বিরুদ্ধে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিলে এখানে রাজার জীবন বিপন্ন হতে পারে। ঠিক করলাম জনতাকে দেখাতে হবে যে তাদের রাজা আর যাই হোক কাপুরুষ নয়। ভাগ্য যখন আমাকে রাজা করেছে, তখন সেই ভূমিকায় আমি ভালভাবেই অভিনয় করতে চাই। মার্শালকে জিজ্ঞেস করলাম,

'হঠাৎ ব্যবস্থাটা পাল্টে ফেললেন কেন?'

'সঙ্গত কারণেই', মার্শাল বিড়বিড় করে বললেন।

'কারণ?'

একটু ইতস্ততঃ করলেন মার্শাল, তারপর বললেন, 'নিরাপত্তার জন্য।'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'ছু'পাশের দেহরক্ষীর দল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যাক। আপনি আর কর্নেল স্যাপ্ট এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একলাই পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যেতে

চাই। দেখবেন কোন দেহরক্ষী যেন আমার সঙ্গে না আসে। আমি জনসাধারণকে দেখাতে চাই যে রাজা তাদের বিশ্বাস করেন।'

স্পষ্ট বোঝা গেল দেহরক্ষীদের এরকম আদেশ দিতে মার্শাল অনিচ্ছুক।

কর্নেল স্যাপ্ট আমার বাহুমূলে হাত রাখলেন। আমি ঠেলে হাত সরিয়ে দিলাম। মার্শাল ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

'এটা আমার আদেশ। আমার আদেশ কি বুঝতে পারেন নি?' প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে আমি বললাম।

মার্শাল রক্ষীবাহিনীকে আদেশ দিলেন। বৃদ্ধ কর্নেল হাসছেন, তাঁর মুখের হাসিটা ভয়ঙ্কর। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। পরিষ্কার দিবালোকে স্ট্রেলজোর খোলা রাস্তায় যদি আমি নিহত হই, তবে স্যাপ্টের অবস্থাটা খুব বিপদজনক—খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠবে।

দেহরক্ষীর দল এগিয়ে গেল। মার্শাল এবং কর্নেল পিছনে রইলেন। আমি একলা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। প্রথমটয়ে জনতার পক্ষ থেকে কোন হর্ষধ্বনি উঠল না। পুরোনো শহরে রাজা পঞ্চম রুডলফকে কেউ স্বাগত জানাল না। প্রায় সব বাড়ীর জানালা দিয়েই রাজভ্রাতা মাইকেলের ছবি দেখা যাচ্ছিল। অনেক বাড়ীর মাথায় উঠছিল কালো মাইকেলের পতাকা। জনতার মধ্যে অনেকের মুখেই দেখলাম ঘৃণার ছাপ। সে যাকগে, আমি ভ্রূক্ষেপ না করে টগবগিয়ে এগিয়ে চললাম। জানি তেজীয়ান সাদা ঘোড়ার পিঠে সাদা 'ইউনিফর্ম' পরা আমাকে সুন্দরই দেখাচ্ছে। আমার সাহসেরও যে কমতি নেই তা-ও বেশ বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে হর্ষধ্বনি উঠল। আমি এগিয়ে চললাম। হর্ষধ্বনি বাড়তে লাগল।

অভিষেক মিছিল থামল ক্যাথিড্রালের সামনে। বিরাট বড় গীর্জা। ভিতরে ঢুকলাম। গুরুগম্ভীর পরিবেশ। এই বোধ হয় প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম আমি কি করতে যাচ্ছি। এতক্ষণ আমি বোধহয় ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এবং সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব এবং

তাৎপর্য যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু এখন আমাকে বাধ্য হয়েই এই প্রতারণা চালিয়ে যেতে হবে। রাজা রুডলফের স্বার্থেই আমাকে তা চালাতে হবে। গীর্জার ভিতরকার দৃশ্যগুলো আমার নজরেই আসছিল না। আমার মন ছিল অন্য জায়গায়—সেই শিকার বাড়ীতে, সেই অচেতন রাজার কাছে।

যেন আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চললাম পুরানো গীর্জার মধ্য দিয়ে। আমার চারপাশের সবকিছু যেন কুয়াশায় ঢাকা। মার্শাল আর কর্নেল যেন অস্পষ্ট হয়ে গেলেন আমার চোখের সামনে। অস্পষ্ট ভাবেই দেখলাম একদল জমকাল পোষাকপরা গায়ক আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। কানে আসতে লাগল অর্গানের মিষ্টি সুর। সমবেত অভিজাতমণ্ডলী যেন আমার নজরেই এল না। আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য উঠলেন রুরিটানিয়ার প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ কার্ডিনাল* স্পেডেরো। সৌম্যদর্শন এই ধর্মনায়ককেও আমি যেন অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করতে পারলাম না। আমার আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে কেবল দুটি মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ—তার মাথার চুল এলফবার্গ পরিবারের চুলের মতই আগুন-রাঙা। দ্বিতীয় মুখখানার অধিকারী হল একজন পুরুষ। তার গালে লালের আভা, মাথায় ঘন কালো চুল, চোখের রঙ কালো, সেখানে যেন রয়েছে অতলান্ত গভীরতা, বুঝলাম এই হল রাজভ্রাতা কালো মাইকেল।

আমাকে দেখে কালো মাইকেল চমকে উঠল। তার লাল গাল ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার মাথার 'হেলমেট'টা ঝন ঝন করে গীর্জার মেঝেতে পড়ে গেল। আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল মাইকেল যেন সে ভূত দেখেছে!

এর পরে যা যা ঘটল, সে সব আমার স্পষ্ট করে মনে নেই। আমি পবিত্র বেদীর সামনে নতজানু হলাম। কার্ডিনাল স্পেডেরো আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার মাথায় পবিত্র তেল মাখালেন, তারপর আমি

*খ্রীষ্টানদের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অতি উচ্চপদস্থ যাজক। ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানে প্রধান ধর্মগুরু পোপের পরেই কার্ডিনালদের স্থান।

উঠে দাঁড়ালাম। দুই হাত সামনে প্রসারিত করে কার্ডিনালের হাত থেকে রুরিটানিয়ার রাজমুকুট গ্রহণ করে মাথায় পরলাম। এরপর অভিষিক্ত রাজা হিসেবে আমাকে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করতে হল। মার্শাল সরকারি ঘোষককে ঘোষণা করতে আদেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষক ঘোষণা করল ঃ

'এলফবার্গ বংশের কুলতিলক মহামান্য পঞ্চম রুডলফ রুরিটানিয়া রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হলেন।'

সামরিক বাদ্য বেজে উঠল। বেজে উঠল বিউগিল।

একজন রুডলফ তাহলে সত্যিই রাজা হল! এ রুডলফের শরীরেও রয়েছে রুরিটানিয়ার রাজরক্ত।

এবার স্নুরু হল রাজাকে আনুগত্য জানাবার পালা। ঘোষক ঘোষণা করল, মহামহিমান্বিতা রাজকন্যা ফ্লাভিয়া রাজাকে আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন।

আগুন-রাঙা চুলের আধিকারিণী সুন্দরী রাজকন্যা এগিয়ে এলেন আমার সামনে। সামনে এশে নীচু হয়ে আমাকে অভিবাদন করলেন। তারপর আমার হাতের নীচে নিজের হাত এনে আমার হাত উঁচু করে সেই হাতে চুমু খেলেন। এ অবস্থায় আমার কি করণীয় তা মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে রাজকন্যাকে আমার আরও কাছে টেনে আনলাম। তাঁর দু'গালে চুমু খেলাম। রাজকন্যা আবার অভিবাদন করে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

'এবার রাজভ্রাতা মহামান্য ডিউক অব স্ট্রেলজো', ঘোষক ঘোষণা করল।

কালো মাইকেল এগিয়ে এল আমার কাছে। তার মুখে লাল-সাদার ছাপ। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, গালের লালচে ভাবটা অবশ্য মিলিয়ে যায়নি। আমার হাত ধরল মাইকেল। আমার হাতের নীচে তার হাত থরথর করে কাঁপছিল। স্যাপ্টের দিকে তাকালাম। বুড়ো কর্নেলের মুখে হাসি। উনি মজাটা বেশ উপভোগ করছেন বলেই মনে হল। কিন্তু রাজা রুডলফ তো আর কর্তব্যে

অবহেলা করতে পারেন না। প্রিয় ভাই মাইকেলকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেলাম। এ পর্বটা চুকে গেলে বোধ করি আমরা দু'জনেই খুশি হলাম। কেননা আমরা দু'জনেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম।'

কিন্তু কেউ আমাকে সন্দেহ করল না। আমি যে রাজা ছাড়া অন্য কেউ হতে পারি এ চিন্তাটাও কারো মনে এল না। পুরো একটি ঘণ্টা আমি রাজমুকুট পরে পবিত্র বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। একের পর এক পদস্থ ব্যক্তিরা এসে আমাকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য জানাতে লাগলেন। তাঁরা সবাই আমার হাতে চুমু খেলেন। শেষটায় আমার মনে হল আমিই যেন সত্যিকারের রাজা। এরপর বিদেশী রাজদূতেরা আমাকে শ্রদ্ধা জানাতে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড টপহ্যাম। তাঁর লণ্ডনের বাড়ীতে আমি অনেকবার গিয়েছি। তাঁর দেওয়া পার্টিতে অনেকবার নেচেছি। কিন্তু বৃদ্ধ লর্ড টপহ্যাম পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারলেন না।

এবার প্রাসাদে যাবার পালা। ক্যাথিড্রাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলাম। জনতা কালো মাইকেলের নামে জয়ধ্বনি দিল। ফ্রিট্জ চুপি চুপি বলল, 'কালো মাইকেল এখন চিন্তা সাগরে ডুবে গিয়ে নিজের নখ কামড়াচ্ছে। সে কি চাইছিল, আর কি হয়ে গেল! স্যাপ্টের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখে জয়ের হাসি। কালো মাইকেলের পরিকল্পনা তিনি ব্যর্থ করতে পেরেছেন।

সুসজ্জিত গাড়িতে উঠলাম। আমার পাশে রাজকুমারী ফ্লাভিয়া। গাড়ি ছেড়ে দিল। একটা অমার্জিত চোয়াড়ে চেহারার লোক চীৎকার করে উঠল:

'বেশ! বেশ! চমৎকার! তা বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

রাজকুমারীর মুখ রাঙিয়ে উঠল। লোকটার দিকে দৃকপাত না করে সে সোজা সামনের দিকে তাকাল।

এবার একটু মুশকিলেই পড়লাম। স্যাপ্টকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি ফ্লাভিয়ার প্রতি আমার স্নেহ বা ভালবাসা কতদূর।

রাজা আর ফ্লাভিয়ার মধ্যে মন দেয়া নেওয়ার ব্যাপারটা কতখানি এগিয়ে বা এখন কি পর্যায়ে রয়েছে তার কিছুই আমি জানি না। কাজেই আমাকে চুপ করেই থাকতে হল। কিন্তু একেবারে মৌনীবাবা হয়ে থাকাটাও যে নিতান্তই অশোভন সেটাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কি করব বা কি বলব তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাজকুমারী ফ্লাভিয়াই এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করল।

মনের ধীরতা ফিরে পেয়ে ফ্লভিয়া বলল, 'জানো রুডলফ, তোমাকে আজকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।' ঘটনাটা আশ্চর্য নয়, কিন্তু মন্তব্যটা অস্বস্তিকর···উদ্বেগজনক।

মুখে হাসি টেনে বললাম, 'অন্যরকম···কি রকম ?'

—'মানে···তা জানি না। তোমাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছেও যেন একটু অন্যরকম। তুমি যেন অনেক গম্ভীর, অনেক ধীর স্থির হয়ে গিয়েছ। মনে হচ্ছে তুমি যেন দুশ্চিন্তা পীড়িত। তোমার শরীরটাও একটু রোগা হয়ে গিয়েছে। এতদিনে তুমি তাহলে কোন কিছুকে গুরুত্ব দিয়ে নিতে সুরু করলে ?'

'তাহলে তুমি খুশি হও ?' আমি নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার মতামত তো তুমি জান,' একথা বলে ফ্লাভিয়া অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল।

'যাতে খুশি হও তাই তো করবার চেষ্টা করি,' আমি বললাম।

ফ্লাভিয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফুটে উঠল এক টুকরো মিষ্টি হাসি। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার ?' হঠাৎ এই ভাব পরিবর্তনের কারণটা বুঝতে না পেরে আমি বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করলাম।

'আজকে মাইকেলকে লক্ষ্য করেছ ?'

'হ্যাঁ, অভিষেকের অনুষ্ঠানটা ও মোটেই উপভোগ করতে পারছিল না।'

'কি করে পারবে… ?'

'হ্যাঁ, ও নিজেই তো রাজা হতে চায়', আমি বললাম

'তোমাকে সতর্ক হতে হবে রুডলফ।'

'আমি সতর্কই আছি।'

'তোমাকে আরও সতর্ক হতে হবে।'

'বেশ।'

'মাইকেলের উপর নজর রাখবে।'

'সে কথা আর বলতে।'

'কথা দিলে কিন্তু।'

'আজ আমি রাজমুকুট পেয়েছি, এ মুকুটের উপর মাইকেলের বড্ড লোভ। অদূর ভবিষ্যতে রাণী হিসেবে যে নারীরত্নকে পেতে চলেছি আমার গুণধর ভাই-এর দৃষ্টি তাঁর উপরেও রয়েছে। ভাইটি আমার রাজকন্যা এবং রাজসিংহাসন দু'টিই চান।'

ফ্লাভিয়া লজ্জা পেল। তার গাল দু'খানি রাঙিয়ে উঠল।

আমরা প্রাসাদ-তোরণে পৌঁছে গেলাম। সামনের চত্বরে বিপুল জনসমাবেশ। আমরা পৌঁছতেই জয়ধ্বনি উঠল :

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন।'

'রাজকন্যা ফ্লাভিয়া দীর্ঘজীবিনী হোন।'

'জয় রাজা পঞ্চম রুডলফের জয়।'

'জয় রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার জয়।'

রাজাকে প্রাসাদে অভ্যর্থনা করবার জন্য কামান গর্জন করে উঠল। বেজে উঠল তুরী, ভেরী। ভৃত্য এবং পরিচারকের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্লাভিয়ার হাত ধরে সিংহদরজা পেরিয়ে প্রাসাদে ঢুকলাম।

সামনে মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি। রুরিটানিয়ার অভিষিক্ত রাজা হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমি আমার পিতৃ-পিতামহের প্রাসাদের অধিকার গ্রহণ করলাম।

এবার রাজকীয় ভোজসভা। খাবার টেবিলে সবচেয়ে সুসজ্জিত

চেয়ারে আমি বসলাম। আমার ডান পাশে রাজকুমারী ফ্লাভিয়া, রাজকুমারীর অন্যপাশে কালো মাইকেল। আমার বাঁ দিকে বসলেন কার্ডিনাল স্পেডেয়ো। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও আসন নিলেন। কর্নেল স্যাপ্ট দাঁড়ালেন আমার পিছনে। টেবিলের অন্য প্রান্তে ফ্রিট্জ পানপাত্র থেকে শ্যাম্পেন পান করছে। সুস্বাদু মদের তলানীটুকু পর্যন্ত সে নিঃশেষে পান করছে।

রাজা পঞ্চম রুডলফ ফিরে এসেছেন তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে!

ভাবছিলাম আসল রাজা এখন কি করছেন!

## নবম পরিচ্ছেদ রাজা কোথায়

ভোজসভা বেশ সফলতার মধ্যেই শেষ হল। কেউ বুঝতে পারল না রাজা হিসেবে যাঁকে গ্রহণ করা হল তিনি আসলে এলফবার্গ বংশের পঞ্চম রুডলফ নন, তিনি হলেন র‍্যাসেনডিল বংশের রুডলফ। পরে ফ্রিট্‌জ এবং স্যাপ্ট আমার কাছে এলেন। আমার সাফল্যে ওঁরা দু'জনেই খুব খুশি। ফ্রিট্‌জের ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটা আর নেই। সে যেন তার আগের রূপই ফিরে পেয়েছে। রাজার শোবার ঘরে বসে আমরা কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

'কালো মাইকেলকে আরো কালো দেখাচ্ছিল,' ফ্রিট্জ বলল, 'আপনি যখন রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন তার মুখখানা লক্ষ্য করেছিলেন?'

'রাজকুমারী অপূর্ব সুন্দরী, তার স্বভাবটিও ভারী চমৎকার!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম।

'আসুন, এবার আমাদের যাত্রা করবার জন্য তৈরী হতে হবে,' কর্নেল স্যাপ্ট বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। আমি আর স্যাপ্ট এবার শিকার বাড়ীতে ফিরে যাব। স্যাপ্ট আসল রাজাকে সঙ্গে করে প্রাসাদে ফিরে আসবেন। আর আমি? আমি রুরিটানিয়া ছেড়ে চলে যাব।

আমার রাজা রাজা খেলা শেষ। আজ মধ্যরাত নাগাদ আমি আবার সাদা-মাটা রুডলফ র‍্যাসেনডিল হয়ে যাব। যাক্ জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। হলই বা একদিনের জন্য, কিন্তু এরকম রাজা হবার সুযোগ ক'জন লোকের জীবনে আসে ?

'আশা করি শিকারবাড়ীতে সব ঠিকঠাক আছে, কোন গণ্ডগোল হয়নি,' আমি বললাম, 'সমস্ত দিন এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে একটা উৎকণ্ঠা ছিল।'

'আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই,' কর্নেল স্যাপ্ট বললেন, 'জেণ্ডা থেকে কালো মাইকেলের কাছে খবর এসেছে। খবরে কি আছে তা জানি না। কিন্তু সে জেণ্ডার দিকে যাত্রা করবার জন্য তৈরী হচ্ছে। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বে সে। মনে হয় সেখানে একটা কিছু ঘটেছে।'

'তাহলে আমাদেরও তো এক্ষুণি যাত্রা করা দরকার,' আমি বললাম।

'নিশ্চয়ই', স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

ফ্রিট্জকে রাজার শোবার ঘরের দরজায় পাহারায় রাখা হল। সে সবাইকে বলবে সারাদিনের ধকলে রাজা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। কাল সকাল ন'টার আগে তিনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। স্যাপ্ট ফ্রিট্জকে ভাল করে শিখিয়ে দিলেন, 'বলবে, রাজা এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। এমনকি রাজভ্রাতা মাইকেল স্বয়ং এলেও এখন রাজার দেখা পাবেন না।'

ফ্রিট্জকে শিখিয়ে পড়িয়ে ভাল করে তালিম দিয়ে আমি আর স্যাপ্ট বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমার পরণে সাধারণ সৈনিকের পোষাক। একটা চ্যাপ্টা টুপিতে আমার লাল চুল ঢাকা। কোটের কলারটা উঁচু করে দিয়েছি, তার ফলে আমার মুখের বেশীর ভাগটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ আমরা দু'জনে বেরিয়েছিলাম একটা গুপ্তদ্বার পথে। রাজার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে স্যাপ্ট গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের দেওয়ালের একটা বিশেষ জায়গায়। কৌশলে খুলে ফেললেন একটা গুপ্তদ্বার।

ভূতপূর্ব রাজার খুবই বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন স্যাপ্ট। ফলে এই গোপন দরজার অস্তিত্বের কথা তাঁর জানা ছিল।

এই গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা ভূগর্ভস্থ একটা পথে এসে পড়লাম। পথটা চলে গিয়েছে প্রাসাদের তলা দিয়ে। এই রাস্তা দিয়ে আমরা দু'জনে রাজবাড়ীর বাগানের পিছনের একটা নির্জন পথে এসে পড়লাম। একজন লোক দু'টি ঘোড়া নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

ঘোড়ায় চেপে বসলাম। তারপর ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া। এ পথ নির্জন। ছুট্‌···ছুট্‌···আমরা জেণ্ডার দিকে ছুটলাম। দু'জনের কারো মুখে কোন কথা নেই। এক নাগাড়ে মাইল পঁচিশ পথ পেরিয়ে এসে স্যাপ্ট হঠাৎ থামলেন।

'ব্যাপার কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ থেমে গেলেন কেন?'

'শুনুন!' স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

'মনে, হচ্ছে আমাদের পিছনে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। আরো জোরে···আমাদের আরো জোরে ছুটতে হবে,' স্যাপ্ট বললেন।

আমাদের অশ্বের গতি দ্রুততর হল।

কিছুদূর যাবার পর স্যাপ্ট আবার থামলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে কান পেতে বললেন,

'দু'টো লোক আসছে।'

'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছি কেন, চলুন আরও জোর কদমে ঘোড়া ছোটাই,' আমি বললাম।

'না, ওরা যতক্ষণ না এ জায়গা পেরিয়ে যায়, ততক্ষণ আমরা এখানেই লুকিয়ে থাকব,' শান্তভাবে কর্নেল স্যাপ্ট বললেন।

'কেন?'

'দেখতে চাই ওরা কারা আর যাচ্ছেই বা কোনদিকে। রাস্তাটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা যাব ডানদিকে। বাঁ দিকের

রাস্তাটা গিয়েছে জেণ্ডা কেল্লার দিকে। ছু'টো রাস্তাই প্রায় মাইল আটেক। নেমে পড়ুন।'

'কিন্তু তা হ'লে ওরা তো আমাদের ধরে ফেলবে।'

'নেমে পড়ুন!' রূঢ়ভাবে একটু ধমকের সুরেই স্যাপ্ট বললেন। অগত্যা নামতেই হল।

বনভূমি এখানে রাস্তার কিনারা পর্যন্ত এসে গেছে। ঘোড়া নিয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। চাঁদের আলোয় রাস্তাটা চক্‌চক্ করছে। মনে হচ্ছে যেন একটা অতিকায় সরীসৃপ নিশ্চল হয়ে ওত পেতে রয়েছে শিকারের অপেক্ষায়। নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

টগবগ···টগবগ···টগবগ ঘোড়ার খুরের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। স্যাপ্টের হাতে রিভলবার।

দূরে ছু'জন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ওরা।

'আসছে!' ফিস ফিস করে স্যাপ্ট বললেন।

'একজন তো দেখছি ডিউক মাইকেল,' আমি বললাম।

'আমি সেটাই আশা করেছিলাম,' স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

'অন্য লোকটি কে?'

'ওর নাম হল ম্যাক্স হোলফ। ও হ'ল ডিউকের বনরক্ষক জোহানের ভাই। ডিউকের দেহরক্ষী দলের একজন সর্দার গোছের লোক হল ঐ ম্যাক্স।

রাস্তাটা যেখানে ছু'ভাগ হয়েছে সেখানে এসে ঘোড়ার লাগাম টানল ডিউক মাইকেল। ঘোড়া থামল। ম্যাক্সও তার ঘোড়া থামাল।

স্যাপ্টের আঙুল চলে গেল তাঁর রিভলবারের ট্রিগারের উপর। কালো মাইকেলকে একটি গুলি করবার মূল্য হিসেবে বৃদ্ধ কর্নেল বুঝি তাঁর জীবনের দশটি বছর খরচ করতেও পিছপা নন, স্যাপ্টের হাত চেপে ধরলাম, আমাকে আশ্বস্ত করবার জন্য তিনি মাথা নাড়লেন।

'কোন পথে যাব ?' কালো মাইকেল জিজ্ঞেস করল।

'কেল্লার পথে যাব হুজুর, সেখানেই সত্য ঘটনাটা জানতে পারব,' ম্যাক্স উত্তর দিল।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল ডিউক মাইকেল, তারপর বলল,

'মনে হল যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছি।'

'না হুজুর, এই রাত বিরেতে ঘোড়ায় করে এ পথে কে যাবে ?'

'না না, সাবধানের মার নেই ম্যাক্স।'

'কই, এখন কি ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছেন ?'

'না, তা শুনছি না।'

'ওটা মনের ভুল হুজুর, হয়ত আমাদের ঘোড়ার পদধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনে থাকবেন। চলুন এগোন যাক।'

'কিন্তু আমরা বাড়ীতে যাচ্ছি না কেন ?' মাইকেল জিজ্ঞেস করল।

'আমার আশঙ্কা সেখানে একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে। সবকিছু যদি ঠিকই থাকে তবে আর বাড়ীতে যাব কেন ? যদি ঠিক না থাকে তবে নিশ্চয়ই সেখানে ফাঁদ পেতে আমাদের জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে।'

'ঠিক আছে, তবে কেল্লাতেই চল।'

দু'জনে আবার ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছোটাল।

স্যাপ্ট রিভলবার তুললেন। তাঁর মুখে এমন দুঃখের ছাপ ফুটে উঠল সে এরকম অবস্থায়ও আমি না হেসে পারলাম না। বুড়ো কর্নেলের মুখ থেকে যেন শিকার ফস্‌কে গেল। বাগে পেয়েও কালো মাইকেলকে ছেড়ে দিতে হল বাধ্য হয়ে।

ওরা চলে যাবার পরও আমরা সেখানে লুকিয়ে রইলাম আরো মিনিট দশেক। বলা যায় না, কালো মাইকেলের আরো কিছু অনুচর হয়ত পিছু পিছু আসছে। ওদের দু'জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তারা হয়ত পিছিয়ে পড়েছে।

'দেখলেন, ওরা কালো মাইকেলকে খবর পাঠিয়েছে যে সব ঠিক আছে।'

'তার অর্থ ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভগবান জানেন', ভ্রূকুটি করে স্ন্যাপ্ট বললেন।

'কিছু আন্দাজ করতে পারছেন না ?'

'এটুকুই আন্দাজ করতে পারছি যে খবরটা ওদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা খবরটা শুনেই আমাদের ডিউক মশাই রাজধানী থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন।'

শেষ আট মাইল আমরা নিঃশব্দে ছুটে এলাম। আমাদের দুজনের মনই নানা আশঙ্কায় ভরা। 'সব ঠিক আছে'—এ কথাগুলোর অর্থ কি ? রাজা কুশলে আছেন তো !

শেষ পর্যন্ত আমাদের যাত্রার শেষ হল, দূরে শিকারবাড়ীটা দেখা গেল। চাঁদের আলোয় বাড়ীখানাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সদর দরজার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলাম। চারপাশ নিথর—নিঝুম। রাত নিঝুম—পুরী নিঝুম।

হঠাৎ স্ন্যাপ্ট আমার বাহুমূল চেপে ধরলেন।

'দেখুন, দেখুন এখানে।' চাপা গলায় অথচ উত্তেজিত স্বরে স্ন্যাপ্ট বললেন।

স্ন্যাপ্টের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম আমার পায়ের কাছে পাঁচ-ছ'খানা ছেঁড়া সিল্কের রুমাল পড়ে আছে। প্রশ্নভরা চোখে কর্নেলের দিকে তাকালাম।

'এগুলি দিয়ে বুড়িটাকে বেঁধেছিলাম,' স্ন্যাপ্টের স্বরে উৎকণ্ঠা আর চাপা উত্তেজনা ঝরে পড়ল।

ছুটে গেলাম গতরাতের পান-ভোজনের ঘরে। এখনও সেখানে খাবারের অবশেষ আর মদের খালি বোতল পড়ে রয়েছে।

'আসুন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন,' স্ন্যাপ্টের কণ্ঠস্বর শুনে আর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল তাঁর অমন প্রশংসনীয় মানসিক স্থৈর্যও বুঝি হারিয়ে যেতে বসেছে।

দৌড়ে ছুটে গেলাম ভূগর্ভের কক্ষগুলির দিকে। কয়লা রাখবার ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা।

'বুড়িটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে,' আমি বললাম।

এবার আমরা উল্টোদিকের ঘরের দরজার সামনে এলাম। এটাই মদের ভাঁড়ার। এ ঘরের দরজা বন্ধ। এ ঘরের মধ্যেই রাজাকে রাখা হয়েছিল। আমরা সকালে ঘরখানাকে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, তেমনই বন্ধ রয়েছে ঘরখানা। আশা করা যায় রাজা তাহলে নিরাপদেই আছেন।

'আসুন, ভিতরে যাওয়া যাক, সব তো ঠিকই আছে,' আমি বললাম।

হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে কর্নেল স্যাপ্ট একটা কঠিন শপথ উচ্চারণ করলেন। তাঁর মুখ একেবারে পাণ্ডুর। কোন কথা না বলে তিনি মেঝের দিকে আঙুল দেখালেন। লাল! লাল! মদের ভাঁড়ারের বন্ধ দরজার নীচ দিয়ে গড়িয়ে বেরুচ্ছে রক্ত! দরজা খুলবার চেষ্টা করলাম। বৃথা চেষ্টা। দরজা তালা বন্ধ।

স্যাপ্ট পকেট থেকে একটা ছোট ফ্লাস্ক বের করলেন। তারপর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেলেন সেটা। ভিতরকার পানীয় পান করে বুঝি নিজের হারানো মানসিক স্থৈর্যকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। আমি রিভলবার বের করলাম। গুড়ুম্... একটা গুলিতেই তালাটা ভেঙে গেল। এক ধাক্কায় দরজার পাল্লা দু'টো খুলে ফেললাম। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার।

'একটা আলো দিন,' আমি বললাম। কিন্তু স্যাপ্টের কাছ থেকে কোন সাড়া পেলাম না। তিনি তখনও দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কর্নেল স্যাপ্ট তাঁর প্রভুকে ভালবাসেন। তিনি রাজভক্ত সেনানী। সুতরাং তিনি যে আমার চেয়ে বেশী বিচলিত—বেশী অভিভূত হবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! নিজের জন্য তিনি ভীত নন। প্রাণভয়ে ভীত—এরকম অবস্থায় কেউ কোনদিন তাঁকে দেখেনি। কিন্তু ঐ অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি থাকতে পারে তা ভাবলেও যে কোন মানুষের মুখ আতঙ্কে পাণ্ডুর হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্রুত উঠে এলাম কাল রাতের খাবার ঘরে। টেবিলের উপর রূপোর মোমদানে মোমবাতি ছিল। দেশলাই দিয়ে আলো জ্বালালাম। তারপর আলোটা নিয়ে ফিরে এলাম মদের ভাঁড়ার ঘরের সামনে। আমার হাত কাঁপছিল। তরল মোম গলে গলে পড়ছিল আমার অনাবৃত হাতের উপর।

নাঃ স্ন্যাপ্টকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি হলাম ভিন দেশী একটা উটকো লোক, সেই আমিই যখন এতটা ঘাবড়ে গিয়েছি, তখন স্ন্যাপ্ট তো ঘাবড়াবেনই।

ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। রক্তের দাগ ভিতর দিকে প্রসারিত। গজ দুয়েক এগিয়ে গেলাম তারপর আলোটাকে তুলে ধরলাম আমার মাথার উপরে। ঘরের এক কোণে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ। দেহটা চিত হয়ে পড়ে আছে। হাত দু'খানা দু'পাশে ছড়ানো। গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন। চারপাশ রক্তে ভেসে গিয়েছে। দেহটা জোসেফের। রাজাকে রক্ষা করতে গিয়ে বেচারা জোসেফ প্রাণ দিয়েছে।

কাঁধের উপর হাতের ছোঁয়া পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম কর্নেল স্ন্যাপ্টের চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে। চোখ দুটো আতঙ্ক-বিহ্বল।

'রাজা? রাজা কোথায়?' গলাভাঙ্গা স্বরে স্ন্যাপ্ট প্রশ্ন করলেন।

'ছোট ঘরখানার প্রতিটি ইঞ্চিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেললাম, তারপর বললাম,

'রাজা এখানে নেই।'

## দশম পরিচ্ছেদ — রাজা রাজধানীতেই ঘুমোলেন

স্ন্যাপ্ট যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তাঁকে ধরে ভাঁড়ার ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম। দশ মিনিট···কিম্বা তারও বেশী কিছু সময় আমরা খাবার ঘরে চুপচাপ বসে রইলাম। ইতিমধ্যে স্ন্যাপ্ট নিজেকে সামলে নিলেন।

ঘড়িতে রাত একটা বাজল। ঘরের মেঝেতে পদাঘাত করে স্ন্যাপ্ট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

'শয়তান মাইকেলের দল রাজাকে বন্দী করেছে।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'সব ঠিক আছে'—এ সংবাদের অর্থ হল তা'হলে এই! কিন্তু মাইকেল খবরটা পেল কখন?'

'খবরটা নিশ্চয়ই সকালে পাঠানো হয়েছে। আপনি স্ট্রেলজোতে পৌঁছেছেন—এ সংবাদ জেণ্ডায় আসবার আগেই খবরটা পাঠানো হয়েছিল।'

'তাহলে সারাদিন সে খবরটা নিজের মনেই চেপে রেখেছিল তাই আমাকে দেখে মাইকেল ভূত দেখার মতই চমকে উঠেছিল, তাহলে কেবল আমার মনটাই উৎকণ্ঠায় ভরা ছিল না, মাইকেলেরও সারাটা দিন কেটেছে উৎকণ্ঠার মধ্যে!'

স্ন্যাপ্ট কোন উত্তর দিলেন না। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন।

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'আমাদের এক্ষুণি ফিরতে হবে। স্ট্রেলজোর প্রতিটি সৈনিককে জাগাতে হবে। কাল দুপুরের আগেই আমাদের মাইকেলকে তাড়া করতে হবে।'

বুড়ো স্ন্যাপ্ট পাইপ ধরালেন। তাঁর আগেকার মানসিক স্থৈর্য ফিরে এসেছে।

'এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আমরা এখানে চুপ করে বসে থাকলে রাজাকে হয়ত ওরা হত্যা করবে' আমি ব্যগ্রভাবে বললাম।

স্ন্যাপ্ট নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলেন।

'ঐ অভিশপ্ত বুড়িটা!' এতক্ষণ পরে বুড়ো কর্নেল গর্জন করে উঠলেন। 'ঐ হতভাগীটা নিশ্চয়ই কোন ভাবে দলের লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। শয়তানদের খেলা আমি বুঝতে পেরেছি। ওরা রাজাকে অপহরণ করতে এসেছিল। যে ভাবেই হোক রাজাকে ওরা পেয়েও গেল। আমরা তিনজন স্ট্রেলজোতে না গেলে আপনি, আমি আর ফ্রিট্‌জ হয়ত এতক্ষণে স্বর্গেই চলে যেতাম। শয়তানেরা আমাদের ছেড়ে কথা বলত না।'

'চলুন রাজধানীর দিকে যাওয়া যাক,' আমি ব্যগ্রভাবে বললাম। কিন্তু স্যাপ্ট চুপচাপ বসে রইলেন। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন কর্কশ ভাবে।

'ভগবানের দিব্যি! আমরা তাহলে কালো মাইকেলকে সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছি!'

'চলুন, চলুন,' এবার আমি অধৈর্যের সুরেই বললাম।

'আমরা তাকে আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলব,' স্যাপ্টের বলিরেখাঙ্কিত পোড় খাওয়া মুখে ধূর্ততার এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে ধীরগলায় তিনি বললেন,

'হ্যাঁ বৎস, আমরা স্ট্রেলজোতেই ফিরে যাব। কালকে রাজা তাঁর রাজধানীতেই থাকবেন।'

'রাজা?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তিনি কোথায়?'

'জানি না।'

'তবে কি করে বলছেন ও কথা?'

'আমি অভিষিক্ত রাজার কথা বলছি,' স্যাপ্টের মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি।

কথাটার তাৎপর্য বুঝে উঠতে আমার একটু সময় লাগল, তারপর আমি চীৎকার করে বললাম, 'আপনি পাগল হয়েছেন!'

'এখন যদি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে আমাদের কৌশলের কথা বলি—যদি বলি রাজা নয়, রাজার মত দেখতে একজন লোকের অভিষেক হয়েছে তবে আমাদের জীবনের মূল্য এক কানাকড়িও থাকবে না। রাজ্যের অভিজাত সমাজ এবং জনসাধারণ কি একথা শুনলে খুশি হবে যে আপনি কিভাবে তাদের বোকা বানিয়েছেন? আর সিংহাসন? দেশের মানুষ যখন শুনবে যে তাদের রাজা অভিষেকের দিনে পর্যন্ত মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছেন আর তার জায়গায় অভিষেক করতে হয়েছে রাজার মত দেখতে আর একজনকে তখন

সেই দায়িত্বহীন বেহুঁশ রাজার সিংহাসন লাভটা কি সহজ হবে?'

স্যাপ্ট উঠলেন। হাত রাখলেন আমার কাঁধের উপরে। বললেন, 'মিঃ র‍্যাসেনডিল, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে একমাত্র আপনিই রাজাকে রক্ষা করতে পারেন, অবশ্য যদি আপনার পুরুষোচিত সাহস থাকে। আমার অনুরোধ রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজার সিংহাসন রক্ষা করুন।'

'কিন্তু ডিউক মাইকেল তো জানে আমি আসল রাজা নই, তাছাড়া যে শয়তান অনুচরদের সে কাজে লাগিয়েছিল তারাও তো প্রকৃত ব্যাপারটা জানে······।'

'জানুক, কিন্তু তারা সে কথা প্রকাশ করতে পারে না। অন্ততঃ এই একটা ক্ষেত্রে আমরা কালো মাইকেলকে হারাতে পেরেছি,' বৃদ্ধ কর্নেল বুঝি বিজয় উল্লাসেই গর্জন করে উঠলেন।

'কি রকম?' বিমূঢ়ভাবে আমি প্রশ্ন করলাম।

'নিজেদের ক্ষতি না করে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কি একথা বলতে পারে যে, "এ হল জালরাজা, কেননা আসল রাজাকে আমরা চুরি করেছি আর হত্যা করেছি তাঁর এক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে।" বলুন, তারা বলতে পারে কি একথা?'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনের আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সত্যিই তো, মাইকেলকে তো মুখ বন্ধ রাখতেই হবে। আসল রাজাকে বাইরে আনতে না পারলে মাইকেল আমার বিরুদ্ধে কি করতে পারে? আর আসল রাজাকে বাইরে বের করলে সে নিজেই তো জড়িয়ে পড়বে। রাজাকে চুরি করবার কি কৈফিয়ৎ সে দেবে?

'সবচেয়ে বড় কথা,' স্যাপ্ট বলতে লাগলেন, 'স্ট্রেলজোতে এখন একজন রাজা থাকা দরকার। না হ'লে গোটা রাজধানীটা চব্বিশঘণ্টার মধ্যে মাইকেলের দখলে চলে যাবে। মিঃ র‍্যাসেনডিল রাজা এবং রাজ্যের মুখ চেয়ে এ কাজটা আপনাকে করতেই হবে।'

'ধরুন রাজাকে ওরা হত্যা করল, তা হলে?'

'রাজার জায়গায় আপনি না গেলে রাজাকে ওরা হত্যা করেই ফেলবে।'

'যদি ইতিমধ্যেই হত্যা করে ফেলে থাকে?'

স্যাপ্টের বলিরেখাঙ্কিত মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি···হ্যাঁ আপনিই রুরিটানিয়ায় রাজত্ব করবেন। আপনার শিরায় এবং ধমনীতেও মহান এলফবার্গ বংশের রক্ত প্রবাহিত। কালো মাইকেল থেকে এ রাজ্যের সিংহাসনের উপর আপনার দাবী কোন অংশে কম নয়।'

এ এক পাগলের পরিকল্পনা! কিন্তু স্যাপ্টের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হল এর সবটাই পাগলামি নয়, এর মধ্যে যুক্তিও রয়েছে। তা ছাড়া আমি তো যুবক। আমি বিপদকে ভয় করে মুখ লুকিয়ে থাকব কেন? হোক না বিপদসঙ্কুল, তবু কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে তো আমি চিরকালই ভালবাসি। এরকম কাজে প্রধান অংশ নেবার সুযোগ আমার কোনদিন আসেনি। আমার মত ভূমিকায় বোধ হয় কোন মানুষকেই অভিনয় করতে হয় নি।

'চলুন! চলুন স্ট্রেলজোতে!' স্যাপ্ট বললেন, 'এখানে আর বেশীক্ষণ থাকলে আমরা জাঁতাকলে পড়ে ইঁদুরের মত ধরা পড়ে যাব।'

'আমি যাব কর্নেল। আমার দিকে থেকে অভিনয়ে কোন ত্রুটি হবে না,' আবেগভরা গলায় আমি বললাম।

'এই তো মরদের মত কথা,' প্রশংসাভরা চোখে স্যাপ্ট তাকালেন আমার দিকে।

দরজার দিকে এগোলেন কর্নেল, বললেন, 'দেখি আমাদের ঘোড়া দু'টো ঠিক আছে কি না।'

'বেচারা জোসেফকে কবর দিয়ে যেতে হবে।'

'তার সময় নেই,' স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

'ওকে কবর দিয়েই যাব।'

'আ মলো যা!' স্যাপ্ট হেসে ফেললেন, 'আমিই আপনাকে

রাজা করেছি, আর এখন আপনিই আমাকে······আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছা মতই কাজ হোক। আপনি জোসেফকে নিয়ে আসুন। আমি ঘোড়া দু'টো দেখছি। বেচারা জোসেফ! এরকম সৎ আর সাহসী লোক খুব কমই দেখা যায়।'

মদের ভাঁড়ার ঘর থেকে জোসেফের দেহটাকে তুলে নিয়ে শিকার বাড়ীর সদর দরজায় এলাম। সেই মুহূর্তে স্যাপ্টও সেখানে এসে পড়লেন।

'ঘোড়া দু'টো ঠিকই আছে। কিন্তু এই কবর দেবার কাজটা আপনার না করলেও চলবে।'

'ওকে কবর না দিয়ে আমি যাব না কর্নেল।'

'হ্যাঁ যাবেন।'

'না কর্নেল স্যাপ্ট, সমস্ত রুরিটানিয়া রাজ্যের বিনিময়েও আমি যাব না,' আমি দৃঢ়স্বরে বললাম।

'বোকামি করবেন না। এখন ভাবাবেগের সময় নয়। এখানে আসুন দেখে যান।'

স্যাপ্ট আমাকে দরজার আরো কাছে টেনে নিলেন। চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। দূরের বনভূমি অদ্ভুত দেখাচ্ছে অস্তায়মান চন্দ্রের রক্তিম আলোয়। মনে হল আমরা যেন পৃথিবীর বাইরে কোন এক অজানা লোকে এসে পড়েছি। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

'দেখুন,' স্যাপ্টের কথায় আমার ঘোর কাটল। দেখলাম। জেণ্ডা কেল্লার দিক থেকে সাত-আটজন লোক আসছে এদিকে। ওদের মধ্যে চারজন ঘোড়ায় চড়ে আর বাকীরা পায়ে হেঁটে আসছে। আমাদের কাছ থেকে ওরা এখনও প্রায় তিনশ' গজ দূরে রয়েছে। ওদের কাঁধে কোদাল।

'ওরা আপনার ঝামেলাটা বাঁচিয়ে দিল, এবার চলে আসুন,' স্যাপ্ট বললেন।

স্যাপ্ট ঠিকই বলেছেন। যারা আসছে তারা নিঃসন্দেহে ডিউক মাইকেলের লোক। নিজেদের কুকর্মের চিহ্ন লোপ করবার জন্য ওরা

আসছে। একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে পেয়ে বসল। বেচারা জোসেফের মৃতদেহের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বললাম, 'কর্নেল, ওর খুনের বদলা নেওয়া উচিত।'

'আপনি বলতে চাইছেন পরলোকের পথে জোসেফ একলা যাবে কেন? ওকে ছ'একজন সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে দেওয়া যাক এই তো?'

'ঠিক তাই,' আমি বললাম।

'কিন্তু মহারাজ, কাজটা খুব বিপদজনক।'

'ওদের একটা আঘাত আমি করবই,' দৃঢ়স্বরে আমি বললাম।

একটু ইতস্ততঃ করলেন স্যাপ্ট, তারপর বললেন, 'এটা কোন প্রয়োজনীয় কাজ নয়। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন……সুতরাং আপনার ইচ্ছার মর্যাদা দিতেই হবে। এই সংঘাতটা যদি আমাদের ছঃখ বা শোকের কারণ হয় তাহলে তা আমাদের অনেক চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবে। যাক সে কথা, এবার দেখাচ্ছি কি করে ওদের আক্রমণ করতে হবে।'

সাবধানে সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন স্যাপ্ট। তারপর আমরা বাড়ীর মধ্য দিয়ে খিড়কী দরজার কাছে গেলাম। সেখানে আমাদের ঘোড়া ছটো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঘোড়ায় চড়লাম। তারপর খোলা তরবারী হাতে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কেল্লার লোকগুলো এগিয়ে আসছে পরম নিশ্চিন্তে। শেষ রাতে শিকারবাড়ীতে যে শত্রু ওত পেতে রয়েছে এ কথাটা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সদর দরজার সামনে এসে ওরা থামল।

'যাও মরাটাকে বের করে নিয়ে এস।' একজন লোক হেঁড়ে গলায় আদেশ দিল।

'এইবার!' স্যাপ্ট আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন।

পুরো বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে লোকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাদামী রঙের ঘোড়ায় চড়া লোকটা আমার দিকে ছুটে এল। এক কোপে তাঁর মুণ্ডু উড়িয়ে দিলাম। স্কন্ধকাটা লোকটা মাটিতে পড়ে

গেল হুড়মুড় করে। এবার আমার সামনে লম্বা-চওড়া একটা লোক। আর একটা লোক আমার ডান পাশে। সামনের লোকটার বুকে আমার তরোয়াল দিয়ে আঘাত করলাম। গভীর ভাবে ঢুকে গেল তরোয়ালখানা। লোকটা আমাকে গুলি করেছিল। সে গুলি আমার কানের পাশ দিয়ে হুইস্ করে বেরিয়ে গেল। তরোয়ালখানা টেনে বের করতে গেলাম, কিন্তু বের করতে পারলাম না। ওখানার মায়া ত্যাগ করে জোর কদমে ঘোড়া ছুটোলাম। স্যাপ্ট এগিয়ে গিয়েছেন কুড়িগজ সামনে। বদমাশগুলোর দিকে পিছন ফিরে হাত নাড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই একটা আর্তনাদ করে হাত নামিয়ে নিতে হল। ওদের একটা বুলেট আমার ডান হাতের কড়ে আঙুলটাকে একটু আদর করে গিয়েছে। রক্ত ঝরছে।

ছুটন্ত অবস্থাতেই স্যাপ্ট আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'আমি এক আর আপনি দুই। মোট তিনটে শয়তান ঘায়েল হয়েছে। যাক বেচারা জোসেফের সঙ্গীর অভাব হবে না।'

'দু'টো বদমাশকে ঘায়েল করতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি আমরা। কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। তারপর নীরবতা ভেঙে স্যাপ্ট বললেন,

'ভাবছি ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে কি না।'

'লম্বা-চওড়া লোকটা পেরেছে। তার বুকে যখন তরোয়াল ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম তখন সে মহারাজ বলে চীৎকার করে উঠেছিল।'

'ভাল! ভাল! কালো মাইকেলকে আমরা বেশ কিছু কাজ দিয়ে ফেললাম। একি আপনার আঙুল দিয়ে দেখছি রক্ত ঝরছে!'

'হ্যাঁ, ওরা একটু আদর করে দিয়েছে।'

'থামুন, একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি। না হ'লে ক্ষতটা বিষিয়ে যেতে পারে।'

একটু থামলাম। স্যাপ্ট আমার কড়ে আঙুলে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর রাজধানী লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটালাম দুরন্ত বেগে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। প্রাসাদে ফিরে এলাম নিরাপদেই।

গোপন দ্বার পথে স্ত্যাপ্টের বিশ্বস্ত সহিস অপেক্ষা করছিল।

'সব ঠিক আছে স্যার ?' সহিস স্ত্যাপ্টকে জিজ্ঞেস করল।

'সব ঠিক আছে,' স্ত্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

সহিস সামনে এসে আমার হাতে চুমু খেতে গিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'এ কি মহারাজ আহত !'

'ও কিছু নয়,' ঘোড়া থেকে নেমে আমি বললাম, 'কপাটের ফাঁকে আঙুল পড়েছিল, একটু থেতলে গিয়েছে। ওষুধ পত্তর দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'এ ব্যাপার নিয়ে কোন হৈ চৈ করো না ফ্রেইলার। হয়ত এই সামান্য ব্যাপার নিয়েই কত জল্পনা-কল্পনা সুরু হবে,' বিশ্বস্ত সহিসটির দিকে তাকিয়ে স্ত্যাপ্ট বললেন।

'আমাকে আর দ্বিতীয়বার সতর্ক করতে হবে না হুজুর', বিনীত-ভাবে সহিস ফ্রেইলার বলল।

গুপ্তপথে রাজার মহলে ঢুকলাম। এসে পড়লাম রাজার সাজ ঘরের সামনে। দরজা খুললাম। দেখলাম পুরো সামরিক ইউনিফর্ম পরে ফ্রিট্জ একটা সোফায় শুয়ে আছে। আমরা ঘরে ঢুকতে যে মৃদু শব্দটুকু হল তাতেই সে জেগে উঠল। আমাদের দেখে সে একলাফে সোফা থেকে নেমে এল। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে সে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, 'মহারাজ !'

তারপর ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম আমার সামনে নতজানু হল। দারুণ আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ ! মহারাজ ! মহারাজ ! আপনি নিরাপদে আছেন !'

আমার ডান হাতখানা চেপে ধরল ফ্রিট্জ। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি, এ রাজ্যের রাজাটির দোষত্রুটি যতই থাকুক না কেন, লোকের কাছ থেকে ভক্তি আর ভালবাসা আদায় করবার ক্ষমতাটা বেশ আছে। মুহূর্তকাল কোন কথা বলতে পারলাম না। বিশ্বাসী ফ্রিট্জের ভ্রান্ত ধারণাটুকু ভেঙে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ স্ত্যাপ্ট তাঁর

উরুতে চাপড় মেরে সোল্লাসে বললেন, 'সাবাস!...সাবাস বৎস! এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।'

হতবুদ্ধি মানুষের মত ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ উঠে দাঁড়াল। আমার ডান হাতখানা ধরে সে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে পিছনের দিকে হটে গেল।

'রাজা কোথায়? রাজা কোথায়?' ফ্রিট্জ উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠল।

'চুপ করো নির্বোধ!' স্যাপ্ট হিস হিস করে গর্জন করে উঠলেন, 'অত চীৎকার করো না! এই তো রাজা—তোমার সামনে।'

'মহারাজ কি তা হ'লে নিহত?' ফ্রিট্জ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

'ভগবান করুন তা যেন না হয়', আমি বললাম, 'রাজা কালো মাইকেলের হাতে বন্দী।'

## *একাদশ পরিচ্ছেদ* — *রাজকন্যা সুন্দরী*

একজন সত্যিকারের রাজার জীবন কঠোর। কিন্তু ভান করা রাজার জীবন বোধ করি কঠোরতর। পরদিন সকালে স্যাপ্ট পুরো তিনটি ঘণ্টা ধরে আমাকে নানা বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। আমার কি করা উচিত, আমার কি কি জানা উচিত এই হল তাঁর নির্দেশের বিষয়বস্তু। এরপর আমি একরকম জোর করেই প্রাতঃরাশের সময়টা বের করে নিলাম। কিন্তু সে সময়ও স্যাপ্ট আমার সামনেই বসে রইলেন। বলতে লাগলেন রাজা সকালে সাদা মদ খান, প্রাতঃরাশের টেবিলে বেশী মশলা দেওয়া খাবার পছন্দ করেন না।

তারপর এলেন চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী)। স্যাপ্টের থেকে তিনিই বা কম কিসের? তিনটি ঘণ্টার আগে তিনিও ছাড়লেন না। প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন কতগুলি দরকারী কাগজপত্রে সই করাতে।

তাঁকে বললাম আঙুলে আঘাত পাবার জন্য আপাততঃ সরকারী কাগজ-পত্রে সই করতে পারব না। এরপর ফরাসী আর ইংরাজ রাজদূতকে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। এবার একটু ঘাবড়ে গেলাম। এখানকার ইংরাজ রাজদূত আমার পিতৃবন্ধু। তিনি কয়েকবার আমাদের বাড়ীতে এসেছেন—থেকেছেন। আমাকে কি ওঁর মনে আছে! উনি কি আমায় চিনতে পারবেন? না, ভাগ্যদেবী দেখছি সত্যিই আমার উপর সদয়, বৃদ্ধ ইংরাজ রাজদূতের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। উনি আমায় চিনতে পারলেন না। কূটনৈতিক সৌজন্য বিনিময় হল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর দুই রাজদূত বিদায় নিলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমি এবার আমার নতুন খাস চাকরটাকে ডাকলাম। জোসেফের পর এ লোকটিই রাজার নতুন খাস চাকর হয়েছে। সুবিধার কথা হল এই ছোকরা চাকরটি রাজাকে কোনদিন দেখে নি। আমার নির্দেশে সে ব্র্যাণ্ডি আর সোডা নিয়ে এল। স্যাপ্টের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মনে হয় এবার একটু বিশ্রাম নিতে পারব।'

ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি। কালো মাইকেলকে ধরতে যাব না?'

'ধীরে বৎস, ধীরে', ভুরু কুঁচকে স্যাপ্ট বললেন, 'তোমার কি ধারণা শয়তান মাইকেল রাজাকে জীবিত রেখেই ধরা পড়বে? সাংঘাতিক কোন বেকায়দায় পড়লে মাইকেল সবার আগে বন্দী রাজাকে হত্যা করে নিজের দুষ্কৃতির প্রমাণ লোপ করবার চেষ্টা করবে।'

'তা ছাড়া,' আমি বললাম, 'লোকে জানে রাজা এখন রাজধানীতে নিজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রিয় ভাই মাইকেল তাঁকে আনুগত্য জানিয়েছে। এখন মাইকেলের বিরুদ্ধে রাজার কি অভিযোগ থাকতে পারে? এই মুহূর্তে মাইকেলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে প্রজারা সেটা অন্য চোখে দেখবে। রাজা জনসমর্থন হারাবেন, আর মাইকেলের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে হু হু করে।'

'বাঃ চমৎকার ! আপনি সুন্দরভাবে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করেছেন,' সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে স্যাপ্ট আমার দিকে তাকালেন।

'তাহ'লে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু নেই ?' ফ্রিট্জ জিজ্ঞেস করল একটু বিমূঢ়ভাবেই।

'আছে। কিন্তু আমরা বোকার মত কিছু করব না, যা করবার তা বেশ ভেবে চিন্তে করতে হবে।'

'আসলে ব্যাপারটা কি রকম জানেন,' আমি বললাম, 'এখানে দু'জন লোক যেন একে অন্যের দিকে রিভলবার উঁচিয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে নিজের মুখোশ খুলে না ফেলে আমি মাইকেলের মুখোশ খুলতে পারছি না।'

'সে চেষ্টা করলে রাজারই বিপদ হবে,' স্যাপ্ট গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন।

'আবার আমার মুখোশ খুলতে গেলে—আমাকে জাল রাজা প্রমাণ করতে গেলে মাইকেলকেও নিজের মুখোশ খুলতে হয়—আসল রাজাকে বন্দীদশা থেকে বের করে আনতে হয়।'

'অবস্থাটা হয়েছে চমৎকার !' স্যাপ্ট মন্তব্য করলেন।

'যদি আমি ধরা পড়ি, তাহলে আমি ডিউকের সঙ্গে লড়াই করে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করব। কিন্তু বর্তমানে আমি অপেক্ষা করছি, দেখা যাক ডিউকের পক্ষ থেকে কি নতুন কর্মতৎপরতা সুরু হয়,' এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে আমি থামলাম।

'সে শয়তানটা রাজাকে খুন করবে,' বিহ্বলভাবে ফ্রিট্জ বলল।

'উঁহু, মোটেই তা নয়, এ অবস্থায় রাজাকে খুন করা মাইকেলের পক্ষে মারাত্মক বোকামী হবে। মাইকেল অত বোকা নয়।'

'কেন ?' ফ্রিট্জ জিজ্ঞেস করল।

'আসল রাজাকে খুন করলে মাইকেল নকল রাজার মুখোশ খুলবে কি করে ? রাজা রুডলফের বদলে বিদেশী মিঃ র‍্যাসেনডিল যদি রাজ্য আর রাজকন্যার অধিকারী হন তবে সেটা তো শয়তান মাইকেলের আরও মর্মপীড়ার কারণ হবে।'

'ওদের দলের ছ'জনের তিনজন এখন রাজধানীতেই রয়েছে,' ফ্রিট্জ বলল।

'ঠিক জান?' স্যাপ্ট ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ,' ফ্রিট্জ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

'তাহ'লে রাজা এখনও বেঁচে আছেন। ওদের বাকী তিনটে শয়তান বন্দী রাজার পাহারায় রয়েছে,' উত্তেজিতভাবে স্যাপ্ট বললেন।

'ঠিক বলেছেন!' ফ্রিট্জের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'রাজা যদি মারা যেতেন আর ওরা যদি মৃত রাজাকে কবর দিয়ে ফেলতে পারত, তাহ'লে ওদের ছ'জনই মাইকেলের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে আসত। জানেন তো, মাইকেল রাজধানীতে ফিরে এসেছে?'

'জানি, সেই অভিশপ্ত শয়তানটা এখন রাজধানীতে বসেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে,' স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

'মশাইরা, আপনারা ছ'জন ছ'জন করছেন। আমি তো বুঝতে পারছি না তারা কারা।'

'মনে হয় শিগ্গীরই আপনার সঙ্গে তাদের পরিচয় হবে,' স্যাপ্ট বললেন।

'কিন্তু তারা কারা? তাদের পরিচয় কি?'

'তারা হল শয়তান মাইকেলের ছ'জন বিশ্বস্ত সঙ্গী। মাইকেলের প্রাসাদেই তারা থাকে। তাদের ভরণপোষণের দায়িত্বও নিয়েছেন আমাদের এই মহান রাজভ্রাতাটি। ওরা হল মাইকেলের সঙ্গে একেবারে হরিহর আত্মা। তার ইঙ্গিতে ওরা যে কোন মুহূর্তে যে কোন লোকের গলা কেটে দিতে পারে। এই কুখ্যাত ছয়-এর মধ্যে রয়েছে তিনজন রুরিটানিয়ান, একজন ফরাসী, একজন বেলজিয়ান আর একজন আপনার স্বদেশবাসী ইংরেজ। রাজধানীতে বর্তমানে কোন তিন মহাত্মা রয়েছেন ফ্রিট্জ?'

'দ্য গতে, বারসোনিন আর ডেশার্ড।'

'তার মানে বিদেশীরা! মাইকেল তাদের নিয়ে রাজধানীতে

রয়েছে। আর রাজার পাহারায় রয়েছে রুরিটানিয়ার তিন পাষণ্ড। অবশ্য মাইকেলের পক্ষে এটাই বেশী নিরাপদ ব্যবস্থা কেননা মাইকেলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে গেলে ওরা নিজেরাও ফেঁসে যাবে।'

'শিকারবাড়ীতে তাহলে আমাদের বন্ধু বলতে কেউ নেই,' আমি বললাম।

'না, কেউ নেই, যদি ওখানে আমাদের একটা বিশ্বস্ত অনুচরও থাকত!' বুড়ো কর্নেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

ফ্রিট্জ আর স্যাপ্ট আমার ঘনিষ্ঠ হলেও আপাততঃ তাঁদের কাছে আমার মনটা পুরো মেলে ধরবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম না। আমি মনে মনে আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করে ফেললাম। আমাকে যতদূর সম্ভব জনপ্রিয় হতে হবে, আপাততঃ মাইকেলের উপর কোন বিরাগ বা বিতৃষ্ণা দেখানো চলবে না। এর ফলে মাইকেলের সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘাত সুরু হলে লোকে বুঝবে যে সেই অকৃতজ্ঞ। তার উপর কোন অত্যাচার বা উৎপীড়ন না হওয়া সত্বেও সে বৈধ রাজশক্তির বিরোধিতা করছে। এতে রাজ্যে মাইকেলের জনপ্রিয়তাই কমবে। সংঘাত অবশ্যই বাঁধবে। কারণ একজন বিদেশীকে সিংহাসনে বসাবার জন্য মাইকেল নিশ্চয়ই এত তোড়জোর করেনি—এত ষড়যন্ত্রের জাল বোনে নি। কিন্তু সে সংঘাতটা প্রকাশ্যে হবে কিনা তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ ছিল।

'কর্নেল, এবার আমাকে একটু ছুটি দিন, আমি একটু বেড়াতে বেরোব,' আমি বললাম।

'ঠিক আছে। কিন্তু রক্ষী না নিয়ে বেরোবেন না। মনে রাখবেন মাইকেলের তিন অনুচর সদা সর্বদা আপনাকে অনুসরণ করবে। আপনার গলা কাটতে পারলে ওরা খুবই খুশি হবে।'

'আমার গলা কাটা অত সহজ নয়।'

'সাবধানের মার নেই। ফ্রিট্জ আপনার সঙ্গে যাক।'

ফ্রিট্জকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। নতুন এভিনিউ ধরে রাজকীয় পার্কে গেলাম। পথে বহু লোক আমাকে অভিবাদন করল।

আমিও বিনয়ের সঙ্গে প্রতি অভিবাদন করলাম। ঘোড়ায় করে রাজধানীর কয়েকটা রাস্তা ঘুরলাম। পথে চমৎকার দেখতে একটি কিশোরী ফুলওয়ালীর কাছ থেকে ফুল কিনলাম। মেয়েটির হাতে গুঁজে দিলাম একটি স্বর্ণ মুদ্রা। তারপর যখন দেখলাম অনেক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছি তখন চললাম রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার প্রাসাদের দিকে। আমার পিছনে তখন পাঁচশোরও বেশী নাগরিক। তারা মাঝে মাঝেই রাজার জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

রাজকন্যার প্রাসাদ তোরণের সামনে ঘোড়া থামিয়ে আমার আসবার খবর পাঠালাম। 'রাজকুমারী দয়া করে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব'—এ মর্মে সংবাদ পাঠালাম। দেখা গেল ফ্লাভিয়ার সঙ্গে আমার দেখা করবার ব্যাপারে জনসাধারণের খুব উৎসাহ। তারা উৎসাহে আবার জয়ধ্বনি করে উঠল।

রাজকুমারী ফ্লাভিয়া খুব জনপ্রিয়। এমনকি স্বয়ং চ্যান্সেলর পর্যন্ত আমাকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে ফ্লাভিয়ার সঙ্গে বিয়ের বাকদান করবার ব্যাপারে দিনক্ষণ ধার্য করতে আমি যত তৎপর হব, ততই আমার জনপ্রিয়তা বাড়বে। কিন্তু তাঁর এই চমৎকার উপদেশ পালন করবার পথে আমার দিকে যে কত বাধা—কত অসুবিধা আছে তা চ্যান্সেলর বুঝতে পারেন নি। আমি কে? রাজার মত দেখতে একজন বিদেশী ছাড়া তো আর কিছুই নয়। আমি বাকদান করব কি করে? যাই হোক, ফ্লাভিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করলে তো ক্ষতি নেই। এতে প্রজাদের কাছে তো জনপ্রিয় হতে পারব। এ ব্যাপারে ফ্রিট্জও আমাকে সমর্থন করল। ওর সমর্থন কিন্তু আমাকে অবাক করল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফ্রিট্জ রাজকুমারীর প্রাসাদে আসবার সুযোগ পেয়ে কেন খুশি হয়েছে, সে কথাও আমাকে খুলে বলল। সে খুশি হয়েছে রাজকুমারীর সখী কাউন্টেস হেলগা ফন স্ট্রোফজিনকে দেখতে পাবে বলে। কাউন্টেস হেলগার কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছে ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইমের মন।

এবার আমাকে খেলতে হবে যে খেলায় নেমেছি তার দুরূহতম অংশে। দুরূহতম কিন্তু বড্ড কোমল। প্রতিটি চাল দিতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। রাজকন্যাকে আমার প্রতি অনুরক্ত রাখতে হবে। আবার আমাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম দূরত্বও বজায় রাখতে হবে। আমাকে প্রেমের ভান করতে হবে, কিন্তু সত্যি সত্যি প্রেমে পড়লে চলবে না। আমাকে প্রেম করতে হবে অন্যের বকলমে। আর প্রেমের অভিনয় করতে হবে এমন এক মেয়ের সঙ্গে যার মত সুন্দরী আমি জীবনে দেখি নি। কাজটা খুবই শক্ত। আর আমি? আমিও তো রক্তে-মাংসে গড়া একটা মানুষ! প্রেমের অভিনয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। কতটা সফল হলাম তা পরেই বোঝা যাবে।

রাজকন্যার ঘরে যখন ঢুকলাম তখন তিনি সূচীকর্ম করছিলেন। স্মিত হেসে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন।

প্রথমটায় কথা সুরু হল সাধারণ এবং মামুলী ব্যাপার নিয়ে। আবহাওয়া—রাজধানীর রঙ্গমঞ্চগুলোতে কি কি নাটক চলছে—কোন নাটকখানা কেমন—যে সেতুটা তৈরী হচ্ছে তার কারিগরী ইত্যাদি টুকটাক কথাবার্তা দিয়ে আমাদের কথোপকথন আরম্ভ হল। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে ফ্লাভিয়া বলল, 'রুডলফ! অভিষেকের পর থেকে তুমি অনেকখানি বদলে গিয়েছ। তুমি যেন সেক্সপীয়রের সেই রাজকুমারের মত, সে রাজকুমারও রাজা হয়ে পাল্টে গিয়েছিল। কিন্তু না, আমি ভুলে গিয়েছি। আপনি এখন রাজা হয়েছেন। আপনার সঙ্গে তো এভাবে কথা বললে চলবে না। আমার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করবেন মহারাজ!'

'তোমার হৃদয় তোমাকে যে ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলছে, তুমি সে ভাবেই কথা বলবে। আর আমাকে তুমি আগের মত নাম ধরে ডাকলেই খুশি হব।'

এক মুহূর্তের জন্য ফ্লাভিয়া আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল. তারপর চোখ নীচু করে বলল, 'রুডলফ, আমি আনন্দিত, আমি গর্বিত।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম···তোমার মুখখানা পর্যন্ত যেন পাল্টে গিয়েছে।'

মনের মধ্যে অস্বস্তির মেঘ ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য বললাম, 'শুনলাম ভাই মাইকেল নাকি রাজধানীতে ফিরে এসেছে। কাল রাতে সে বুঝি কোথাও নৈশ অভিযান করেছিল। তাই না?'

'হ্যাঁ, সে এখানেই আছে', ঈষৎ ভ্রূকুটি করে ফ্লাভিয়া উত্তর দিল।

'রাজধানী ছেড়ে মাইকেল বেশীদিন বাইরে থাকতে পারে না,' একটু হেসে আমি মন্তব্য করলাম, 'তাকে এখানে দেখে আমরা সবাই খুশি হয়েছি। সে যত কাছাকাছি থাকে ততই ভাল।'

'কেন?'

'প্রিয় ভাইটিকে চোখে চোখে রাখা যায়।'

আমার কথার তাৎপর্যটা এবার বুঝল ফ্লাভিয়া।

রাস্তায় একটা জয়ধ্বনি উঠল। ব্যাপার কি? ফ্লাভিয়া ছুটে গেল জানালার কাছে। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আসছে—সেই আসছে, স্ট্রেলজোর মহামান্য ডিউক মাইকেল তাঁর ক'টি অনুচরকে সঙ্গে করে এ বাড়ীতেই আসছেন।'

আমি হাসলাম। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ভাবলাম মাইকেলের আবার কি হল? যাই হোক আপাততঃ আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

হঠাৎ হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করে উত্তেজিত স্বরে ফ্লাভিয়া বলল, 'ওকে রাগিয়ে দিয়ে কি ঠিক করছ?'

'কি? কাকে? ওকে আমি রাগাচ্ছি কি ভাবে?'

'কেন, এই যে তুমি ওকে অপেক্ষা করাতে বাধ্য করছ।'

'বাধ্য করছি! আমি!' অবাক হয়ে আমি বললাম।

'হ্যাঁ তুমিই তো,' ফ্লাভিয়ার মুখে একটু বুঝি দুষ্টু হাসি।

'কিন্তু আমি তো ওকে ভিতরে আসতে বাধা দিই নি।'

'তাহলে মাইকেল ভিতরে আসবে।'

'নিশ্চয়ই, অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ফ্লাভিয়া, তারপর বলল, ''তুমি তো দেখছি আচ্ছা মজাদার মানুষ হয়ে উঠেছ? তোমার হল কি রুডলফ? নিয়ম কানুন, প্রথা এসব কি ভুলে গেলে? তুমি রাজা। রাজা যতক্ষণ এখানে রয়েছেন, ততক্ষণ আর কেউই এখানে আসতে পারে না।'

'বাঃ, রাজার দেখছি বেশ চমৎকার সব সুযোগ সুবিধা!' আমার মুখ ফস্‌কে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

রাজকুমারী হতবুদ্ধির মত আমার দিকে তাকাল।

নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, 'এই সব খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন আর প্রথা-টথা আমার সব সময় মনে থাকে না,' কথাগুলো আমার নিজের কানেই খুব দুর্বল শোনাল।

মনে মনে ফ্রিট্‌জের মুণ্ডপাত করলাম। সে কেন আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে এখানে আনে নি। বুড়ো স্যাপ্ট সঙ্গে থাকলে এমনটি হত না।

'ভাইকে এখানে ডাকতে পারি তো?'

'তুমি ইচ্ছে করলে পার। তোমার অনুমতি ছাড়া সে এখানে আসতে পারে না।'

'ঠিক আছে, অনেক্ষণ অপেক্ষা করে আছে, ওকে ডাকি এখানে।'

কৌচ থেকে এক লাফে উঠে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। সামনেই দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করবার 'অ্যান্টিরুম'। ঢুকলাম সেখানে। মাইকেল একখানা কৌচে বসে আছে। তার মুখে দারুণ ভ্রূকুটি। তার অনুচরেরা দাঁড়িয়ে আছে। বসে আছে শুধু উদ্ধত ফ্রিট্‌জ। মহামান্য ডিউক অব স্ট্রেলজোকে সে যেন আমলই দিচ্ছে না। অলস ভঙ্গীতে একখানা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সে গল্প করছে ফ্লাভিয়ার সহচরী কাউণ্টেস হেলগার সঙ্গে। আমি ঘরে ঢুকতেই ফ্রিট্‌জ এক লাফে আসন ছেড়ে উঠে সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করল। মাইকেলের মুখ আরও ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না যে ডিউক মশাই রাজরক্ষীদলের এই তরুণ ক্যাপ্টেনটিকে মোটেই পছন্দ করেন না।

হাত বাড়ালাম। মাইকেল আমার হাতে চুমু খেল। আমি তাকে আলিঙ্গন করলাম। শিষ্টাচারের পালা শেষ হয়ে যাবার পর মাইকেলকে নিয়ে এলাম ভিতরের ঘরে। বললাম, 'জানতাম না ভাই তুমি অপেক্ষা করছ। জানলে এতক্ষণ তোমাকে বসে থাকতে হত না।'

মাইকেল আমাকে ধন্যবাদ দিল। তার কণ্ঠস্বর শীতল, আন্তরিকতার কোন উষ্ণতা নেই সেখানে। ভাইটি আমার অশেষ গুণধর, কিন্তু মনের ভাব গোপন করবার ক্ষমতা তার নেই। একজন অপরিচিত লোকও এই মুহূর্তে মাইকেলকে দেখলে বলতে পারবে যে ও আমাকে ঘৃণা করে। ফ্লাভিয়ার সঙ্গে আমাকে দেখে সেই ঘৃণা আর বিদ্বেষের ভাবটা আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করছে মাইকেল। সে জানে আমি রাজা নই। কিন্তু সে যে জানে—এ কথাটাই সে আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করছে। আমাকে সম্মান দেখাতে সে ঘৃণা বোধ করছে। আমার মুখ থেকে 'আমার মাইকেল,' 'আমার ফ্লাভিয়া'—এ কথাগুলো শুনে তার মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো যেন তার কানের মধ্যে তীব্র বিষ ঢেলে দিচ্ছে।

'আপনার হাত কেটে গিয়েছে মহারাজ!' মাইকেল বলল। যেন রাজার ভাল মন্দ নিয়ে মাইকেলের মনে কত চিন্তা-ভাবনা!

'হ্যাঁ, একটা দো-আঁশলা কুকুর নিয়ে খেলা করছিলাম। কামড়ে দিল। জানই তো ভাই এ ধরনের কুকুরগুলোর মেজাজ কি রকম অনিশ্চিত ধরনের হয়।'

মাইকেলকে একটু উত্তেজিত করবার জন্যই কথাগুলো এভাবে বললাম। মাইকেল হাসল। হাসিটা বিদ্বেষের। তার কালো চোখ দু'টো কিছুক্ষণ আমার মুখের উপর স্থির রইল। আমার ব্যঙ্গটা বুঝতে পেরেছে মাইকেল।

'কিন্তু ঐ কামড় থেকে কোন বিপদ হবে না তো?' উৎকণ্ঠিত ভাবে ফ্লাভিয়া বলল।

'না, এ কামড়টা থেকে কোন বিপদ হবে না,' আমি ফ্লাভিয়াকে আশ্বস্ত করলাম, 'অবশ্য যদি আরও গভীর ভাবে কামড়াবার সুযোগ করে দেই তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই বিপদজনক হয়ে উঠবে।'

'কুকুরটাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হয়েছে?' উৎকণ্ঠিতা ফ্লাভিয়া জিজ্ঞেস করল।

'না এখনও মেরে ফেলা হয় নি। দেখছি ওর কামড়টা সত্যিই ক্ষতিকারক কি না।'

'যদি ক্ষতিকারক হয়?' অপ্রীতিকর কটু হাসি হেসে মাইকেল বলল।

'তা হলে ভাই কুকুরটার মাথা আমি ভেঙে গুঁড়ো করে দেব—একটুও ইতস্ততঃ করব না।'

'ঐ কুকুরটার সঙ্গে তুমি আর খেলা করো না,' ফ্লাভিয়া মিনতি করল, 'ওটা আবার কামড়ে দিতে পারে।'

'নিঃসন্দেহে ওটা আবার কামড়ে দেবার চেষ্টা করবে', হাসতে হাসতে আমি বললাম।

এরপর আমি মাইকেলের প্রশংসা সুরু করলাম। তার নিজস্ব রক্ষীবাহিনী কি চমৎকার! আমার অভিষেকের পর সেই বাহিনী আমাকে কি সুন্দর ভাবে স্বাগত জানিয়েছিল এ সব কথা বলে আমি শিকারবাড়ীর প্রসঙ্গে চলে এলাম, 'তোমার শিকারবাড়ীটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর। ওখান থেকে বেশ বড়দরের শিকারই করা যেতে পারে। যে পানীয়টা তুমি আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলে তা যেন অমৃত! ওখানে আবার শিকার করতে যাবার ইচ্ছা রইল,' বেশ রসিয়ে রসিয়ে আমি কথাগুলো বললাম।

মাইকেল হঠাৎ উঠে পড়ল। আমার কথাগুলো তার কাছে অসহ্য লাগছে। আমার ব্যঙ্গের পরশলাগা কথাগুলো শুনে তার মেজাজটাও খাট্টা হয়ে গিয়েছে। একটা সামান্য ছুতো করে সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। দরজার কাছে গিয়ে একটু থেমে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'আমার তিনজন বন্ধু মহারাজের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খুবই উৎসুক। আপনি অনুমতি করলে তারা আপনার সঙ্গে দেখা করে ধন্য হবে। রাজদর্শন করতে পারলে তারা নিজেদের ভাগ্যবান, গর্বিত এবং গৌরবান্বিত বোধ করবে। তারা এই সামনের 'অ্যান্টি চেম্বারে' রয়েছে।'

মাইকেলের হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে তার সঙ্গে পরম অন্তরঙ্গতার ভান করে 'অ্যান্টি চেম্বারে' ঢুকলাম। ওর চোখের দৃষ্টি এখন যেন মধু-মাখা।

মাইকেল ইশারা করতেই ওর অনুচর তিনটি এগিয়ে এল। 'এই তিনজন হল মহারাজের একান্ত অনুগত তিন সেবক। ওরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' আমার ভাইটির কণ্ঠ থেকে এখন যেন মধু ঝরে পড়ছে।

ওরা তিনজন এক এক করে এগিয়ে এসে আমার হাতে চুমু খেল। হ্য গতে জাতে ফরাসী, সে লম্বা আর রোগা, মাথার চুল খাড়া খাড়া। বারসোনিন জাতে বেলজিয়ান। সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তার উচ্চতা মাঝারী। লোকটির মাথাজোড়া টাক। তৃতীয় অনুচরটি হল আমার স্বদেশবাসী—ইংরেজ। তার নাম ডেশার্ড। ডেশার্ডের মুখটা সরু, চুল ছোট করে ছাঁটা, গায়ের রঙ ব্রোঞ্জের মত। লোকটার গড়ন সুন্দর হলেও সে যে একটা পাকা বদমাশ তা দেখলেই বোঝা যায়। ডেশার্ডের সঙ্গে ইংরাজীতেই কথা বললাম, অবশ্য উচ্চারণ করলাম বিদেশী ঢঙে। ওর মুখে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল এক চিলতে হাসি। পরক্ষণেই ও নিজেকে সামলে নিল। তা হলে ডেশার্ড জানে যে আমি আসলে একজন ইংরেজ।

মাইকেল তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল। আমিও ফ্লাভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ফ্লাভিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, 'এবার চলি তাহ'লে।'

খুব নীচু গলায় ফ্লাভিয়া বলল, 'রুডলফ তুমি খুব সতর্ক থাকবে।'

'কেন? কার কাছ থেকে সতর্ক থাকব?'

'তুমি তো জান—আমি···আমি বলতে পারছি না। কিন্তু মনে

রেখো তোমার জীবনের মূল্য কতখানি।'

'কার কাছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'রুরিটানিয়া রাজ্যের কাছে,' ফ্লাভিয়া উত্তর দিল।

'শুধুই রুরিটানিয়ার কাছে?' কোমল স্বরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লাভিয়ার মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল। লাজুক স্বরে সে বলল, 'তোমার বন্ধুদের কাছেও তোমার জীবন মূল্যবান।'

'বন্ধুদের?'

'হ্যাঁ এবং তোমার……তোমার একান্ত অনুগতা একটি মেয়ের কাছেও,' কাঁপা কাঁপা গলায় ফ্লাভিয়া বলল।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। রাজকুমারীর হাতখানা তুলে কেবল চুমু খেলাম। ফ্লাভিয়ার কথা শুনে খুব আনন্দ পেয়েছি ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নিজেকে ধিক্কারও দিয়েছি। আমি ওর সঙ্গে এতদূর ঘনিষ্ঠতা করলাম কেন?

অ্যান্টি চেম্বারে এলাম। একটা সোফায় পাশাপাশি বসে ফ্রিট্‌জ আর হেলগা চুটিয়ে প্রেম করছে। আমাকে দেখে ফ্রিট্‌জ টপ্‌ করে উঠে পড়ল। আমাকে অভিবাদন করল সামরিক কায়দায়। কাউণ্টেস হেলগাও উঠে আমাকে রাজোচিত শ্রদ্ধা জানাল।

ফ্রিট্‌জকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ — চায়ের টেবিলের নতুন ব্যবহার

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। আমি ধরা পড়লাম না। মাঝে ভুল করে ফেলেছি। অজ্ঞতার জন্য সঙ্গীন মুহূর্তের মধ্যেও পড়েছি। যেমন যে লোক আমার অতি পরিচিত তাকেও চিনতে না পেরে বিব্রত হয়ে পড়েছি। নানা কৌশলে বিশেষ করে ভুলো মন আর অন্যমনস্কতার দোহাই দিয়ে এ পর্যন্ত বেশ চালিয়ে এসেছি। আর বুড়ো স্যাপ্ট পাশে থাকলে তিনিই কোন না কোন ভাবে সামলে

নিয়েছেন। দেখছি রুরিটানিয়ার রাজা হিসেবে অভিনয় করা খুব একটা শক্ত কাজ নয়।

একদিন স্যাপ্ট আমার ঘরে এসে আমাকে একখানা চিঠি দিলেন। বললেন, 'আপনার চিঠি। মনে হচ্ছে মেয়েলী হাতের লেখা। যাক সে কথা। আপনার জন্য কিছু খবর এনেছি।'

'কি খবর ?'

'রাজা জেণ্ডার কেল্লাতেই রয়েছেন।'

'কি করে জানলেন ?

'কারণ মাইকেলের বাকী তিন সঙ্গী জেণ্ডাতেই রয়েছে। আমি এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। লয়েনগ্রাম, ক্র্যাফস্টাইন আর রুপার্ট অফ হেনজো—এই তিনটে বদমাশই এখন জেণ্ডাতে রয়েছে। তাছাড়া কেল্লার মধ্যে ঢুকবার 'ড্র ব্রিজ'-*টা ওঠানো রয়েছে। রুপার্ট হেনজো অথবা স্বয়ং মাইকেলের অনুমতি ছাড়া কাউকে কেল্লার ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।'

'আমি জেণ্ডায় যাব,' উত্তেজিতভাবে বলে উঠলাম।

'হ্যাঁ, যেতে আমাদের হবেই, তবে এখন নয়,' স্যাপ্ট বললেন, 'আগে আমাদের একটা পরিকল্পনা করে নিতে হবে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে অতি সতর্ক। আমরা সরাসরি কেল্লা আক্রমণ করলে রাজার কাছে পৌঁছবার আগেই শয়তান মাইকেল তাঁকে খুন করে ফেলবে। জেণ্ডা কেল্লা থেকে যদি আমরা বন্দী রাজাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসি তবে দেশের লোকদের কাছে শয়তান মাইকেল মুখ দেখাবে কি করে ? কাজেই মরীয়া হয়ে সে রাজাকে খুনই করে ফেলবে। যাক সে কথা ও চিঠিখানায় কি আছে ?'

খাম থেকে চিঠিখানা বের করে স্যাপ্টকে শুনিয়ে পড়লাম।

'রাজা যদি তাঁর নিজের সম্পর্কে জরুরী জ্ঞাতব্য কোন তথ্য জানতে চান তাহলে এই চিঠির নির্দেশমত কাজ করুন। নিউ অ্যাভেনিউর শেষ প্রান্তে একখানা বাড়ী আছে। বাড়ীখানার চারপাশে অনেকখানি

---

* যে সেতু তুলে রাখা যায় ; অপসারণীয় সেতু।

জায়গা। সামনে আর পাশে রয়েছে দু'সারি থাম। সামনের দিকে একটা পরীর মূর্তি রয়েছে। বাড়ীর চারপাশে বাগান। বাড়ী আর বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পিছন দিকে পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট দরজা রয়েছে। আজ রাত ঠিক বারোটায় এই দরজা দিয়ে রাজাকে আসবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অবশ্য রাজাকে একলা আসতে হবে। তিনি সঙ্গে কোন রক্ষী আনতে পারবেন না। বাড়ীর পাঁচিলের মধ্যে ঢুকে রাজাকে ডানদিকে ঘুরে কুড়ি গজ হাঁটতে হবে। তাহলে সামনেই একটা গ্রীষ্মাবাস দেখতে পাবেন তিনি। সেখানে ঢুকবার মুখে ছ'ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে রাজা যদি গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে ঢোকেন তাহলে তিনি একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাবেন। সেই বিশ্বস্ত বন্ধু রাজাকে এমন কিছু কথা বলবেন যার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবন এবং সিংহাসনের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে। এ চিঠি রাজা যেন কাউকে না দেখান। দেখালে তিনি এক বিশ্বস্ত মহিলার প্রচণ্ড ক্ষতি করবেন। এই মহিলা রাজার মঙ্গলই চান। কালো মাইকেল কাউকে ক্ষমা করে না।'

'না তা করে না,' স্যাপ্ট বললেন, 'কিন্তু সে নির্দেশ দিয়ে ওরকম একখানা সুন্দর চিঠি লেখাতে পারে। পড়ুন তারপর কি আছে চিঠিখানায়।'

আবার পড়তে সুরু করলাম।

'যদি সন্দেহ হয়—যদি কোন ইতস্ততার ভাব মনের মধ্যে আসে তবে কর্নেল স্যাপ্টের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

'বাঃ বাঃ বাঃ! ভদ্রমহিলা কি আপনার থেকেও আমাকে বোকা মনে করেন?' বিদ্রূপভরা গলায় স্যাপ্ট বললেন।

কর্নেলকে চুপ করবার ইঙ্গিত করলাম।

'কর্নেলকে জিজ্ঞেস করবেন তিনি এমন কোন মহিলাকে জানেন কিনা যার ঈর্ষা ডিউক মাইকেলের সিংহাসন লাভ এবং রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে পত্নীরূপে পাবার পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করতে পারে? ডিউকের পরিকল্পনা যাতে সফল না হয় সেজন্য সেই মহিলা যে কোন

পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কর্নেলকে আরও জিজ্ঞেস করবেন সে মহিলার নামের প্রথম অক্ষর 'এ' কিনা ?'

'আঁতোয়ানেৎ ত্ম মোবান !' আমি উত্তেজিত ভাবে বললাম।

'আপনি কি করে জানলেন ?' স্যাপ্ট প্রশ্ন করলেন।

মহিলাটি সম্বন্ধে যা জানতাম তা বললাম কর্নেলকে। কি করে জানলাম, তা বলতেও ভুললাম না। স্যাপ্ট মাথা নাড়লেন।

'এটা সত্যি এই মহিলাটির সঙ্গে মাইকেলের বিরাট ঝগড়া হয়েছে,' চিন্তিতভাবে স্যাপ্ট বললেন।

'তাহলে ওঁকে তো আমারা কাজে লাগাতে পারি,' আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম।

'কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে এ চিঠিখানা মাইকেলই লিখিয়েছে,' গম্ভীরভাবে স্যাপ্ট বললেন।

'আমারও তাই ধারণা, কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবে জানতে চাই। কর্নেল, আমি গ্রীষ্মাবাসে যাব।'

'না, আপনি যাবেন না,' স্যাপ্ট বললেন।

'উঠলাম', 'ম্যানট্‌লপীস'-এ* পিঠে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেলকে বললাম, 'ঐ মেয়েটির কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে, আমি যাব।'

'আমি কোন মেয়েকে বিশ্বাস করি না, আর আপনিও ঐ গ্রীষ্মাবাসে যাবেন না।'

'হয় আমি গ্রীষ্মাবাসে যাব নয় তো ইংলণ্ডে ফিরে যাব', আমি দৃঢ়স্বরে বললাম।

এতদিনে স্যাপ্ট জানতে সুরু করেছেন কতদূর পর্যন্ত আমাকে চালানো যায় আর কখন আমাকে অনুসরণ না করে উপায় থাকে না।

'তাই হোক···আপনার ইচ্ছাই পূরণ হোক,' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্যাপ্ট বললেন।

---

* ফায়ারপ্লেস বা অগ্নিকুণ্ডের উপরের বা কাছের তাকবিশেষ। শীতপ্রধান দেশে ঘরের মধ্যেই আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা থাকে।

রাত সাড়ে এগারটার সময় আমি আর স্যাপ্ট তৈরী হয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলাম। ফ্রিট্জ পাহারায় রইল।

অন্ধকার রাত। একেই বোধ হয় বলে নিরন্ধ্রকার। চারপাশের জমাট অন্ধকারকে বুঝি হাত দিয়ে ধরা যায়। সঙ্গে নিয়েছি একটা রিভলবার, একখানা বড় ছুরি আর একটা ছোট লণ্ঠন।

চিঠিতে যে বাড়ীখানার কথা বলা হয়েছে তার গেটের সামনে এসে পড়লাম। ঘোড়া থেকে নামলাম। স্যাপ্ট আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি এখানেই অপেক্ষা করব, যদি গুলির শব্দ শুনি তাহলে······'

'আপনি এখানেই থাকুন। রাজার জন্য আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। ভেতরে গিয়ে আপনিও যদি আহত বা নিহত হন তাহলে রাজার উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে কে ? ফ্রিট্জ যতবড় রাজভক্তই হোক না কেন তার একার চেষ্টায় রাজাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না।'

'ঠিক বলেছেন। আমার শুভেচ্ছা রইল আপনার সঙ্গে।'

ছোট দরজাটায় একটু চাপ দিতেই তা খুলে গেল। আমি নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে গেলাম। বাগানে বুনো ঝোপঝাড়। পায়ে চলা পথটার উপর ঘাস জন্মেছে। চিঠির নির্দেশ মত ডান হাতি পথটা ধরলাম। আমার হাতে রিভলবার। ততক্ষণে অন্ধকার আমার চোখে অনেকটা সয়ে এসেছে। গ্রীষ্মাবাসখানা দেখতে পেলাম। অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে বাড়ীখানা যেন একটা অন্ধকার দ্বীপ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। সামনে একটা হালকা কাঠের দরজা। মৃদু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। আমি ঢুকলাম একখানা ঘরের মধ্যে।

একজন মহিলা ছুটে এসে আমার হাত ধরলেন।

'দরজাটা বন্ধ করে দিন', মহিলা ফিসফিস্ করে বললেন।

তাঁর কথা মত দরজা বন্ধ করলাম। তারপর আমার আলোটা

ঘোরালাম মহিলার দিকে। না, আমার আন্দাজ ভুল হয় নি। ভদ্রমহিলা আঁতোয়ানেৎ গু মোবান, মাদাম আঁতোয়ানেৎ সত্যিই সুন্দরী। একে রূপের জেল্লা তার উপর মূল্যবান সাজপোষাক। লণ্ঠনের স্বল্প আলোতেও মাদাম যেন ঝলমল করে উঠলেন। ঘরখানা ছোট। আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে খানদুয়েক চেয়ার আর ছোট একখানা লোহার টেবিল। চা-বাগানে এরকম ছোট লোহার টেবিল দেখা যায়।

'শুনুন মিঃ র‍্যাসেনডিল, আমি আপনাকে চিনি। ডিউকের আদেশে আমিই আপনাকে চিঠিখানা লিখেছিলাম।'

'আমিও সেরকমটিই ভেবেছি,' আমি বললাম।

'এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন।'

'বলুন।'

'কুড়ি মিনিটের মধ্যে তিনজন লোক আপনাকে হত্যা করতে আসবে।'

'তিনজন ?……ডিউক মাইকেলের তিন অনুচর ?'

'হ্যাঁ, আপনি নিহত হবার পর আপনার দেহটাকে নিয়ে যাওয়া হবে শহরের এক কুখ্যাত বস্তী অঞ্চলে। আপনার মৃতদেহটা সকালেই আবিষ্কৃত হবে। আপনার দেহকেই রাজার মৃতদেহ বলে মনে করবে প্রজারা। শুধু তাই নয়, রাজা যে অস্থানে কুস্থানে যাতায়াত করতেন তা-ও প্রমাণিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে রাজার নিধন এবং চরিত্র হনন দু'টি কাজই হয়ে যাবে।'

'লোক দেখানো শোক প্রকাশ করে মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সারা দেশে সামরিক শাসন জারী করবে। স্যাপ্ট, ফ্রিট্‌জ ইত্যাদি আপনার বন্ধু আর পরামর্শদাতাদের গ্রেপ্তার করা হবে। ডিউকের বাকী তিন সঙ্গী জেণ্ডা কেল্লায় বন্দী অসহায় রাজাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করবে। দেশের অবস্থাটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে ডিউক নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করবে। তারপর মাইকেল বিয়ে করবে রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে। এবার বুঝলেন ব্যাপারটা ?'

'বাঃ এতো দেখছি চমৎকার পরিকল্পনা। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

'কি ব্যাপার ?'

'মাদাম, আপনি কেন আমাকে সতর্ক করতে চাইছেন ?'

'ডিউক মাইকেল রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে বিয়ে করছে—এটা দেখা বা সহ্যকরা কি আমার পক্ষে সম্ভব ? তিনি তো আমাকেই প্রায় বাক্‌দান করে ফেলেছিলেন প্যারিসে, যাক সে কথা, এবার আপনি যান। মনে রাখবেন দিনে বা রাতে কোন সময়েই আপনি নিরাপদ নন। মাইকেলের তিন অনুচর কথনই আপনার কাছ থেকে দুশ' গজের বেশী দূরে থাকে না। প্রথম সুযোগেই তারা আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে। যান এবার···না একটু অপেক্ষা করুন, এতক্ষণে দরজায় নিশ্চয়ই প্রহরী বসে গিয়েছে, আস্তে আস্তে নীচে নামবেন। গ্রীষ্মাবাস পেরিয়ে একশ' গজ এগিয়ে যাবেন। সামনে পাবেন পাঁচিল, পাঁচিলের গায়ে একখানা মই লাগান রয়েছে। ঐ পথেই পাঁচিলে উঠে পালাতে হবে আপনাকে। যান, এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।'

'আর আপনি ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি মইকেলকে বলব যে আপনি আদৌ আসেন নি। কৌশলটা ধরে ফেলেছেন।'

মাদম আঁতোয়ানেৎ-এর হাত ধরে চুমু খেয়ে বললাম,

'মাদাম, আজ রাতে আপনি রাজার অনেক উপকার করলেন। রাজা কোথায় ? দুর্গে ?'

'হ্যাঁ।'

'দুর্গের কোথায় রয়েছেন তিনি ?'

ফিসফিস করে বলতে লাগলেন আঁতোয়ানেৎ, আমার পূর্ণ মনোযোগ তাঁর কথার দিকে।

'ড্র-ব্রিজ পার হবার পর সামনে পড়বে একটা ভারী দরজা, তার পিছনে রয়েছে···সর্বনাশ ! ঐ শুনুন ! ও কিসের শব্দ ?'

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'ওরা আসছে! ওরা দেখছি অনেক আগেই এসে গেল। হায় ভগবান!' এখন কি হবে।'

মাদাম আঁতোয়ানেৎ-এর সুন্দর মুখখানা মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'মনে হচ্ছে ওরা ঠিক সময়েই এসে পড়েছে', আমি বললাম।

'আপনার আলোটা নেভান। দেখুন, দরজায় একটা ফুঁটো আছে। চোখ লাগান ওখানে। ওদের দেখতে পাচ্ছেন?'

ফুঁটোয় চোখ দিলাম। দেখতে পেলাম তিনটে ছায়ামূর্ত্তি, ওরা এখনও সিঁড়ির শেষ ধাপে রয়েছে। বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পরিষ্কার ইংরেজীতে একজন বলল,

'মিঃ র‍্যাসেনডিল, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। প্রতিশ্রুতি দিন কথা-বার্তা শেষ হবার আগে গুলিগোলা চালাবেন না।'

'আমার কি মিঃ ডেশার্ডের সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য হচ্ছে?'

'নামে কি আসে যায়', সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভেসে এল।

'ঠিক আছে, তাহলে আমার নামটিও করবেন না। তাছাড়া বর্তমানে আমার অন্য একটা পরিচয়ও আছে।'

'কি পরিচয়?'

হিজ একসেলেন্সি কিং রুডলফ দি ফিফ্থ অফ রুরিটানিয়া। বুঝলেন, এই হল আমার বর্তমান পরিচয়।'

'বাঃ, বেশ বেশ! তা মহারাজা, আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

আমার চোখ তখনও দরজার ফুঁটোয়। তিন পাষণ্ড আরও দু'ধাপ সিঁড়ি উঠে এসেছে। তিনজনের হাতেই উদ্যত রিভলবার। রিভলবারের লক্ষ্যস্থল বন্ধ দরজা।

'আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবেন? আমাদের সম্মানের দিব্যি দিয়ে বলছি আমরাও গুলি ছুঁড়ব না। যুদ্ধ বিরতির শর্ত মেনে চলব।'

'ওদের কথায় বিশ্বাস করবেন না', আঁতোয়ানেৎ ফিসফিস করে বললেন।

'দরজার ফুঁটো দিয়েই তো আমরা কথা বলতে পারি', আমি বললাম।

'কিন্তু আপনি আচমকা দরজা খুলে গুলি ছুঁড়তে পারেন', ডেশার্ড আপত্তি জানাল।

'আমার সম্মানের দিব্যি, আপনারা গুলি না ছুঁড়লে আমি ছুঁড়ব না। কিন্তু আপনাদের ভেতরে ঢুকতে দেব না। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলুন।'

'ঠিক আছে,' ডেশার্ডের গলা শোনা গেল।

মাইকেলের তিন পাষণ্ড অনুচর বন্ধ দরজার ঠিক ওপাশে এসে দাঁড়াল। ফুঁটোয় কান পাতলাম। কিন্তু কোন কথা শুনতে পেলাম না। ডেশার্ড তার লম্বা সঙ্গীর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। গোপন শলাপরামর্শ! ওরা শয়তানীর নতুন ফন্দী আঁটছে। ঠিক আছে, ওদের বেশীক্ষণ পরামর্শ করতে দেওয়া ঠিক নয়। আমিই কথা শুরু করলাম,

'কই মশাইরা, একেবারে চুপ করে গেলেন যে, বলুন আপনাদের প্রস্তাবটা কি ?'

'আমরা আপনাকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেব আর দেব নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।'

ওদের মন আমি বুঝতে পেরেছি। মাদামের আর সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন নেই। বেশ বুঝতে পেরেছি যে কথা বলতে বলতে আমি একটু অসতর্ক হলেই ওরা দরজা ভেঙে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'আপনাদের প্রস্তাবটা শুনলাম। খুব খারাপ মনে হচ্ছে না। এবার আমাকে একটু ভাবতে দিন। বিবেচনা করে দেখি আপনাদের প্রস্তাবটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা।'

দরজার বাইরে হাসির শব্দ শোনা গেল।

আঁতোয়ানেৎ-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দরজার কছে থেকে সরে আসুন, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান। দরজার দিক থেকে আসা গুলি যেন আপনার গায়ে না লাগে।'

'কি করতে যাচ্ছেন আপনি ?' আঁতোয়ানেৎ শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'এক্ষুণি দেখতে পাবেন,' আমি উত্তর দিলাম।

ছোট লোহার টেবিলটা তুলে নিলাম। ওটার পায়াগুলো ধরে তুললাম। টেবিলের উপরদিকটা রইল আমার সামনে। বাঃ চমৎকার একখানা ঢালের মত হল। এই টেবিল-ঢালই আমার মাথা আর দেহ বাঁচাতে পারবে। তারপর এই অদ্ভুত ঢালাখানাকে সামনে ধরে দরজার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে বাইরের ওদের উদ্দেশ্য করে বললাম, 'এই যে মশাইরা, আপনাদের প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি। আপনারা যখন নিজেদের সম্মানের দিব্যি দিয়ে বলছেন তখন আর আমার আপত্তি করবার কি কারণ থাকতে পারে। এবার যদি দরজাটা খোলেন……'

'আপনি নিজে খুলুন', ডেশার্ড বলল।

'দরজার পাল্লা বাইরের দিকে খোলে। মশাইরা একটু পিছিয়ে দাঁড়ান, না হ'লে পাল্লার ধাক্কা লাগবে।'

'ঠিক আছে', ওরা তিনজন একটু পিছিয়ে গেল।

দরজা খুলবার ভান করলাম। তারপর পা টিপে টিপে পিছিয়ে আমার আগের জায়গায় ফিরে এলাম।

'কি হল ?' ডেশার্ডের কণ্ঠ শোনা গেল, ও বুঝি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।

'খুলতে পারছি না। চাবিটা আটকে গিয়েছে। বাইরে থেকে জোরে টানুন দেখি।'

'ধুত্তোর ! আমিই খুলছি। একটা লোককে আবার এত ভয় কিসের ?'

আমি নিজের মনে হাসলাম। আমারও যে একটা পরিকল্পনা

থাকতে পারে তা ওরা বুঝতে পারেনি।

এক মুহূর্ত পরেই দড়াম্ করে দরজাটা খুলে গেল। দেখলাম রিভলবার উঁচিয়ে তিন পাষণ্ড বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার অদ্ভুত ঢালটাকে সামনে ধরে ওদের দিকে চীৎকার করে ছুটে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে রিভলবার গর্জন করে উঠল। গুলির আঘাতে আমার ঢাল দুমড়ে গেল। কিন্তু আমার কোন আঘাত লাগল না। টেবিলের ধাক্কায় তিনটে শয়তানই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ওরা তিনজন, আমি আর লোহার টেবিলখানা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচের জমিতে গিয়ে পড়লাম। আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান আর্তনাদ করে উঠলেন। আমি হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালাম।

দ্য গতে আর বারসোনিন অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ডেশাড রয়েছে টেবিলের নীচে। আমি উঠে দাঁড়াতেই সে টেবিল ঠেলে উঠে পড়ল। ওর রিভলবারটা গর্জন করে উঠল, একটুর জন্য বেঁচে গেলাম আমি। ওকে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়বার সুযোগ না দিয়ে আমিও পাল্টা গুলি চালালাম। ক্রুদ্ধ ডেশার্ড আমাকে অভিশম্পাত দিল। ও আহত হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্য এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না। খরগোশের মত দ্রুত ছুটলাম। ছুটতে ছুটতেই আমি হাসছিলাম, গ্রীষ্মাবাস পেরিয়ে পাঁচিলের কাছে এসে পড়লাম। ভগবান করুন মাদাম মোবান যেন সত্যি কথা বলে থাকেন······কারণ পাঁচিলটা খুব উঁচু······তার মাথায় আবার লোহার কাঁটা বসান।

নাঃ মাদাম সত্যি কথাই বলেছেন, আমার সঙ্গে ছলনা করেন নি। ঐ তো পাঁচিলের গায়ে মইখানা দেখা যাচ্ছে। তরতর করে মই বেয়ে উপরে উঠলাম। আমাদের ঘোড়া দু'টো দেখতে পেলাম। তারপর শুনলাম গুলির শব্দ।

স্মাপ্ট গুলি চালাচ্ছেন। বাড়ীর ভেতরে গুলি-গোলার শব্দ তিনি শুনেছেন। বন্ধ দরজা লক্ষ্য করে তিনি গুলি ছুঁড়ছেন।

স্মাপ্টের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বললাম, 'চলে আসুন, আমার কাছ

থেকে একটা চমৎকার গল্প শুনতে পাবেন। চায়ের টেবিলের গল্প। এরকম গল্প কোনদিন শোনেন নি।'

চমকে উঠলেন বৃদ্ধ কর্নেল, তারপর আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আপনি নিরাপদ! কোথাও লাগে-টাগে নি তো?'

'না এখন পর্যন্ত অক্ষতই আছি,' হাসতে হাসতে বললাম আমি।

'হাসছেন কেন?'

'একখানা চায়ের টেবিলের চারপাশে চারজন ভদ্রলোক,' আমি হাসি থামাতে পারলামনা, 'কর্নেল ওরা নাকি অদম্য—দুর্ধর্ষ···কিন্তু একখানা চায়ের টেবিলের আঘাতেই তো তিনজন একেবারে কুপোকাৎ। এতেও যদি না হাসি কর্নেল তবে হাসব কিসে?'

'খুলেই বলুন,' কৌতূহলী স্যাপ্ট জিজ্ঞেস করলেন।

কর্নেলকে খুলে বললাম আমার অভিযানের কাহিনী। সবশেষে বললাম, 'আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি কর্নেল। ওরা গুলি ছুঁড়বার আগে কিন্তু আমি গুলি চালাই নি।'

আমার পিঠ চাপড়ে খুশিভরা গলায় স্যাপ্ট বললেন, 'আমার নিজের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আমি লোক চিনতে ভুল করিনি। চলুন এবার প্রাসাদে ফেরা যাক।'

'চলুন।'

ঘুট-ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দু'টি তেজীয়ান ঘোড়া তাদের আরোহীদের নিয়ে ছুটে চলল রুরিটানিয়ার রাজপ্রাসাদের দিকে।

## *ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ* — *এক পাষণ্ডের সুযোগ*

পরদিন স্যাপ্ট এলেন আমার কাছে। আমি তখন ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইমের সঙ্গে তাস খেলছিলাম।

'আজকের বিকেলের পুলিশ রিপোর্টের মধ্যে অনেক চিত্তাকর্ষক সংবাদ রয়েছে,' বসতে বসতে স্যাপ্ট বললেন।

'কাল রাতের একটি বিশেষ গণ্ডগোলের কি উল্লেখ আছে?'

স্যাপ্টের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি মাথা নাড়লেন।

'তাহলে এবার বলুন কি খবর', মুচকি হেসে আমি বললাম।

'প্রথম খবর হল স্ট্রেলজোর মহামান্য ডিউক মাইকেল হঠাৎ রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর প্রাসাদের কয়েকজন কর্মচারীও তাঁর সঙ্গে গিয়েছে। যতদূর মনে হয় ওদের গন্তব্যস্থল হল জেণ্ডা দুর্গ। ডিউক চলে যাবার এক ঘণ্টা পরে দ্য গতে, বারসোনিন আর ডেশার্ডও স্ট্রেলজো ছেড়ে চলে গিয়েছে। ডেশার্ডের হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ।'

'খবরটা শুনে খুব খুশি হলাম কর্নেল। যাক্, ওর হাতে আমার ছোঁড়া গুলিটা তা হলে লেগেছিল। আমার দেওয়া ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেই ডেশার্ড রাজধানী থেকে পালাল।'

'দ্বিতীয় খবর হল মাদাম আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান সম্বন্ধে। তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখা হয়েছিল। তিনি দুপুরের ট্রেনে স্ট্রেলজো ছেড়ে চলে গিয়েছেন। স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে তিনি ড্রেসডেনের টিকিট কেটেছেন। কিন্তু ড্রেসডেনগামী ট্রেনগুলো জেণ্ডা স্টেশনে থামে। আমার ধারণা মাদামেরও গন্তব্যস্থল জেণ্ডা। তিনি বুদ্ধিমতী। বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর উপরও নজর রাখা হচ্ছে। সুতরাং আমাদের গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যই হয়ত তিনি ড্রেসডেনের টিকিট কেটেছেন। উনি জেণ্ডায় নামলেও আমরা সে খবর পেয়ে যাব।'

'চমৎকার!' আমি মন্তব্য করলাম।

'তৃতীয় এবং শেষ খবরটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে নাগরিকদের মানসিক অবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়। তারা অবিলম্বে রাজার সঙ্গে রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার বিবাহ সম্বন্ধে একটা রাজকীয় ঘোষণা শুনতে চায়। কিন্তু রাজা এ ব্যাপারে মোটেই এগোচ্ছেন না। ফলে তিনি নাগরিকদের কাছে সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়ছেন। শোনা যাচ্ছে রাজকুমারী ফ্লাভিয়া নিজেও নাকি রাজার অবহেলা দেখে গভীরভাবে আহত হয়েছেন। সাধারণ মানুষ রাজকন্যার নামের সঙ্গে ডিউক মাইকেলের নাম জড়িয়ে নানা কথাবার্তা

বলছে। এতে মাইকেলের জনপ্রিয়তাই বেড়ে যাচ্ছে। আমি ঘোষণা করিয়েছি যে রাজকুমারীর সম্মানে রাজা একটা বলনাচের আয়োজন করেছেন। এ ঘোষণার ফলটা খুব ভাল হয়েছে,' স্যাপ্ট থামলেন।

'এটা তো আমার কাছে একটা সংবাদ,' আমি বললাম।

'নাচের প্রস্তুতি শেষ,' হেসে ফ্রিট্জ বলল, 'আমি নিজে সব দেখা-শোনা করেছি।'

'আজ রাতে রাজকুমারীর দিকেই আপনি পুরো মনোযোগ দেবেন, বুঝলেন', নির্দেশের সুরে স্যাপ্ট বললেন।

'তাই দেব, কারণ সেটাই সঙ্গত,' আমি বললাম।

ফ্রিট্জ শিস্ দিতে দিতে একটা সুর ভাঁজল, তারপর বলল,

'রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলা খুবই সোজা। দেখুন আপনাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার শোভন নয়, আর উপদেশ দিতে আমি চাইও না। বাধ্য হয়েই আমাকে কয়েকটা কথা বলতে হচ্ছে। কাউন্টেস হেলগা আমায় বলেছে যে অভিষেকের পর থেকেই রাজকুমারী যেন রাজার প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছেন। কাউন্টেসের কাছ থেকেই জেনেছি যে রাজার এই আপাতঃ অবহেলায় রাজকুমারী খুবই দুঃখ বোধ করেছেন।'

'ফ্লাভিয়ার মত মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা!' আমার গলা দিয়ে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল।

'টাট্, টাট্!' জিভ দিয়ে তালুতে আঘাত করলেন স্যাপ্ট। তাঁর অসহিষ্ণুভাব প্রকাশ পেল, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'মনে হয় আগেও আপনি কোন না কোন মেয়েকে নিশ্চয়ই মিঠে মিঠে কথা বলেছেন। এখানেও তাই করতে হবে। আপনাকে প্রেম করতে হবে না, প্রেমের অভিনয় করতে হবে।'

কাজটা যে কত শক্ত তা হয় কঠিন হৃদয় কর্নেল বুঝতে পারছেন না, অথবা বুঝেও না বুঝবার ভান করছেন।

ফ্রিট্জ নিজে প্রেমিক। সে বুঝতে পারল আমার কষ্টটা কোথায়। আমার কাঁধে সে সমবেদনার হাত রাখল কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'মনে হয় আজ রাতেই বিয়ের প্রস্তাবটা করলে বোধ হয় ভাল হয়। হ্যাঁ, আজ রাতেই আপনি রাজকন্যার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবেন।'

'ও রকম কোন কিছুই আমি বলতে পারব না।'

'কেন ?'

'আমি রাজকন্যাকে বোকা বানাতে পারব না—ঠকাতে পারব না।'

আমার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্ত্যাপ্ট, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। এ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বেশী জোরাজুরী করব না। তবে যতদূর সম্ভব মিষ্টি করে কথা বলবেন রাজকন্যার সঙ্গে। তাঁর মনে যেন এ রকম ধারণা না আসে যে তিনি অবহেলিতা হচ্ছেন।'

চতুর স্ত্যাপ্ট নিশ্চয়ই জানেন যে ফ্লাভিয়ার উপর আমার ভালবাসা আমাকে তাঁর যুক্তি-তর্কের বাইরে অনেকদূর নিয়ে যাবে। আর সে জন্যই বুঝি জোরাজুরীর মধ্যে আর গেলেন না স্ত্যাপ্ট।

বল নাচটা খুব জমকাল হয়েছিল। খরচপত্রও হয়েছিল প্রচুর। হবেই বা না কেন ? রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার সম্মানে অনুষ্ঠান !—এটা তো আর হেলাফেলা করে করা যায় না। ফ্লাভিয়ার সঙ্গে নেচে আমি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলাম। আমাদের চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি, ফিসফিস করে নানা রকম জল্পনা কল্পনা।

এক সময় নাচের আসর শেষ হল। নৈশ ভোজের পালা। ভোজসভায় রাজ্যের গণ্যমান্য সবাই আমন্ত্রিত।

ভোজসভায় একটা কাণ্ড করে ফেললাম। সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে হঠাৎ আসন থেকে উঠে আমার গলা থেকে 'রেড রোজ অর্ডার'-এর রত্নখচিত 'ব্যাজ'খানি খুলে তা ফ্লাভিয়ার গলায় পরিয়ে দিলাম। চারপাশে হর্ষধ্বনি উঠল।

'রেড রোজ অর্ডার' বা 'রক্ত গোলাপ বর্গ প্রাপ্তি' হল রুরিটানিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ। যুবরাজ হিসেবে আমি 'রেড রোজ অর্ডার' লাভ করেছিলাম। এখন রাজা হিসেবে আমি ফ্লাভিয়াকে

এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারিণী করলাম। রাজা রাণী, যুবরাজ এবং অতি গণ্যমান্য এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরাই কেবল এই মর্যদা লাভের অধিকারী হন। স্বয়ং ডিউক মাইকেলও এখন পর্যন্ত রক্ত গোলাপ বর্গের মর্যদা লাভ করতে পারে নি। ফ্লাভিয়াকে এই সম্মান দান করে আমি প্রকারান্তরে তাকে ভাবী রাণী হিসেবেই স্বীকৃতি দিলাম।

ফ্লাভিয়ার গলায় পদক পরিয়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে আমি আমার নিজের আসনে বসলাম। দেখলাম পানপাত্রে চুমুক দিতে দিতে স্যাপ্ট হাসছেন। ফ্রিট্জ একটু ভ্রূকুটি করল।

ভোজসভার বাকী সময়টা চুপচাপই কেটে গেল। আমি বা ফ্লাভিয়া কেউ কোন কথা বললাম না।

ভোজসভা শেষ হতে ফ্রিট্জ মৃদুভাবে আমার কাঁধে হাত রাখল। ওর চোখের দৃষ্টিতে বুঝলাম ও আমাকে সঙ্গে যাবার ইঙ্গিত করছে। ওর পিছু পিছু এসে একখানা সাজানো-গোছানো ছোট ঘরে ঢুকলাম। রাজকুমারী ফ্লাভিয়া বসে আছে সে ঘরে। এখানে আমাদের দু'জনকে কফি পরিবেশন করা হল। আমি ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফ্রিট্জও চলে গেল ওদের সঙ্গে। ঘরের মধ্যে এখন শুধু আমি আর ফ্লাভিয়া!

ফ্লাভিয়া আমার দিকে তাকাল। পূর্ণদৃষ্টিতে। ব্যস, আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ভুলে গেলাম অসহায় রাজা বন্দী রয়েছেন জেণ্ডা কেল্লায়, আমি রাজা সেজে বকলমে কাজ চালাচ্ছি মাত্র, ভুলে গেলাম ফ্লাভিয়া নিজেও আমার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে—আমার সবকিছুই গণ্ডগোল হয়ে গেল। আমি খোলাখুলি ভাবেই ফ্লাভিয়াকে প্রেম নিবেদন করলাম।

সে রাতে সেই মধুর ক্ষণে ফ্লাভিয়ার সঙ্গে আমার কি কথাবার্তা হয়েছিল তা এখানে লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে অভূতপূর্ব এক সুখানুভূতিতে আমাদের দু'জনের মন যেন কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। এক আশ্চর্য খুশির হালকা হাওয়ায় আমরা দু'জন ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। ফ্লাভিয়া বলল সেও আমাকে

ভালবাসে। সে কেবল রুরিটানিয়ার রাণীই হয়ে না, সে হতে চায় আমার হৃদয়ের রাণী। অভিষেকের পর থেকেই সে আমাকে ভালবাসতে সুরু করেছে।

আমি বিজয়ী। ফ্লাভিয়া যাকে ভালবেসেছে সে ভাগ্যবান রাজা পঞ্চম রুডলফ নন, সে ভাগ্যবান হল রুডলফ র‍্যাসেনডিল।

'ফ্লাভিয়া!' আবেগভরা গলায় আমি বললাম।

'বল রাজা।'

'আমি যদি রাজা না হতাম, তবে কি তুমি আমায় ভালবাসতে?'

'তুমি যদি পৃথিবীর দরিদ্রতম ব্যক্তি হতে তাহলেও ভালবাসতাম। আমি তোমাকে ভালবেসেছি, তোমার সম্পদ বা রাজমুকুটকে তো নয়।'

আমি অভিভূত। ফ্লাভিয়া ভালবেসেছে। তার এই ভালবাসা একান্তভাবে আমারই জন্য। এ ভালবাসার অন্য কোন ভাগীদার নেই। কিন্তু ফ্লাভিয়াকে সব কিছু খুলে বলা দরকার। আমার সম্মানের জন্যই সব কথা খুলে বলতে হবে আমাকে।

'ফ্লাভিয়া, আমি······আমি কিন্তু······'

বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। একখানা মুখ দেখা গেল জানালায়। আমার অসমাপ্ত বাক্য আমার ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল! স্যাপ্ট এসেছেন। আমাকে ঝুঁকে অভিবাদন করলেন স্যাপ্ট, কিন্তু তাঁর মুখে কঠিন ভ্রূকুটি।

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, পরম শ্রদ্ধেয় কার্ডিনাল স্পেডেরো মহামান্য মহারাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি এবার আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাথিড্রাল-এ যেতে চান। কার্ডিনাল প্রায় পনের মিনিট আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে স্যাপ্টের দিকে তাকালাম। কর্নেলের দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ক্রোধ এবং সতর্কতা। উনি কতক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছেন তা জানি না, কিন্তু ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন উনি। আর একটু হলেই আবেগের মাথায় আমি রাজকন্যার কাছে সব কথা প্রকাশ করে

ফেলতাম। স্যাপ্ট তা চান না, তাই ঠিক সময়ে এসেই আমাকে বাধা দিয়েছেন।

'না না পরম শ্রদ্ধেয় কার্ডিনালকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা ঠিক নয়,' আমি বললাম।

ফ্লাভিয়া স্যাপ্টের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়েই বিচক্ষণ কর্নেল বুঝতে পারলেন যে আমাদের বাক্‌দান পর্বটি সমাপ্ত হয়েছে।

একটু বিষন্ন হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে। তাঁর কণ্ঠস্বরেও বুঝি পাওয়া গেল কোমলতার আভাস। নীচু হয়ে রাজকুমারীর প্রসারিত হাতে চুমু খেয়ে তিনি বললেন, 'সুখে এবং দুঃখে, সুসময়ে এবং দুঃসময়ে ঈশ্বর আমাদের মহিমময়ী রাজকুমারীকে রক্ষা করুন!'

একটু থেমে আমার দিকে তাকালেন স্যাপ্ট। তারপর সামারিক ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু সবার আগে রাজা—ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন।' ফ্লাভিয়া আমার হাত ধরে চুমু খেল। মৃদু স্বরে বল্ল, 'আমেন।'

আমরা আবার বলরুমে ( নাচঘরে ) ফিরে এলাম। স্যাপ্ট এবার খুব ব্যস্ত। তিনি একাবার ভীড়ের মধ্যে—একবার বাইরে। আমি যে ফ্লাভিয়াকে বিয়ের বাক্‌দান করেছি, এ সংবাদটা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। রাজমুকুটের নিরাপত্তা বিধান আর মাইকেলের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করা ছাড়া স্যাপ্টের দ্বিতীয় কোন সংকল্প নেই। ফ্লাভিয়া, আমি এবং আসল রাজা তাঁর এই বিরাট খেলার টুকরো টুকরো অংশ মাত্র।

ফ্লাভিয়াকে যখন আমি তার গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম তখন সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল। কি করতে পারতাম আমি তখন? যদি আমি বলতাম আমি আসল রাজা নই জনতা আমার কথা বিশ্বাসই করত না, ভাবত রাজা তাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন। সে রাতে সমস্ত স্ট্রেলজো নগরী আমাকে রাজা এবং রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার ভাবী স্বামী হিসাবে অভিনন্দিত করল।

রাত তিনটে, প্রত্যুষের তরল অন্ধকারে, আমি আমার সাজ-ঘরে ঢুকলাম। পূব আকাশে ঊষার আগমনের সূচনা দেখা গেল। আমার সঙ্গে কেবল স্যাপ্ট। ফ্রিট্জ চলে গিয়েছে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য। আগুনের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্নের মত বসে রইলাম, স্যাপ্ট পাইপ টানতে লাগলেন।

'রাজার জন্য আজ অনেক কাজ করা হল,' স্যাপ্ট মন্তব্য করলেন।

'আমার নিজের জন্য করলেই বা আমায় আটকাচ্ছে কে?' তীব্রভাবে আমি বললাম।

স্যাপ্ট মাথা নাড়লেন।

'আমিই তো রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে বিয়ে করতে পারি। মাইকেল আর তার দাদাকে তো আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি।'

'আমি তো তা অস্বীকার করছি না,' স্যাপ্ট বললেন।

'তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এক্ষুণি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমিও তো একটা রক্তমাংসের মানুষ, কতদিন আর রাজমুকুট আর রাজকন্যার এই বিরাট প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করতে পারব!'

'আপনার অস্বস্তিকর অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারছি,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে স্যাপ্ট বললেন।

'আমাদের এক্ষুণি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমাদের এক্ষুণি জেণ্ডায় গিয়ে ঐ শয়তান মাইকেলকে চূর্ণ করতে হবে। বন্দী রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে হবে নিজের রাজধানীতে।'

বৃদ্ধ কর্নেল পুরো এক মিনিটকাল আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আর, রাজকুমারী ফ্লাভিয়া?'

আমি মাথা নীচু করলাম। এ ত্যাগ একদিন আমাকে স্বীকার করতেই হবে—এ দুঃখ একদিন আমাকে সহ্য করতেই হবে।

স্যাপ্ট আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি হলেন সবার সেরা এলফবার্গ। রাজা হিসেবে আপনি ওদের দু'ভাই থেকেই

যোগ্যতর। কিন্তু উপায় নেই। আমি যে আসল রাজার নুন খেয়েছি। আমি তো রাজার ভৃত্য, আসুন আমরা জেণ্ডাতেই যাব!'

মুখ তুললাম। স্যাপ্টের একখানা হাত আঁকড়ে ধরলাম। আমাদের দু'জনের চোখেই জল।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ — বারাহ মৃগয়া

যে প্রচণ্ড প্রলোভন আমাকে বারবার আঘাত করছিল তা সহজেই বোধগম্য। আমার অবস্থাটা এমন যে এখন আমি সহজেই মাইকেলকে অগ্রাহ্য করে রুরিটানিয়ার রাজমুকুট আরো দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরতে পারি। না, রাজা হবার জন্য আমার রাজমুকুট চাই না। রুরিটানিয়ার রাজা রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে বিয়ে করবেন আর সে জন্যই রাজমুকুটের উপর আমার আকর্ষণ। এ আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে আমার মনের মধ্যে, কে যেন বলছে সাময়িকভাবে যে রাজমুকুট পেয়েছ, তাকে স্থায়ী ভাবে পাবার চেষ্টা কর আর তারপর লাভ কর নারীরত্ন ফ্লাভিয়াকে। কিন্তু স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ? ওরা দু'জন তো আমার আসল পরিচয় জানে। কিন্তু······কিন্তু ওদের সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ! তাছাড়া ওরা যদি আমার আসল পরিচয় প্রকাশ করতে যায় তবে তো নিজেরাও জড়িয়ে পড়বে। ওদের কথা কে বিশ্বাস করবে? কেউ না। সবাই ভাববে রাজার বিরুদ্ধে ওরা একটা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিল। আমার মনে এখন এক অদম্য আবেগ। এই আবেগ সমুদ্রে ক্রমাগত ঢেউ উঠছে। সে ঢেউ হল উদ্দাম এবং কুশ্রী কালো চিন্তাগুলো।

সেদিনের সকালটা চমৎকার। কোন দেহরক্ষী না নিয়েই আমি রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার প্রাসাদে গেলাম। আমার হাতে একটি সুগন্ধ পুষ্পস্তবক। ফ্রিট্জের বান্ধবী কাউন্টেস হেলগা প্রাসাদের উদ্যানে ফুল তুলছিল রাজকুমারীর জন্য।

'আমার এই তোড়াটা রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাবে?' খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল মেয়েটি। তারপর আমার সঙ্গে ফ্রিট্জকে দেখতে

না পেয়ে বোধ করি একটু নিরাশই হল। আমার সঙ্গে সেদিন এখানে এসে ফ্রিট্জ সন্ধ্যাটা বাজে খরচ করে নি। হেলগার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়ার পালায় সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে তরুণী হেলগা বলল, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যাব মহারাজ।'

কথা বলতে বলতে আমরা প্রাসাদের পিছন দিকে একটা চওড়া বারান্দায় এসে পড়লাম, বারান্দায় মোটা মোটা থাম। আমাদের মাথার উপরে একটা জানালা খোলা।

'মাদাম!' কাউন্টেস হেলগা সোল্লাসে ডাকল।

জানালায় দেখা গেল ফ্লাভিয়াকে। তার পরণে সাদা গাউন। মাথার এলোমেলো চুলের রাশি হাল্কা ভাবে বাধা। চমৎকার দেখাচ্ছিল ওকে। মনে হচ্ছিল একটি শ্বেত বসনা পরী উড়তে উড়তে এসে পরেছে আমাদের মাথার উপর।

মাথার টুপি খুলে রাজকুমারীকে অভিবাদন করলাম, নিজের হাতে চুমু খেয়ে রাজকন্যাও আমাকে শ্রদ্ধা জানাল।

'মহারাজকে উপরে নিয়ে এস হেলগা। উনি এখানে কফি পান করবেন।'

কাউন্টেস আমায় নিয়ে এল ফ্লাভিয়ার সকালবেলার বসবার ঘরে। আমি বসতেই রাজকুমারী আমার সামনে দু'খানা চিঠি রাখল। একখানা চিঠি এসেছে কালো মাইকেলের কাছ থেকে। চিঠিতে মাইকেল ফ্লাভিয়াকে নেমন্তন্ন করেছে জেণ্ডা কেল্লায় একটা দিন কাটিয়ে যাবার জন্য। চিঠির ভাষা অত্যন্ত ভদ্র। মাইকেল লিখেছে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে রাজকুমারী একটা দিন কাটিয়ে যান তার কেল্লায়। এ সময়েই পাহাড়ে ফোটে নানা রঙের ফুল। কেল্লার বাগানেও দেখা যায় নানা জাতের মরশুমী ফুলের বর্ণ সমারোহ। ফুল···ফুল··· ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় চারপাশ। প্রতি বছরের মত এবারেও যদি রাজকন্যা আসেন তবে মাইকেল নিজেকে ধন্য মনে করবে। বিরক্ত ভাবে মাইকেলের চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেললাম। ফ্লাভিয়া হেসে ফেলল।

পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে সে দ্বিতীয় চিঠিখানার দিকে আঙুল দেখাল।

'কার চিঠি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না, পড়ে দেখ।'

হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলাম। চিঠির তলায় কোন সই নেই। এই হাতের লেখা চিঠি পেয়েই আমি গ্রীষ্মাবাসে গিয়েছিলাম। জড়িয়ে পড়েছিলাম কালো মাইকেলের ষড়যন্ত্রের জালে। এ লেখা আঁতোয়ানেৎ ছ মবানের হাতের। চিঠিখানা পড়তে লাগলাম:

'আপনাকে ভালবাসবার কোন কারণ নেই আমার। কিন্তু ভগবান করুন আপনাকে যেন কালো মাইকেলের পাল্লায় পড়তে না হয়। তার কাছ থেকে কোন নেমন্তন্ন এলে তা গ্রহণ করবেন না। বিরাট রক্ষীবাহিনী সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাবেন না। আপনাকে নিরাপদ করতে একটা গোটা রেজিমেন্টও যথেষ্ট নয়। যদি পারেন, তবে স্ট্রেলজোতে যিনি রাজত্ব করছেন তাঁকে এ চিঠি দেখাবেন।'

'যিনি রাজত্ব করছেন'—'এরকম লিখেছে কেন? রাজা বললেই তো হত,' ফ্লাভিয়া একটু অবাক হয়েই বলল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কি উত্তরই বা দেব?

'এটা কি একটা ধাপ্পা?'

'রুরিটানিয়ার ভাবী রাণীর জীবনের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এই বেনামী চিঠির প্রতিটি কথা তুমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে—এটাই আমি চাই। আজ থেকে তোমার প্রাসাদের চারপাশে এক 'রেজিমেন্ট' সৈন্য 'ক্যাম্প' করে থাকবে। ভালভাবে সুরক্ষিত না হয়ে তুমি তোমার প্রাসাদের বাইরে যাবে না।'

'এটা কি আদেশ, মহারাজ?' একটু বিদ্রোহিণীর ভঙ্গীতেই ফ্লাভিয়া বলল।

'হ্যাঁ মাদাম, এটা আদেশ। রাজার আদেশ।' তারপর একটু নরম সুরে বললাম, 'যদি তুমি আমায় ভালবাস তবে এ আদেশ পালন কোর।'

'এ চিঠি কে পাঠিয়েছে তা তুমি জান?'

'আন্দাজ করছি।'

'কে ?'

'আপাততঃ এটুকুই জেনে রাখ যে এ চিঠি একজন ভাল বন্ধুর কাছ থেকেই আসছে। ফ্লাভিয়া, তুমি অসুস্থতার ভান কর। মাইকেলকে লিখে দাও শরীর খারাপ হয়েছে, তাই তুমি নেমন্তন্ন রক্ষা করবার জন্য জেণ্ডায় যেতে পারছ না। চিঠিখানা সাধারণভাবে লিখবে, অনাবশ্যক সৌজন্য দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু এসব কি ব্যাপার...... ?'

'পরে সবই বুঝতে পারবে।'

'বেশ।'

কফি এল। আর কিছুক্ষণ ফ্লাভিয়ার সঙ্গে গল্পগুজব করে বেরিয়ে এলাম তার প্রাসাদ থেকে। ফ্লাভিয়ার সঙ্গ আমার কাম্য। ওর কাছ থেকে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল না আমার। কিন্তু নিজের মনকে আমি শাসন করলাম।

প্রধান সেনাপতি মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। বৃদ্ধ জেনারেলের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে তাঁকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। মনে হয় তাঁকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জ সম্পর্কে স্যাপ্ট খুব একটা উৎসাহী নন। কিন্তু এতদিনে বৃদ্ধ কর্নেলের প্রকৃতি আমি আনেকটা বুঝে ফেলেছি। নিজের হাতে সবকিছু করতে পারলেই স্যাপ্ট খুশি হন। ব্যাপারটা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জের পক্ষে সমস্ত দিক সামলানো সম্ভব নয়। এখন অনেক কাজ। তাছাড়া ওঁরা দু'জন তো আমার সঙ্গে জেণ্ডায় যাবেন। পৃথিবীতে আমি যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি তাকে রক্ষা করবার জন্যও তো রাজধানীতে একজন বিশ্বস্ত মানুষ থাকা দরকার। তবেই না আমি এদিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজার মুক্তির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

রাজভক্ত মার্শাল আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। মাইকেল যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে তার একটা আভাস মার্শালকে দিতেই

হল। রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি তাঁর উপরই ন্যস্ত করলাম, বললাম, 'মাইকেল বা তার কাছ থেকে কোন লোক যদি রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে আসে তবে আপনি নিজে সেই সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকবেন। একলা নয়, অন্ততঃ জন বারো সৈনিক যেন আপনার সঙ্গে থাকে। লক্ষ্য রাখবেন আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ যেন রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে না পারে। মাইকেল কিন্তু ফ্লাভিয়াকে হরণ করবার চেষ্টাও করতে পারে।'

বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে মার্শাল বললেন, 'আপনি বোধ হয় ঠিক কথাই বলছেন মহারাজ। ডিউকের থেকে অনেক ভাল লোকও প্রেমের জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী খারাপ কাজ করেছে। এরকম লোক আমার চেনা-জানার মধ্যেই রয়েছে।'

'এখানে প্রেম ছাড়াও অন্য কিছু রয়েছে, মার্শাল। প্রেম হল হৃদয়ের এক মূল্যবান সম্পদ। রাজমুকুটের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। ভাই মাইকেল আমার মাথার মুকুটটি হরণ করে নিজের মাথায় পরতে চায়। আমার রাজপদে অভিষেক মাইকেলের মোটেই মনঃপুত হয় নি।'

'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন মহারাজ, মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় ডিউকের উপর একটু অবিচারই করছেন।'

মার্শালের কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, 'শুনুন, আমি কয়েকদিনের জন্য স্ট্রেলজোর বাইরে যাব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি আপনার কাছে সংবাদবাহী দূত পাঠাব। যদি পরপর তিনদিন আপনার কাছে কোন দূত না আসে, তবে আপনি একটা আদেশনামা প্রকাশ করবেন। আদেশনামাখানা আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব রাজধানী ছেড়ে যাবার আগেই।'

'বেশ।'

'আদেশনামায় থাকবে আমি, রুরিটানিয়ার রাজা পঞ্চম রুডলফ, ডিউক মাইকেলকে স্ট্রেলজোর শাসন কর্তার পদ থেকে আপসারিত করে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জকে সেই পদে নিযুক্ত

করছি। মার্শাল একাধারে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি এবং রাজধানীর সামরিক শাসন কর্তা থাকবেন।'

'মহারাজ! হঠাৎ এরকম ব্যবস্থা কেন?'

'সঙ্গত কারণ রয়েছে। এরপর মাইকেলকে খবর পাঠাবেন যে আপনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান—আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ মহারাজ,' একটু বিমূঢ় ভাবেই প্রধান সেনাপতি বললেন।

'খবর পাঠাবেন আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান। মাইকেল যদি রাজার কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে না পারে তবে বুঝবেন রাজা মারা গিয়েছেন। এবং তাঁর অকাল-মৃত্যুর জন্য দায়ী রাজভ্রাতা মাইকেল। সঙ্গে সঙ্গে আপনি সমস্ত রাজ্যে সামারিক শাসন জারী করবেন আর ঘোষণা করবেন পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে?'

'ডিউক মাইকেলকে বাদ দিলে রাজকুমারী ফ্লাভিয়াই হলেন পরবর্তী উত্তরাধিকারিণী?' মার্শাল উত্তর দিলেন।

'আমার কাছে শপথ করুন যে আমৃত্যু আপনি রাজকুমারীর পাশে থাকবেন। ঐ ক্লেদাক্ত কুটিল সরীসৃপ মাইকেলকে হত্যা করে রাজকুমারীর সিংহাসন নিরাপদ করবেন। অবস্থা আয়ত্তে এলে সামরিক শাসন তুলে নিয়ে রাজকুমারীর অভিষেকের ব্যবস্থা করবেন এবং তার হাতে রাজ্যের শাসল ভার ছেড়ে দেবেন।'

'শপথ করলাম মহারাজ। আপনার প্রতিটি নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মহারাজকে রক্ষা করুন। মনে হচ্ছে আপনি যে কোন বিপদজনক অভিযানে যেতে চাইছেন।'

মার্শালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'মার্শাল, আগামী দিনে হয়ত এখন যে আপনার সঙ্গে কথা বলছে তার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শুনবেন। সে কথা যাক,······আচ্ছা মার্শাল আপনি তো

একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যাক্তি, আপনিই বলুন আমার আচার-আচরণ রাজার মত হয়েছে কি না।'

বৃদ্ধ সেনাপতি আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরলেন, তারপর একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবে বলতে লাগলেন, 'এলফবার্গ বংশের অনেককেই আমি দেখেছি—জেনেছি। আপনাকেও দেখলাম। যা-ই ঘটুক না কেন, একথা বলতে আমি বাধ্য যে আপনি একজন বিজ্ঞ রাজা এবং বীরপুরুষের মতই আচরণ করছেন। তাছাড়া ভদ্রতা আর সৌজন্যের দিক থেকেও আপনি অতুলনীয়। সাহসী প্রেমিক হিসেবেও আপনার প্রশংসা করতে হয়। এলফবার্গ রাজবংশে আপনার মত সন্তান খুব বেশী জন্মায় নি।'

মার্শালের কথাগুলো আমার মনটাকে নাড়িয়ে দিল, বৃদ্ধ সেনাপতির মুখও আবেগে কুঞ্চিত হল। আমি বসে আদেশনামাখানা লিখে ফেললাম।

আমি এখনও ভাল করে লিখতে পারছিনা। আঙুল নাড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি নাম স্বাক্ষরের বাইরে এই আমি প্রথম কিছু লিখতে সাহসী হলাম। রাজার হাতের লেখা এখনও পুরোপুরি রপ্ত করে উঠতে পারি নি।

মার্শালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলাম। সেনাপতিকে কি বলেছি তা খুলে বললাম স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জকে।

এদিকেও আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত। এখন শুধু তা বাস্তবে রূপায়ণের অপেক্ষা। কাল সকালে আমরা শিকার অভিযানে বের হব। আমার অনুপস্থিতির সময় যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছি। বৃদ্ধ মার্শালই এদিকটা দেখা-শোনা করবেন। এখন আর একটি কাজই আমার করণীয় রয়েছে। আর সেটাই হল সবচেয়ে শক্ত কাজ—সবচেয়ে হৃদয় বিদারক কাজ।

সন্ধ্যাবেলায় রাজধানীর কর্মব্যস্ত জনবহুল পথে গাড়ি চালিয়ে আমি ফ্লাভিয়ার প্রাসাদে গেলাম, রাস্তার মানুষজন আমাকে চিনতে পেরে জয়ধ্বনি করে উঠল। আমিও নিজেকে সুখী প্রেমিক হিসেবে দেখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম।

বাইরে যে ভাবই দেখাই না কেন, আমার মানসিক অবস্থাটা মোটেই ভাল ছিল না। ফ্লাভিয়ার সঙ্গে এই বোধ হয় আমার শেষ দেখা। এরপর বেঁচে থাকলে বা আমরা রাজাকে উদ্ধার করতে পারলে তিনি ফিরে আসবেন রাজধানীতে আর আমি চলে যাব এ রাজ্য ছেড়ে। স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জ হয়ত আমার কথা মনে রাখবে। কিন্তু গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া কেউ জানবে না আমার অস্তিত্বের কথা।

কিন্তু আমার মনমরা ভাব সত্ত্বেও ফ্লাভিয়া যেভাবে আমাকে নিরুত্তাপ, শীতল অভ্যর্থনা করল তাতে আমি অবাকই হলাম। রাজকুমারী শুনেছে যে রাজা স্ট্রেলজো ছেড়ে শিকার অভিযানে যাচ্ছে।

'আমার দুর্ভাগ্য মহারাজকে আমরা স্ট্রেলজোতে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারছি না,' ঘরের মেঝেতে মৃদু পদাঘাত করতে করতে ফ্লাভিয়া বলল, 'হয়ত আমাদের মহারাজকে আরো আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বোকা তাই ভাবলাম······।'

'কি ভাবলে ?' ফ্লাভিয়ার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ভাবলাম বাগদানের পর দু'একদিন তোমার অন্য কোন আমোদ প্রমোদের দরকার হবে না,' একটু চটে গিয়েই ফ্লাভিয়া বলল, 'এখন তো দেখছি মানুষের মন থেকে শুয়োর শিকারের দিকেই তোমার ঝোঁক বেশী।'

'আমি একটা বিরাট বড় শুয়োর শিকার করতে যাচ্ছি,' আমি উত্তর দিলাম।

'বিরাট শুয়োর !'

'এই শুয়োরটি কে জান ?'

'কে ?'

'রাজভ্রাতা মাইকেল।'

ফ্লাভিয়ার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শঙ্কা বিহ্বল স্বরে সে বলল, 'দেখো···সতর্ক থেকো। মাইকেল যেন তোমার কোন ক্ষতি করতে না পারে···সে যেন আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে······।'

'না ফ্লাভিয়া তা পারবে না। আমি সব সময়েই সতর্ক থাকব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি।'

কিন্তু আমার আর ফ্লাভিয়ার মাঝখানে আরো একজন আছে। সে মাইকেল নয়, সে হল রাজা। রাজা যদি বেঁচে থাকেন তবে তিনিই ফ্লাভিয়ার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন। সেই রাজাকেই আমি উদ্ধার করতে যাচ্ছি। শুধু তাই নয় নিজের জীবন-টাকে পর্যন্ত বিপন্ন করতে যাচ্ছি। মনে হল রাজা যেন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার আর ফ্লাভিয়ার মাঝখানে।

ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস!

## *পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ* — *একজন দর্শনার্থী এল*

জেণ্ডা থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা বিরাট বনভূমি। এখানকার জমি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। বনভূমির মাঝখানে একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের চূড়ায় আধুনিক কায়দায় তৈরী একখানা চমৎকার পল্লী আবাস। এই পল্লী আবাসের মালিক হলেন ফ্রিট্জের এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি কাউন্ট স্ট্যানিসলাস ফন টারলেনহাইম। তিনি সেখানে বিশেষ যাতায়াত করেন না। ফ্রিট্জের অনুরোধে কাউন্ট স্ট্যানিসলাস তাঁর পল্লী আবাসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আপাততঃ এই বাড়ীখানাই হল আমাদের গন্তব্যস্থল। এখান থেকে মাইকেলের জেণ্ডা কেল্লার দিকে ভালভাবে নজর রাখা যাবে।

সকালবেলাতেই একদল চাকরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় মালপত্র আর ঘোড়া পাঠিয়ে দেওয়া হল। দুপুরবেলায় আমরা ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেনে তিরিশ মাইল পথ গিয়ে বাকী পথটা আমরা ঘোড়ায় চড়ে গেলাম।

আমাদের দলটা ছোট। কিন্তু দলের প্রত্যেকেই সাহসী।

স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ ছাড়া আরও দশজন সৈনিক আমাদের সঙ্গে ছিল। সৈন্যদলের মধ্য থেকে এ দশজনকে ভাল করে বাছাই করে নিয়েছেন স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ। এদের রাজভক্তি সন্দেহাতীত। বাধ্য হয়েই এদের কাছে কিছু কথা খুলে বলতে হয়েছে। খাস রাজধানীতে এক গ্রীষ্মাবাসে আমার প্রাণনাশের যে চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা খুলে বলা হয়েছে সৈনিকদের কাছে। এর পিছনে যে মাইকেলের হাত রয়েছে সেটাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের। সৈনিকদের রাজভক্তিকে আরও জাগ্রত করবার জন্য এবং মাইকেলের বিরুদ্ধে ওদের উত্তেজিত করবার জন্যই এটা করা হয়েছিল। ওদের আরও বলা হয়েছে যে সন্দেহ করা হচ্ছে রাজার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে মাইকেল জোর করে জেণ্ডা কেল্লায় আটকে রেখেছে এবং আমাদের এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য হল তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। তা ছাড়া বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী মাইকেলের বিরুদ্ধে রাজা কিছু ব্যবস্থা নিতে চান। এ সম্পর্কে যা করণীয় তা ধীরে ধীরে প্রকাশ করা হবে।

রঙ্গমঞ্চ পাল্টে গিয়েছে। দৃশ্যপট আর স্ট্রেলজোতে নেই, এখন টারলেনহাইম পল্লী আবাস আর জেণ্ডা কেল্লা হল নতুন রঙ্গমঞ্চ। উপত্যকার ওপাশ থেকে জেণ্ডা কেল্লা যেন ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি আমার প্রেমকে ভুলবার চেষ্টা করলাম। ভাবতে লাগলাম আশু কর্তব্যের কথা। কেল্লা থেকে বন্দী রাজাকে জীবন্ত অবস্থায় বের করে আনতে হবে। এখানে শক্তি প্রয়োগ নিরর্থক। কৌশল করেই আমাদের কাজ হাসিল করতে হবে। একটা পরিকল্পনা আমার মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল। মাইকেল নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আমার অভিযানের কথা জানতে পেরেছে। তাকে যতটুকু জেনেছি তাতে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে আমাদের এই শিকারের গল্পে সে ভুলবে না, আমরা কিসের খোঁজে এখানে এসেছি তা সে বুঝতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ না হয় সেজন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কেননা আমাদের সাফল্যের অর্থই হচ্ছে

মাইকেলের পতন। তার চক্রান্তের কথা জানতে পারলে দেশের লোক কি আর তাকে ক্ষমা করবে? তার যেটুকু জনপ্রিয়তা আছে তা তো কর্পূরের মত উবে যাবে। কাজেই মাইকেল আমাদের বাধা দেবেই।

কিন্তু এটুকু ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। কারণ বর্তমান অবস্থাটা সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে যার উপর আমি নির্ভর করতে পারি। ব্যাপারটা হল মাইকেলের মানসিকতা। কুচক্রী মাইকেল নিশ্চয়ই ভাবতে পারবে না যে আমি রাজার মঙ্গল চাইছি। তার মত একজন ষড়যন্ত্রীর পক্ষে একজন সৎ মানুষের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কালো মাইকেল হয়ত আমার সুযোগের দিকটা দেখছে। সে ভাবছে আমি তো এখন একটু চেষ্টা করলেই স্থায়ীভাবে রাজা হয়ে যেতে পারি। আমার আসল পরিচয় তো জানে স্ন্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ। বেশ মোটা রকমের ঘুষ দিয়ে তো আমি ওদের মুখ বন্ধ করতে পারি। এসব কথা ভেবে কি সে আসল রাজাকে খুন করবে? অবশ্য খুন করা বা করানোটা মাইকেলের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। ইঁদুর মারবার মতই সে স্বচ্ছন্দে মানুষ মারতে পারে। এজন্য সে কোন বিবেকের তাড়নাও বোধ করবে না। কিন্তু রাজা পঞ্চম রুডলফকে মারবার আগে সে মারবে রুডলফ র‍্যাসেনডিলকে। হতভাগ্য রাজাকে সে আপাততঃ বাঁচিয়েই রাখবে।

মাইকেল সত্যিই আমার আসবার খবর রাখে। আমরা টারলেন-হাইম পল্লী নিবাসে এসে পৌঁছবার পর এক ঘণ্টাও কাটল না, মাইকেল দূত পাঠাল আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য। নাঃ মাইকেল মোটেই অবিবেচক নয়, তার ঘটে বুদ্ধি আছে। সে আগের তিনটে খুনেকে পাঠায়নি। পাঠিয়েছে তার ছয় পাষণ্ডের বাকী তিনটেকে। এ তিনজন রুরিটানিয়ারই লোক। ওদের নাম ল্যাভেনগ্রাম, ক্রাফস্ট্যাইন আর রুপার্ট হেনজো। চমৎকার পোষাক পরিচ্ছদ পরেছে ওরা, ওদের ঘোড়াগুলিও চমৎকার। আনুষঙ্গিক সাজসজ্জারও কোন ত্রুটি নেই।

রুপার্টকে দেখলেই মনে হয় সে দুঃসাহসী এবং ডানপিটে। যমরাজকেও ভয় করে না সে। ওর বয়স অবশ্য বাইশ তেইশের বেশী নয়। রুপার্টই দলটার নেতৃত্ব করছিল। আমার সামনে এগিয়ে এসে সে আমাকে সম্মান জানাল। তারপর সে সুরু করল বক্তব্য।

'মহারাজের একান্ত অনুগত প্রজা এবং প্রিয় ভ্রাতা কুমার মাইকেল স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মহারাজকে স্বাগত জানাতে পারছেন না—এজন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। জেণ্ডা কেল্লাটিকেও তিনি মহারাজের ব্যবহারের জন্য ছাড়তে পারছেন না এজন্যও তিনি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। এ দুটো ব্যাপারের পিছনে রয়েছে একটাই কারণ। ডিউক মাইকেল নিজে এবং কেল্লার কয়েকজন চাকর-বাকর 'স্কারলেট ফিভার'*-এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ রোগ বড় সংক্রামক।' উদ্ধতভাবে একটু হেসে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে রুপার্ট থামল। ও পাষণ্ড হতে পারে, কিন্তু ও যে অত্যন্ত সুদর্শন সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

'আমার ভাই অসুস্থ ? খুব কষ্ট পাচ্ছে সে ?'

'কোন মতে নিজের দরকারী কাজকর্মগুলো দেখাশুনা করতে পারছেন,' বাঁকা হেসে রুপার্ট বলল।

'আশা করি কেল্লার সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে নি। ভাল কথা আমাদের বন্ধু দ্য গতে, বারসোনিন আর ডেশার্ডের খবর কি ? শুনলাম ডেশার্ড নাকি আহত হয়েছে ?'

ল্যাভেনগ্রাম আর ক্রাফস্টাইনের মুখ যেন কালো মেঘে ঢেকে গেল। স্পষ্টতই ওরা একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু ধন্য রুপার্ট ! কোন অস্বস্তির ভাব তো তার নেই বরং একগাল হেসে সে বলল, 'মহারাজ, বন্ধু ডেশার্ড আশা করছে যে খুব শিগগিরই সে আঘাতটার ওষুধ খুঁজে পাবে।'

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। জানি কি ওষুধ ডেশার্ড চাইছে। ডেশার্ড চাইছে প্রতিশোধ।

'তোমরা এসেছ। খুব ভালই হল। তোমাদের তিনজনকেও দেখলাম।

---

* লাল রঙের ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর বিশেষ।

ভিতরে এস। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা যাক। আপত্তি নেই তো ?'

'আপত্তি ? এ তো আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু মহারাজ আজকে অনুগ্রহ করে আমাদের মাপ করতে হবে। কেল্লায় আমাদের জরুরী কাজ রয়েছে। ডিউক নিজে অসুস্থ। আমাদেরই সব কিছু দেখা-শোনা করতে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, তাহলে পরেই একদিন হবে,' হাত নেড়ে আমি বললাম, 'সে দিনই আমরা পরস্পরকে ভাল করে জানতে আর চিনতে পারব।'

'মহারাজের কাছে প্রার্থনা, সেই সৌভাগ্য আর সুযোগ যেন তাড়াতাড়ি আসে।'

'অনাবশ্যক দেরী করবার পক্ষপাতী নই আমি,' মুচকি হেসে বললাম।

'হ্যাঁ মহারাজ, কোন কাজই ফেলে রাখতে নেই,' মেজাজী গলায় রুপার্ট বলল।

'তোমার সঙ্গে আমি একমত,' আমি মন্তব্য করলাম। ওরা তিনজন বিদায় নিল। যাবার সময় স্যাপ্টের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসল রুপার্ট। ক্রুদ্ধ কর্নেলের দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হল। মুখখানা যেন ছেয়ে গেল কালো মেঘে। রুপার্টের দিকে তাকিয়ে তিনিও মুখভঙ্গী করলেন।

রুপার্ট মহা পাষণ্ড। কিন্তু সে হাসিখুশী। সে আদব কায়দা জানে। এই ডাকাবুকো ছোকরাটাকে আমার কিন্তু মন্দ লাগল না। ওর সঙ্গীদের থেকে ওকেই আমার বেশী পছন্দ হল। অন্য সঙ্গীরা নেহাৎ গুণ্ডা পর্যায়ের। কিন্তু ওর মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে—রয়েছে বুদ্ধির ধার। ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও সুখ আছে।

প্রথম রাতে আমার পাচকদের রান্না করা চমৎকার খাবার না খেয়ে ফ্রিট্জকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেই সরাইখানায় খেতে গেলাম। বিপদের বিশেষ কোন কারণ নেই। রাস্তায় আলো রয়েছে। তাছাড়া জেণ্ডা শহরের এদিকটায় রাস্তায় যথেষ্ট লোক চলাচলও রয়েছে। তবুও

একটা বড় ক্লোকে নিজেকে যতদূর সম্ভব ঢেকে-ঢুকে নিলাম। আমাদের সঙ্গে একটা সহিসও চলল।

শহরে ঢুকে ফ্রিট্জকে বললাম, 'এই সরাইখানায় একটি চমৎকার মেয়ে আছে।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি তো ঐ সরাইখানাতেই ছিলাম।'

'তাহ'লে ওরা তো আপনাকে চিনে ফেলবে।'

'অবশ্যই চিনে ফেলবে।'

'তাহলে?' বিমূঢ়ভাবে ফ্রিট্জ প্রশ্ন করল।

'তর্ক করবেন না ক্যাপ্টেন, যা বলি তা শুনুন। সরাইখানায় গিয়ে বলবেন আমরা রাজার দু'জন খাস কর্মচারী এবং আমাদের একজনের দাঁতে খুব ব্যথা। আপনি একখানা ঘর ভাড়া করবেন। ডিনারের অর্ডার দেবেন আর দাঁতের যন্ত্রনায় কাতর লোকটির অর্থাৎ আমার জন্য এক বোতল সেরা মদ দিতে বলবেন।'

'বেশ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম। ভিতরে ঢুকবার সময় আমার চোখ দুটি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বুড়ী সরাইওয়ালী আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘর পেতেও কোন অসুবিধা হল না। সেই চমৎকার মেয়েটিকেও দেখতে পেলাম। কোন মজাদার অতিথি এলে সে বেশীক্ষণ কৌতূহল দমন করে থাকতে পারে না। খাদ্য আর পানীয়ের 'অর্ডার' দেওয়া হল। আমরা গিয়ে বসলাম আমাদের ভাড়া করা ঘরে।

মিষ্টি চেহারার ফ্রিস্কা ঘরে ঢুকল। আমি ওকে পানীয়ের বোতলটা নামিয়ে রাখবার সময় দিলাম। মেয়েটা হঠাৎ চমকে যাক বা ওর হাত থেকে বোতলটা পড়ে যাক—এটা আমি চাইছিলাম না। ফ্রিট্জ গ্লাসে পানীয় ঢেলে আমার হাতে দিল।

'ভদ্রলোকের দাঁতে কি খুব ব্যথা?' সমবেদনার সুরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার সময় আমার যে শারীরিক অবস্থা ছিল তা থেকে আমার শরীর এখন খারাপ নয়। আমি মোটেই অসুস্থ নই,' টেবিলের উপর ক্লোকটা ছুঁড়ে দিয়ে আমি বললাম।

দারুণ চমকে গেল মেয়েটি। ওর মুখ থেকে একটা চাপা চীৎকারের মত ধ্বনি বেরিয়ে এল। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ও উত্তেজিত ভাবে বলল, 'মহারাজ! আগের বারও আপনিই এসেছিলেন! আমি ছবি দেখেই মাকে বলেছিলাম! মহারাজ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,' মেয়েটির গলার স্বরে অনুনয় ঝরে পড়ল, 'যে সব কথা আপনাকে বলেছিলাম······।'

'ক্ষমা করবার কিছু নেই। তুমি কোন অন্যায় বা অপমানকর কথা বলনি।'

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও ছুটে দরজার কাছে গিয়ে আনন্দভরা গলায় বলল, 'যাই, মাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

'থাম', গম্ভীরভাবে আমি বললাম, 'যাও খাবার নিয়ে এস। রাজা এখানে একথা কাউকে বলবে না। এবার আমি এখানে বেড়াতে আসিনি—এসেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেয়েটি খাবারের 'ট্রে' নিয়ে এল। এবার ওর মুখ কিছুটা গম্ভীর। কিন্তু সে মুখে কৌতূহলের ছাপও রয়েছে।

'জোহান কেমন আছে?' খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেই লোকটা স্যার······না না ভুল বলেছি······সেই লোকটা মহারাজ?'

'স্যার বললেই হবে। হ্যাঁ, সেই জোহান কেমন আছে?'

'তাকে আজকাল প্রায় দেখাই যায় না।'

'কেন যায় না?'

'তাকে বলেছিলাম যে সে বড্ড ঘন ঘন আসছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্রিস্কা বলল।

'তাই বুঝি, সে অভিমান করে আর আসছেই না?' আমি বললাম।

'কিন্তু তুমি তো তাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে পার,' মুচকি হেসে আমি বললাম।

'বোধ হয় তা পারি।'

'তোমার ক্ষমতা আছে, একথা মানতেই হবে।'

খুশিতে ডগমগ করে উঠল মেয়েটি। ওর গাল দুটো লাল হয়ে উঠল।

'শুধু তাই নয় স্যার। কেবল অভিমান করেই যে সে আসছেনা তা নয়, কেল্লায় কাজের চাপও খুব বেড়েছে। সে কাজ নিয়েই ও খুব ব্যস্ত।'

'কিন্তু এখন তো কোন শিকার-টিকারও হচ্ছে না, তা হলে বনরক্ষী জোহানের এত ব্যস্ততা কিসের?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'জোহানের কাজ এখন কেল্লায়। সে ওখানকার ঘর গেরস্তালীর কাজ দেখাশোনা করে।'

'বনরক্ষী জোহান তা হ'লে পরিচারিকা হয়ে গেল?'

মেয়েটির মনের ঝুলিতে অনেক গাল-গল্প-জমা হয়েছে। সে ঝুলি থেকে কিছু গল্প বাইরে বের করতে না পারা পর্যন্ত মেয়েটি যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না।

'কেল্লার ভিতরে ঘর গেরস্তালী দেখাশোনা করবার মত কেউ নেই মহারাজ। শোনা যায় ওখানে কোন মহিলা নেই······অন্ততঃ পরিচারিকা হিসেবে নেই। কথাটা বোধ হয় সত্যি নয় মহারাজ।'

'সত্যি নয়?'

'না।'

'কি করে জানলে?'

'কানাঘুষোয় শুনেছি কেল্লায় নাকি একজন খানদানী ঘরের মহিলা আছেন, আর তিনি নাকি অপূর্ব সুন্দরী।'

'তাই বুঝি?'

'অবশ্য ঐ মহিলা ছাড়া আর কোন মেয়ে লোক নেই কেল্লায়। কাজেই জোহানকেই সব দেখাশোনা করতে হয়।'

'বেচারা জোহান! তার উপর বড্ড কাজের চাপ পড়েছে। তবে মনে হয় এরই মধ্যে সে আধঘণ্টা সময় বের করে তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারবে। কি পারবে না?'

'বোধ হয় পারবে মহারাজ, তবে এটা নির্ভর করছে সময়ের উপর।'

'তুমি কি জোহানকে ভালবাস?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না মহারাজ।'

'তুমি কি রাজার সেবা করতে ইচ্ছুক?'

'হ্যাঁ, মহারাজ।'

'তা হলে জোহানকে খবর পাঠাও সে যেন জেণ্ডার বাইরে দ্বিতীয় মাইল স্টোনটার কাছে কাল রাত দশটায় তোমার সঙ্গে দেখা করে। বলবে তুমি তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে এবং তার সঙ্গেই হেঁটে বাড়ী ফিরবে।'

'ওর কোন ক্ষতি হবে না তো, মহারাজ?'

'ও যদি আমার আদেশ মত কাজ করে তবে কোন ক্ষতিই হবে না। কিন্তু তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি খুকুমণি, আপাততঃ আর কিছু বলা যাবে না। যেমনটি বললাম সেরকম কাজ করবে। আর মনে রাখবে, কেউ যেন জানতে না পারে যে রাজা এখানে এসেছিলেন।'

শেষ কথাকটি একটু কঠোর ভাবেই বললাম। আর এই কঠোরতাকে একটু কোমল করবার জন্যই মেয়েটিকে একটা উপহার দিলাম।

তারপর খাওয়ার পাট চুকিয়ে মুখটুক ঢেকে ফ্রিট্জের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ঘোড়ায় চড়লাম, এবার ফিরব টারলেনহাইম পল্লী নিবাসে।

'রাত সবে সাড়ে আটটা। এখনও ভাল করে অন্ধকার হয় নি। রাস্তায় এখনও লোকের ভীড়। এরকম একটা শান্ত নির্জন জায়গায় সচরাচর রাস্তায় এত লোক থাকে না। যেতে যেতে অনেক গালগল্পের

টুকরো কানে ভেসে এল। জেণ্ডার একপাশে রয়েছেন স্বয়ং রাজা আর অন্য পাশে ডিউক। জেণ্ডা যেন এখন সমগ্র রুরিটানিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। শহরের মধ্যে আস্তে ঘোড়া চালালেও বাইরে এসে আমরা গতি দ্রুততর করলাম।

'আপনি জোহানকে ধরতে চান?' ফ্রিট্‌জ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, মনে হয় ঠিক টোপই ফেলেছি।'

আমরা পল্লী নিবাসের সামনে পৌঁছতেই স্যাপ্ট ছুটে এলেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' আপনি নিরাপদে আছেন! ওদের কাউকে দেখেছেন?'

'কাদের?' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে আমি বললাম। আমাকে এক পাশে নিয়ে এলেন স্যাপ্ট। সহিসেরা যাতে আমাদের কথা শুনতে না পায় সে জন্যই এটা করলেন। উৎকণ্ঠিত গলায় কর্নেল বললেন, 'দেখুন এতটা সাহস করা ঠিক নয়। এখানে অন্তত আধ ডজন সৈন্য না নিয়ে আপনার পথে বেরোন উচিত নয়। আমরা এখানে শত্রুর খাসমহলের মুখোমুখি রয়েছি। আমাদের রক্ষীদলের মধ্যে লম্বা চেহারার এক ছোকরা আছেন না? ঐ যে যার নাম হল বার্নেনস্টাইন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কি হয়েছে তার?'

'তার হাতে গুলি লেগেছে,' স্যাপ্ট বললেন।

'সে এখন কোথায়?'

'সে উপর তলায় তার ঘরে শুয়ে আছে।'

'কি করে ঘটল ব্যাপারটা?'

'খাওয়া-দাওয়ার পর সে একা একা বেরিয়ে পড়ে। বনের মধ্যে ঢুকে যায় মাইলখানেক। হাঁটতে হাঁটতে সে গাছপালার ফাঁকে তিনটে লোককে দেখতে পায়। ওদের একজন বার্নেনস্টাইনের দিকে বন্দুক তাক করে। ও বেড়াতে গিয়েছিল, সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। ও এ বাড়ীর দিকে ছুটতে থাকে। শত্রুপক্ষের লোকটা গুলি

ছুঁড়ল। গুলি এসে লাগল বার্নেনস্টাইনের হাতে। কোন রকমে এখানে পৌঁছেই ও অজ্ঞান হয়ে গেল। সৌভাগ্য বদমাস তিনটে ওকে তাড়া করে এ বাড়ী পর্যন্ত আসতে সাহস করল না।'

একটু থামলেন স্যাপ্ট, তারপর অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললেন, 'গুলিটা কিন্তু আপনি ভেবেই ছোঁড়া হয়েছিল। বার্নেনস্টাইন প্রায় আপনার মতই লম্বা। বনের আলো-ছায়ার মধ্যে শত্রুরা ঠিক বুঝতে পারে নি।'

'খুবই সম্ভব। ভাই মাইকেলই তাহলে প্রথম রক্তপাত করল।'

'আমি ভাবছি কোন তিন পাষণ্ড এদিকটায় ঘুরঘুর করছে,' ফ্রিট্‌জ বলল।

'কর্নেল আমি বিনা কারণে আজ রাতে বেরোই নি। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষুণি আপনাকে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু আমার মনে আপাততঃ একটা কথাই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে।'

'কথাটা কি?' কর্নেল স্যাপ্ট প্রশ্ন করলেন।

'কথাটা হল এই, রুরিটানিয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে। প্রতিদানে কালো মাইকেলের ঐ ছয় পাষণ্ড অনুচরকে আমি নিজের হাতে খতম করে দিতে চাই। এটুকু না করতে পারলে রুরিটানিয়ার প্রতি আমার ঋণ শোধ করা হবে না।'

গভীর আবেগে বৃদ্ধ কর্নেল আমার হাত ছ'খানা আঁকড়ে ধরলেন।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ — স্বর্গে যাবার নতুন পথ

ছয় পাষণ্ডকে খতম করবার শপথ যে রাতে নিয়েছিলাম তার পরদিন সকালে কয়েকটি রাজকীয় আদেশ জারী করে বাগানে এসে আরাম করে বসলাম। আপাততঃ আমার মন পরিতৃপ্ত। এতটা মানসিক পরিতৃপ্তি অনেক দিনই পাইনি। কাজ···কাজ···কেবল কাজ করে গিয়েছি বিগত কয়েকটা দিন। যদিও এ কাজ প্রেম রোগকে সারাতে পারে না তবুও কিছুটা যেন আচ্ছন্নতা নিয়ে আসতে পারে—

অনেকটা 'নারকোটিক'-এর মত। সকালের নরম আলোয় বাগানে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে মিষ্টি প্রেমের গান শুনছিলাম। আমাকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হলেন স্যাপ্ট, অবাক হলেন ফ্রিট্জ।

এমনি এক শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে বাগানবাড়ীতে ঢুকল দুঃসাহসী ডাকাবুকো রুপার্ট অব হেঞ্জো।

দুরন্ত সাহস এই রুপার্টের। একা ও ঢুকেছে শত্রুপুরীতে। এখানে প্রতিটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী বন্দুকধারীরা। যাদের একটি গুলিতেই হয়ত ওর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পরোয়া করে না রুপার্ট—মোটেই পরোয়া করে না। জীবনটাকে নিয়ে ও যেন এক দুঃসাহসিক জুয়ো খেলা সুরু করেছে।

আমার দিকে এগিয়ে আসছে রুপার্ট। নিশ্চিন্ত ভাবভঙ্গী। যেন স্ট্রেলজোর কোন পার্কে বেড়াচ্ছে ও। আমার সামনে এসে মাথা নীচু করে রাজাকে সৌজন্য দেখাতে ওর কোন ভুল হল না। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই রুপার্ট মার্জিত স্বরে বলল,

'আমি মহারাজের সঙ্গে একান্তভাবে কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। স্ট্রেলজোর মহামান্য ডিউকের কাছ থেকে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

আমার ইঙ্গিতে আশপাশে যারা ছিল তারা দূরে চলে গেল। রইলাম কেবল আমি আর রুপার্ট।

আমার পাশের আসনে বসল রুপার্ট, তারপর মুচকি হেসে বলল,

'মহারাজ প্রেমের গান শুনছিলেন······প্রেমে টেমে পড়েছেন নাকি ?'

লোকটার ধৃষ্টতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।'

'না জীবনের সঙ্গে অন্ততঃ প্রেমে পড়িনি।'

'খুব ভাল কথা, আপনি দেখছি আমারই মত—আমিও জীবনের কোন পরোয়া করিনা। যাক ওসব কথা, এখানে আমরা দু'জনেই রয়েছি, এবার আসল কথাটা সেরে ফেলা যাক র‍্যাসেনডিল········'

আর্মচেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম।

'কি ব্যাপার ?' রুপার্ট জিজ্ঞেস করল।

'আমি আমার অনুচরদের কাউকে বলি আপনার ঘোড়াটা এখানে এনে দিক।'

'কেন ? কেন ?'

'রাজাকে কি করে সম্ভাষণ করতে হয় তা যদি আপনি না জানেন, তাহলে ভাই মাইকেলের উচিত ছিল অন্য কাউকে দূত হিসেবে পাঠান।'

'আর এই প্রহসন কেন ?' অবহেলাভরে দস্তানা দিয়ে বুটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রুপার্ট প্রশ্ন করল।

'কারণ প্রহসনটা এখনও শেষ হয় নি, আর ইতিমধ্যে আমার নাম কি হবে আর না হবে সেটা আমিই ঠিক করব।'

'বেশ, তাই হোক। আপনাকে আমার ভাল লেগেছিল তাই বলছিলাম·········সত্যি বলছি আপনি হচ্ছেন ঠিক আমার পছন্দ মত মানুষ। আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও সুখ।'

'বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথায় আসুন।'

'আপনি দেখছি সত্যি আমার মত।'

'আমার মধ্যে সততা আছে যেটা আপনার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না,' ধারাল গলায় আমি বললাম।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রুপার্ট তাকাল আমার দিকে।

'আপনার মা বেঁচে আছেন ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না অনেকদিন মারা গিয়েছেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

'যাক্, তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারেন।'

নীচু গলায় আমাকে অভিশম্পাত দিল রুপার্ট।

'এবার বলুন ডিউকের কাছ থেকে আপনি কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন ?'

রুপার্টের ক্ষতস্থানে আমি আঘাত করেছি, কারণ দুনিয়াশুদ্ধু সবাই জানে যে অসৎ আর দুষ্ট জীবনযাপন করে সে তার মায়ের

হৃদয়টাকে ভেঙে দিয়েছিল। বলতে গেলে ছেলের অধঃপতন দেখেই সেই অভিজাত বংশীয়া মহিলার অকাল মৃত্যু হয়। মায়ের প্রসঙ্গ ওঠায় রুপার্টের মত মহাপাষণ্ডও বুঝি কিছুক্ষণের জন্য নিজের হামবড়াই ভাবটা হারিয়ে ফেলল।

'বলুন ডিউকের বক্তব্য কি?'

'ডিউকের একটা প্রস্তাব আছে।'

'কি প্রস্তাব?'

'আপনাকে নিরাপদে রাজ্যের সীমানার বাইরে পৌঁছে দেওয়া হবে আর দেওয়া হবে একলক্ষ ক্রাউন। ডিউক তো বেশ ভাল প্রস্তাবই দিয়েছেন, আমি হলে এমন চমৎকার শর্ত দিতামই না। বলুন এবার আপনার কি বক্তব্য?'

'প্রস্তাবটা যে বেশ লোভনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তা হলে……'

'কোন প্রস্তাব যদি বাধ্য হয়েই আমায় মানতে হত, তবে নিশ্চয়ই ডিউকের প্রস্তাবটা আমি বিবেচনা করে দেখতাম।'

'তার অর্থ আপনি অস্বীকার করছেন?'

'অবশ্যই।'

'আপনি যে অস্বীকার করবেন এটা আমি আন্দাজ করেছিলাম, মাইকেলকে বলেওছিলাম সে কথা। আসলে মাইকেল এখনও ভদ্রলোকের চরিত্র বুঝতে শেখে নি।'

রুপার্টের মুখে উজ্জ্বল হাসি। আমিও হেসে উঠলাম।

'আপনি বুঝতে শিখেছেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, আমি বুঝি, বোধ করি একটু ভাল ভাবেই বুঝি। যাক সে কথা, এখন দেখছি ফাঁসির দড়িই আপনার কপালে নাচছে।'

'তাই নাকি? কিন্তু দুঃখিত, আমার যদি ফাঁসি হয়ও তবে তা দেখবার জন্য আপনি বেঁচে থাকবেন না।'

'মহারাজ কি আমার বিরুদ্ধে—হ্যাঁ বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে আমায় সম্মানিত করতে চান?'

'নামতাম, যদি আপনার বয়স আর একটু বেশী হত।'

'সেজন্য মোটেই ভাববেন না মহারাজ, নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার মত বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং যোগ্যতা আমার যথেষ্টই রয়েছে,' হাসতে হাসতে রুপার্ট বলল।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনাদের বন্দী কেমন আছেন ?' আমি প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলাম।

'কে ? রাজা ?'

'আপনাদের বন্দী।'

'হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর কথা......

'কেমন আছেন তিনি ?'

'বেঁচে আছেন।'

রুপার্ট উঠল, আমিও উঠলাম।

তারপরই ঘটল চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুঃসাহসিক ঘটনাটা। এরকম ঘটনার মুখোমুখি আমি জীবনে হইনি। আমার বন্ধুবান্ধবেরা মাত্র তিরিশ গজ দূরে। রুপার্ট একজন সহিসকে তার ঘোড়াটা আনবার জন্য বলল। সহিস ঘোড়া নিয়ে এলে তাকে সে একটা ক্রাউন বকশিস দিয়ে বিদেয় করল। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে রুপার্ট হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। বাঁ হাতখানা তার নিজের বেল্টের উপর।

'করমর্দন করুন মহারাজ।'

মাথাটা একটু নীচু করে আমি পিছন দিকে হাত রাখলাম। আমি যে এরকম করব তা রুপার্ট আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। চিন্তার থেকেও দ্রুতগতিতে ওর বাঁ হাতখানা ছুটে এলো আমার দিকে ! একখানা ছোট ছোরা আলোয় ঝলসে উঠল। আমার বাঁ কাঁধে আঘাত করল রুপার্ট। সরে না গেলে ঐ ছোরা ঠিক আমার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করত ! আর্তনাদ করে পিছু হঠলাম। রেকাব স্পর্শ না করেই রুপার্ট একলাফে ঘোড়ায় চেপে বসল তারপর শন শন করে বেরিয়ে গেল তীরের বেগে।

আমার অনুচরেরা চীৎকার করে ওকে তাড়া করল। ছুটতে লাগল গুলি। কিন্তু সব বৃথা! মুহূর্তের মধ্যে রুপার্ট ওদের গুলির সীমানার বাইরে চলে গেল।

আমার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অবসন্নের মত আর্ম চেয়ারে এলিয়ে পড়লাম। আছন্ন দৃষ্টিতে দেখলাম রুপার্ট কেমন করে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার সঙ্গীরা এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর কি হল বলতে পারব না। আমার চোখের সামনে যেন 'দিনের আলো নিভে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

আমার অচেতন দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল অনুচরেরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলাম বিছানায়। যখন জ্ঞান হল তখন রাত হয়ে গেছে। দেখলাম ফ্রিট্জ বসে আছে আমার বিছনার পাশে। আমি অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্লান্ত।

'আপনার আঘাত খুব গুরুতর নয়,' আমাকে আশ্বস্ত করে ফ্রিট্‌জ বলল, 'শিগ্‌গিরই সেরে উঠবেন আপনি।'

আমার ঠোঁটের কোণে বুঝি ফুটে উঠল এক টুকরো ম্লান হাসি।

'এদিকে একটা সুখবর আছে', ফ্রিট্‌জ বলল।

'কি?'

'জোহানের জন্য যে জাল পাতা হয়েছিল তাতে সে ধরা পড়েছে। সে এখন এ বাড়ীতেই রয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে ধরা পড়ে সে মোটেই দুঃখিত হয় নি। তার ধারণা কার্যসিদ্ধি হবার পর মাইকেল তার ছয় অনুচর ছাড়া পাপের আর কোন সাক্ষীকে বেঁচে থাকতে দেবে না—সবাইকে নিকেশ করে দেবে।'

'জোহানকে নিয়ে আসুন এখানে।'

'এখনই; আপনি অসুস্থ……'

'ঠিক আছে, আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

কর্নেল স্যাপ্ট নিয়ে এলেন জোহানকে। আমার বিছানার পাশে একখানা চেয়ারে তাকে বসান হল।

ভয় পেয়েছে জোহান। তার মুখখানা এখন গোমড়া। কিছুক্ষণ

সে কালো মুখে চুপচাপ বসে রইল। আমি তাকে অভয় দিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি রুপার্টের এই সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানার পর আমরাও যে একটু ভয় পাইনি এমন কথা বলা যায় না।

জোহানের কাছ থেকে অনেক কথা জানা গেল। লোকটা দুষ্ট নয়, দুর্বল। এ পর্যন্ত সে যা করেছে তা ডিউক এবং নিজের ভাই ম্যাক্সের ভয়েই করেছে, ষড়যন্ত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ সে কোন কাজ করেনি। জোহান যতটুকু জানে তা সবই আমাদের কাছে খুলে বলল।

পুরানো কেল্লায় মাটির তলায় দু'খানা ঘর রয়েছে, পাহাড় কেটে ঘর দু'খানা তৈরী করা হয়েছে। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে এই ভূগর্ভস্থ ঘর দু'খানায় যেতে হয়। বাইরের ঘরখানায় কোন জানালা নেই। সেখানে সব সময় মোমবাতি জ্বেলে রাখতে হয়, ভিতরের ঘরখানায় একটা চৌকো জানালা আছে। এই জানালার ওপাশেই পরিখার জলরাশি। বাইরের ঘরে ছয় পাষণ্ডের তিনজন সব সময়েই পাহারায় রয়েছে। ডিউক মাইকেলের আদেশ রয়েছে যে যদি বাইরের ঘরে আক্রমণ হয় তবে তিনজন খুব একটা ঝুঁকি না নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব দরজা রক্ষা করবে। কিন্তু আক্রমণের ফলে অবস্থাটা যদি সঙ্গীন হয়ে ওঠে তবে রুপার্ট বা ডেশার্ড ( ওদের দু'জনের মধ্যে একজন সবসময়ই বাইরের ঘরে থাকে ) বাকি দু'জনের উপর আক্রমণ ঠেকাবার ভার দিয়ে সোজা ভিতরের ঘরে চলে যাবে। সেখানেই রাজা রয়েছেন বন্দী অবস্থায়। সরু অথচ শক্ত শিকলে তাঁর হাত বাঁধা। বিনা বাক্যব্যয়ে অসহায় রাজাকে হত্যা করবে রুপার্ট অথবা ডেশার্ড। বাইরের ঘরের দরজা ভেঙে পড়বার আগেই রাজাকে হত্যা করা হবে।

'কিন্তু রাজার দেহটা? তাঁর মৃতদেহটা তো কালো মাইকেলের বিরুদ্ধে বিরাট একটা সাক্ষ্য।' এতক্ষণে আমি কথা বলতে পারলাম।

'না স্যার, সে ভয় নেই। মহামান্য ডিউক সে সব কথা ভেবে রেখেছেন। রাজাকে হত্যা করবার পর ঘরের চৌকো জানালাটা খুলে ফেলা হবে। একটা মোটা মাটির পাইপ লাগানো রয়েছে জানালার সঙ্গে। পাইপটার মধ্য দিয়ে একটা মানুষের দেহ গলে যেতে পারে।

পাইপটা গিয়ে পড়েছে পরিখার জলে। রাজার মৃতদেহের সঙ্গে একখানা ভারী পাথর বেঁধে নলের মধ্য দিয়ে দেহটাকে ফেলে দেওয়া হবে পরিখার গভীর জলের মধ্যে। হ্যাঁ, ওখানটায় পরিখাটা কুড়ি ফুট গভীর। প্রমাণ লোপ করে তিন পাষণ্ডও ঐ মেটে পাইপের মধ্য দিয়ে জলে ঝাঁপ দেবে। এই হল মহামান্য ডিউকের পরিকল্পনা। তবে নিতান্ত বাধ্য না হলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবেন না ডিউক। আপাততঃ রাজাকে মারতে চান না ডিউক। মেরে লাভ কি! রাজার বদলা তো আপনিই রয়েছেন। একজন ভিনদেশী রুরিটানিয়ান রাজমুকুট পরে সিংহাসনে বসেছে—এ চিন্তাও ডিউকের কাছে অসহ্য। তিনি এখন 'না পারছেন কইতে, না পারছেন সইতে।' আপনাকে আগে না মেরে ডিউক রাজহত্যা করবেন না।'

'আমার আর কিছু বলবার নেই হুজুর। আমি যেটুকু জানি তার সবটুকুই খুলে বললাম। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি একটি বর্ণ মিথ্যে বলি নি। এবার আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। আপনি দয়া করে ডিউকের প্রতিহিংসার হাত থেকে আমাকে বাঁচান। ডিউক যখন জানতে পারবেন যে তাঁর পরিকল্পনার কথা আমি ফাঁস করে দিয়েছি তখন আমার জীবনের দাম আর এক কাণাকড়িও থাকবে না। অকালেই শেষ হয়ে যাবে আমার জীবনের মেয়াদ।'

জোহান অবশ্য এতটা গুছিয়ে গাছিয়ে তার কাহিনী বলতে পারে নি। আমরা ওকে নানা প্রশ্নও করেছিলাম। ওর কাহিনী আর সে সব প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে আমাদের কাছে ছবিটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল।

জোহান যা বলল সশস্ত্র আক্রমণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যদি কোন সন্দেহের উদয় হয় বা জেণ্ডা কেল্লার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান হয়—যা রাজা হিসেবে আমি করতে পারি—তবে কোন বাধা দেওয়া হবে না। রাজাকে তাহলে চুপিসারে খুন করে ফেলা হবে, তারপর নলপথে তাঁর দেহটা ফেলে দেওয়া হবে পরিখার জলে আর তারপরই নেওয়া হবে কৌশলের আশ্রয়। ছয় পাষণ্ডের একজন তখন সাজবে

বন্দী। অনুসন্ধানকারীরা যখন ভূগর্ভস্থ বন্দীশালায় ঢুকবে তখন সেই ছদ্মবন্দী চীৎকার করে মুক্তি চাইবে। সে বলবে যে তার উপর অন্যায় করা হয়েছে—সে প্রতিকার চায়। স্বভাবতই দুর্গাধিপতি মাইকেলকে ডাকা হবে। মাইকেল গিয়ে বলবে হঠাৎ রেগে ঝোঁকের মাথায় তাড়াতাড়িতে সে কাজটা করে ফেলেছে। বন্দীর অপরাধ কি জিজ্ঞেস করা হলে সে বলবে যে লোকটা মহাপাজী। কেল্লায় মাইকেলের বান্ধবী আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান আপাততঃ অতিথি হিসেবে রয়েছেন। লোকটা প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিল ভদ্রমহিলাকে। ওর আচরণে উত্যক্ত হয়ে মহিলা ওর নামে মাইকেলের কাছে অভিযোগ করেন। মাইকেল রেগে গিয়ে লোকটাকে কারারুদ্ধ করবার আদেশ দেয়। মাইকেলের ধারণা জেণ্ডার প্রভু হিসেবে তার এ আদেশ দেবার অধিকার রয়েছে। যাই হোক লোকটা ক্ষমা চাইলে মাইকেল তাকে ছেড়ে দিতে পারে। তাহলে ওকে নিয়ে যে সব গালগল্পের সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান হবে। মাইকেল ধারণাই করতে পারি নি যে এরকম একটা পাজী বন্দীকে নিয়ে মিথ্যে গুজব স্বয়ং মহারাজকে পর্যন্ত বিচলিত করে তুলবে! ছি ছি অনুসন্ধানকারী রাজকীয় সৈন্যদলকে খোঁজ খবর নেবার জন্য কষ্ট করে এতদূর ছুটে আসতে হল! মহারাজ মাইকেলকে ডেকে পাঠালেই তো রাজভক্ত মাইকেল নিজে গিয়ে রাজার কাছে সব কথা খুলে বলত। যেন খুব লজ্জিত—খুব বিব্রত এমন একটা ভাব করবে মাইকেল। অনুসন্ধানবারীরা বোকা বনে কেল্লা ছেড়ে চলে আসবে। তারপর সুবিধা মত মাইকেল রাজার মৃতদেহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

'রাজা কি এসব জানেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হেণ্ডোর মালিকের হুকুমে আমি আর আমার ভাই জানালার সঙ্গে মাটির নলটা লাগিয়ে ছিলাম। রুপার্ট হুজুর পাহারায় ছিলেন। মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি হচ্ছে?'

'হালকা হাসি হেসে রুপার্ট হুজুর বললেন, 'বিশ্বাস করুন মহারাজ,

পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাবার একটা নতুন পথ তৈরী হচ্ছে। ভাবলাম আপনার মত মহামান্য ব্যক্তির যদি স্বর্গে যেতেই হয় তবে সাধারণ লোকের পথে যাওয়াটা ঠিক হবে না, তাই আপনার জন্য একটি চমৎকার ব্যক্তিগত পথের ব্যবস্থা করে রাখছি। এপথে যাবার সময় কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না—সাধারণ চাষাভুষোরা আপনার চলার পথে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারবে না। বিনা বাধায় লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে আপনি সোজা স্বর্গে চলে যাবেন। পাইপটার অর্থ বুঝতে পারলেন তো মহারাজ?' হো হো করে হেসে উঠলেন রুপার্ট হুজুর। রাজা তখন খাচ্ছিলেন। রাজার দিকে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বিদ্রূপ করে তিনি বললেন, 'তা হলে মহারাজ অনুমতি দিলে এবার আমি বাইরের ঘরে যেতে পারি। হ্যাঁ, যাবার আগে আপনাকে এক পাওর সুস্বাদু পানীয় দিয়ে যেতে চাই। আমার সে সৌভাগ্যটুকু হবে কি?'

'এ মহাপাষণ্ডটা ভণ্ডামাতেও কম যায় না,' নিজের মনেই আমি মন্তব্য করলাম, 'ওটাই হল মাইকেলের প্রধান বুদ্ধিদাতা।'

'আমাদের মহারাজ সাহসী, বীর। রাজবংশের সবাই তাই। রুপার্ট হুজুরের কথা শুনে প্রথমে তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, তারপর নলটার দিকে তাকিয়েই রাজার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।'

হঠাৎ কেঁপে উঠল জোহান, তারপর আর্তস্বরে বলল, 'হুজুর, জেণ্ডা কেল্লায় শান্তিতে রাত কাটান সহজ নয়। ওদের সবকটিতেই তাস খেলার মত সহজ ভাবেই মানুষের গলা কেটে খেলা করতে পারে। রুপার্ট হুজুর হলেন এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ওস্তাদ—তার কোন জুরী নেই।'

জোহান থামল, ফ্রিট্‌জের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, ওকে নিয়ে যান। দেখবেন ও যেন সতর্ক পাহারায় থাকে।' বিনা বাক্যব্যয়ে জোহানকে নিয়ে চলে গেল ফ্রিট্‌জ।

জোহানের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা শুনতে পেলে রুরিটানিয়ার সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যেত। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে শিকার করতে গিয়ে আমি নাকি গুরুতর আহত হয়েছি। আচমকা আমার কাঁধে নাকি একটা বর্শার আঘাত লেগেছে। আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সরকারী 'বুলেটিন' পর্যন্ত বেরিয়ে গেল। জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল প্রচণ্ড উত্তেজনা, এর ফলে হল দু'টো জিনিষ। প্রথমত: মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জের কাছ থেকে খবর এল যে প্রধান সেনাপতির নির্দেশ থেকে আমার রাজকীয় আদেশের গুরুত্ব এখন আর বেশী নয় ফ্লাভিয়ার কাছে। রাজকুমারী কারো কোন কথা শুনছেন না। তিনি আমাকে দেখবার জন্য টার্লেনহাইমের দিকে যাত্রা করছেন। দ্বিতীয়তঃ সরকারী 'রিপোর্ট' পড়ে ডিউক মাইকে-লের বিশ্বাস হয়েছে আমি সত্যিই অত্যন্ত অসুস্থ। আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি—আমার বিছানা ছাড়বার ক্ষমতা নেই। আমি আদৌ সুস্থ হয়ে উঠব কিনা তা এখনও পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় খবরটা জানালাম জোহানের কাছ থেকে। ওকে বিশ্বাস করে জেণ্ডায় চলে যাবার অনুমতি দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। রুপার্ট নাকি সারারাত কেল্লার বাইরে থাকবার জন্য জোহানকে দারুণ চাবকেছে। আর মাইকেলও নাকি সেই চাবুক মারা অনুমোদন করেছে। এতে জোহান আরো ক্ষেপে গিয়েছে। তা ক্ষেপুক। সেটা আমার পক্ষে ভালই। জোহান এবার আমার দিকে ঝুঁকবে। ওর কাছ থেকে শত্রুপক্ষের কিছু খবরাখবরও পাওয়া যাবে।

এবার আমাদের তাড়াতাড়ি আঘাত হানা দরকার। স্যাপ্ট এবং আমি আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলাম যে আঘাত হানবার ঝুঁকিটা এখন আমাদের নিতেই হবে। রাজাকে ও ভাবে বন্দীশালায় তিলে তিলে মরতে দেওয়া যায় না। তাছাড়া ফ্লাভিয়াকে সঙ্গে করে মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জও টারলেনহাইমে এসে গিয়েছেন। মার্শালও তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলবার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। আমাদের তড়িৎ

গতিতে কাজ করা দরকার।

পরদিন অনেকরাতে আমি টেবিল ছেড়ে উঠলাম। ফ্লাভিয়া আমার পাশে বসেছিল। তাকে তার শোবার ঘরের দরজায় পৌঁছে দিলাম। সেখানে ওর হাতে চুমু খেয়ে বললাম,

'শুভরাত্রি। সুনিদ্রা হোক। কালকের সকাল যেন শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে তোমার কাছে।'

রাজকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজের ঘরে। তাড়াতাড়ি পোষাক পালটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। স্যাপ্ট এবং ফ্রিট্জ ছ'জন অনুচর আর ঘোড়া নিয়ে বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওরা দু'জনেই সমস্ত রকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। স্যাপ্টের ঘোড়ার পিঠে একটা দড়ির বাণ্ডিল। আমার হাতে একটা ছোটখাট শক্ত মুগুর আর লম্বা ছুরি।

ঘুরপথে শহর এড়িয়ে আমরা জেণ্ডা কেল্লার দিকে এগিয়ে চললাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পাহাড়ে উঠতে সুরু করলাম। এই পাহাড়ের মাথাতেই রয়েছে কেল্লাটা।

অন্ধকার রাত। হু হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। হাওয়ার দমকে এগোনোই মুশকিল। সুরু হল বৃষ্টি। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে গাছপালার মধ্য দিয়ে। বড় বড় গাছগুলো যেন দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে! একটা ঘন ঝোপের কাছে এসে গেলাম আমরা। আর সিকি মাইল দূরেই কেল্লাটা। অন্ধকার আকাশ পটে আরো অন্ধকারের মত কেল্লাটাকে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দুঃসাহস দেখে কেল্লাটা যেন ভ্রূকুটি হানছে। ছ'জন অনুচরকে তাদের ঘোড়া সহ আমরা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম। স্যাপ্টের সঙ্গে বাঁশি রয়েছে। বিপদ বুঝলে তিনি বাঁশি বাজিয়ে ওদের ডাকবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কারো সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। আমি শয্যাশায়ী একথা ভেবে মাইকেল বোধ করি এখন কিছুটা অসতর্ক রয়েছে। সে যাই হোক আমরা বিনা বাধায় পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম।

এবার আমরা পরিখার পাড়ে এসে পড়েছি। পাড়ে একটা বেশ বড় গাছ। নিঃশব্দে গাছটার সঙ্গে আনা দড়িটা বাঁধলেন স্ন্যাপ্ট। আমি বুট খুলে ছোট মুগুরটা দাঁতে চেপে ধরে জলে ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরী হলাম। ঝাঁপ দেবার আগে কোমরের খাপে যে ছুরিখানা ছিল সেখানাকে একটু আলগা করে নিলাম। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দন করে জলে ঝাঁপ দিলাম। এবার আমাকে মাটির মোটা নলটা খুঁজে বের করতে হবে।

রাতটা দুর্যোগের হলেও দিনের বেলায় বেশ গরম ছিল। কাজেই পরিখার জলটা খুব ঠাণ্ডা নয়। দুর্গের দেওয়াল ঘিরে আমি সাঁতার কাটতে লাগলাম। উঁচু দেওয়ালটা যেন আমার দিকে ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই অন্ধকারে দৃষ্টি বেশী দূর যায় না। সামনের দিকে গজ তিনেকের বেশী দূরে কি আছে তা আমি জানি না। এই সীমার বাইরে আমার দৃষ্টি অন্ধ।

আশা করা যেতে পারে আমাকেও কেউ দেখতে পাবে না। ভিজে, শেওলা-ভরা ভিজে পাঁচিল বরাবর এগিয়ে চললাম। ওপাশে কেল্লার নতুন অংশে আলো দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাসি আর উল্লাসের চীৎকার ভেসে আসছে সেদিক থেকে। মনে হল তরুণ রুপার্টের সুরেলো কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম। সুরা দেবীর প্রসাদেই বোধ করি তার এত উল্লাস।

যাক ও ব্যাপার নিয়ে আমার বেশী মাথা না ঘামালেও চলবে। নিজের কাজে মন দিলাম। জলের মধ্যেই যতটা সম্ভব একটু বিশ্রাম করে নিলাম। জোহানের বর্ণনা যদি ঠিক হয় তবে আমি এতক্ষণে সেই পাইপ বসানো জানালাটার কাছাকাছি এসে পড়েছি। খুব আস্তে আস্তে এগোলাম। অন্ধকারে ছায়ার মত একটা কিছু ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। এই সেই মাটির নলটা। জানালার কাছ থেকে বেঁকে নেমে এসেছে পরিখার জল পর্যন্ত। খুব মোটা পাইপ। দু'টো মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে এর মধ্য দিয়ে। পাইপটার কাছে আসতেই আর একটা জিনিস দেখতে পেলাম, দেখে মুহূর্তের জন্য

আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। পাইপটার ওপাশে একখানা নৌকোর মাথা দেখা যাচ্ছে। ভাল করে কান পেতে একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। কে যেন নড়েচড়ে বসবার ভঙ্গী পালটাল। এখানে পাহারা দেবার লোক রয়েছে! কে পাহারা দিচ্ছে? পাহারাদার কি জেগে আছে না ঘুমিয়ে? আমার ছুরি তৈরীই আছে। জল কেটে এগোতে গিয়ে পায়ের তলায় তল খুঁজে পেলাম, কেল্লার ভিত জলের তলায়ও পনের ইঞ্চির মত এগিয়ে এসেছে। সেই এগিয়ে আসা ভিতেই আমার পা ঠেকল। ভিতের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর গুঁড়ি মেরে একটু এগিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দেখবার চেষ্টা করলাম।

বাঁকা নল আর কেল্লার পাঁচিলের মাঝখানে পরিখার একটা সংকীর্ণ অংশ। ওখানেই রয়েছে নৌকোখানা। একজন লোক রয়েছে নৌকোয়। তার পাশে একটা রাইফেল। এই হল প্রহরী। মাইকেল তাহলে জায়গা বুঝে যথাযথ সতর্কতার ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করে নি।

একটু লক্ষ্য করেই বুঝলাম লোকটা ঘুমোচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম লোকটার দিকে। ওর ছু'ফুটের মধ্যে এসে পড়লাম। এবার চিনতে পারলাম লোকটাকে। লম্বা চওড়া ঐ বিরাট লোকটা হল জোহানের ভাই ম্যাক্স হোল্ফ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন আমার ডান হাতখানা কোমরের বেল্টের উপর চলে এল। খাপ থেকে ছুরিখানা টেনে বের করলাম। জীবনে যে সব কাজ করেছি তার মধ্যে এবার যে কাজটা করলাম তার কথা ভাবতে আমি সবচেয়ে কম ভালবাসি। কাজটার কথা ভাবতেই কেমন একটা লজ্জা বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কাজটা মানুষের না বিশ্বাসঘাতকের—এ প্রশ্ন আমি করব না। নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য আপন মনেই আমি যুক্তি জাল রচনা করেছিলাম —'এ হল যুদ্ধ—এবং রাজার জীবন বিপদাপন্ন। এ অবস্থায় ঘুমন্ত প্রহরীকে আক্রমণ করলে বীরধর্মের অবমাননা করা হবে না।'

'ঘুমন্ত প্রহরীর পাশে এসে দাঁড়ালাম। খাপ থেকে ছুরি বের করে আঘাত করবার জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য করে হাত তুললাম। লোকটা নড়েচড়ে উঠল। তারপর চোখ খুলল। আমাকে আঘাত করতে উদ্যত দেখে দারুণ আতংকে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ও হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সুযোগ ওকে আর দিলাম না। ছুরিখানা আমূল বসিয়ে দিলাম ওর বুকে। টু শব্দটি করবার সময় পেল না ও।

এবার মাটির নলটাকে পরীক্ষা করবার জন্য এগোলাম। হাতে একদম সময় নেই। ম্যাক্সের পাহারার কাল হয়ত শেষ হয়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে ওর জায়গায় হয়ত নতুন প্রহরী এসে যেতে পারে। এখন আবার তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাইপটা পরীক্ষা করলাম। নাঃ এর মধ্য দিয়ে কেল্লার ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। কোন ফাটল নেই নলটার গায়ে। এমন ভাবে বেঁকে নেমে এসেছে ওটা যে ভিতর থেকে পরিখার জলে কোন কিছু ছুঁড়ে দেওয়া সম্ভব হলেও, বাইরে থেকে ঐ নলটার মধ্য দিয়ে কেল্লার ভিতরে ঢোকা অসম্ভব।

হাঁটু মুড়ে বসে পাইপটার নীচের দিকটা পরীক্ষা করলাম। একটা আলোর রেখা আসছে—আসছে রাজাকে যে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেই ঘর থেকে। ডেশার্ডের গলা শুনতে পেলাম। সে কথা বলছে রাজার সঙ্গে। কর্কশ এবং নিষ্ঠুর গলায় ডেশার্ড বলছে,

'মহামহিম মহারাজ তো অনেকক্ষণ আমার সঙ্গ পেলেন। এবার আপনি অনুমতি করলে আমি যেতে পারি। আপনিও বিশ্রাম করুন। হ্যাঁ, যাবার আগে আমার আর একটা কাজ আছে—আপনার হাতকড়া দু'টো আটকে দিতে হবে! আপনার এই বালা দু'খানা চমৎকার হয়েছে, তাই না! এই নতুন অলঙ্কার পরেও হাত দু'খানা কিছুটা নাড়ান-চাড়ান যায়।'

রাজার পক্ষ থেকে কোন উত্তর শোনা গেল না।

ডেশার্ডের গলা আবার শোনা গেল, 'আমি যাবার আগে আপনার

আর কি কিছু চাইবার আছে ?'

এবার রাজার গলা শোনা গেল। হ্যাঁ, রাজারই গলা। কি দুর্বল কি শূন্যগর্ভ সেই কণ্ঠস্বর! বনভূমির মাঝখানে রাজার যে আনন্দময় কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম তার সঙ্গে এই স্বরের কত পার্থক্য!

'আমার ভাইকে বল সে আমাকে একেবারে মেরে ফেলুক। আমি এখানে তিলে তিলে মরে যাচ্ছি। এ কষ্ট আর আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'ডিউক আপাততঃ আপনার মৃত্যু চান না।' ডেশার্ড বিদ্রূপ করে বলল, 'যখন তিনি আপনার মৃত্যু চাইবেন········দেখুন না আপনার স্বর্গে যাবার পথ তো তৈরী করাই আছে!'

রাজার গলা শোনা গেল, 'তবে তাই হোক! এবার আমায় একটু একলা থাকতে দাও।'

'হ্যাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবার আপনি স্বর্গের স্বপ্ন দেখুন,' ব্যঙ্গ করে দুর্বৃত্ত ডেশার্ড বলল।

আলো নিভে গেল। দরজা তালা বন্ধ করবার শব্দ পেলাম। তারপর শুনতে পেলাম চাপা কান্নার শব্দ। রাজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এই শত্রুপুরীতে তিনি একলা—একেবারে একলা। ডেশার্ডের মত একটা বদমাশ গুণ্ডা পর্যন্ত আজ তাঁকে বিদ্রূপ করছে।

নলের মধ্য দিয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা হল, আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম। বলতে চাইলাম যে তিনি নির্বান্ধব নন। তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি এবং করব। কিন্তু কথা বলবার বিপদও আছে। আমার সান্ত্বনা বাক্য শুনে রাজা যদি অবাক হয়ে আবেগের মাথায় কিছু বলে ফেলেন তবে বাইরের ঘরে তাঁর রক্ষীদের কানে সেটা যাবেই, আর তা হলেই বিপদ। আপাততঃ এই ঝুঁকিটা নিতে চাইলাম না। এখন আমার প্রথম কাজ হল নিরাপদে এখান থেকে গিয়ে ম্যাক্সের মৃত দেহটা সরিয়ে ফেলা। কারণ দেহটা নৌকোর উপর থাকবার অর্থই হল শত্রুপক্ষকে অনেক কথা বলে দেওয়া। নৌকোয় চেপে বসলাম, তারপর খুলে

দিলাম নৌকোখানা। হু হু করে ঝোড়ো বাতাস বইছে। বাতাসের গর্জনে আমার দাঁড়ের শব্দ নিশ্চয়ই চাপা পড়ে যাবে। দ্রুত দাঁড় টেনে ক্ষিপ্রগতিতে নৌকো চালালাম। আমার বন্ধুরা যেখানে অপেক্ষা করছে আমাকে সেখানে যেতে হবে।

প্রায় পৌঁছে গিয়েছি……হঠাৎ পিছনে শুনতে পেলাম বাঁশীর শব্দ। দুর্গের দিক থেকে বাঁশীর আওয়াজটা এল।

'ওহে ম্যাক্স ?' কে যেন চীৎকার করে ডাকল।

আমিও নীচুগলায় বললাম, 'কর্নেল, আমি ফিরে এসেছি।'

দড়ি নেমে এল। দড়ি দিয়ে ম্যাক্সের মৃতদেহটা বাঁধলাম, তারপর তুলে ধরলাম দেহটাকে।

'কর্নেল আপনি বাঁশী বাজান, আমাদের লোকেরা এসে যাক। এখন আর কোন কথা নয়—এখন কাজ,' আমি ফিসফিস করে বললাম।

স্মার্ট এবং ফ্রিট্জ ম্যাক্স-এর মৃত দেহটাকে টেনে তুলল। কেল্লার নতুন অংশ থেকে তিনজন অশ্বারোহী ছুটে বেরিয়ে এল। আমরা ওদের দেখতে পেলাম, কিন্তু ওরা আমাদের দেখল না।

স্মার্ট বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন। আমাদের অনুচরেরা চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

'হায় ভগবান, কি অন্ধকার !'

একটা সুরেলা গলা শোনা গেল, এ হল রুপার্টের কণ্ঠস্বর।

এক মুহূর্ত পরেই গুলির শব্দ শোনা গেল, আমাদের লোকেরা ওদের তিনজনকে দেখতে পেয়েছে। দু'পক্ষই গুলি চালাতে লাগল। এক ছুটে আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। স্মার্ট এবং ফ্রিট্জ আমাকে অনুসরণ করল।

'আমি তো শেষ হয়ে গেলাম রুপার্ট।' একটা কণ্ঠস্বর আর্তনাদ করে উঠল, 'ওরা আমাদের একজনের বিরুদ্ধে তিনজন। নিজেকে বাঁচাও।'

মুগুর হাতে আমি সামনে ছুটলাম। হঠাৎ একটা ঘোড়া ছুটে

এল আমার দিকে। একটা লোক ঝুঁকে রয়েছে ঘোড়ার পিঠে।

'তুমিও কি খতম হলে নাকি ক্র্যাকস্টাইন ?' অশ্বারোহী চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

একলাফে ঘোড়াটার মাথার সামনে চলে এলাম। ঘোড়ার পিঠে রুপার্ট অব হেনজো।

'শেষ পর্যন্ত !' আমার কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে উল্লাস আর উত্তেজনা।

মনে হল এতদিনে এই মহাপাষণ্ডকে বাগে পেয়েছি। অস্ত্র বলতে ওর হাতে কেবল একখানা তরবারী। আমার অনুচরেরা ওর পিছনে ছুটে আসছে। ওর সামনের দিক থেকে আসছেন স্যাপ্ট আর ফ্রিট্‌জ। আমি কেবল একটু বেশী এগিয়ে এসেছি। ওরা আর একটু এগিয়ে এলেই রুপার্ট গুলির পাল্লার মধ্যে এসে যাবে। সে ক্ষেত্রে হয় মৃত্যু নয় আত্মসমর্পণ—এই দুটোর একটা বেছে নিতে হবে রুপার্টকে।

'শেষ পর্যন্ত বাগে পেলাম তোমাকে !' আমি চীৎকার করে উঠলাম।

'ও নাটুয়া তুমি !'

আমার মুগুরটার উপর তরবারী দিয়ে আঘাত করল রুপার্ট, মুগুরখানা দু'টুকরো হয়ে গেল। কথাটা বলতে লজ্জা হচ্ছে, তবু বলি, আত্মরক্ষা করবার জৈবিক তাগিদে আমি মাথাটা সরিয়ে নিলাম। রুপার্টের উপর এখন স্বয়ং শয়তান ভর করেছে, এখন কোন কাজ করতেই সে পিছপা হবে না।

জুতোর গোড়ালিতে লাগান নাল দিয়ে রুপার্ট ঘোড়াটাকে আঘাত করল। পূর্ণ গতিতে ঘোড়াটা ছুটল পরিখার দিকে। কাছে এসে রুপার্ট এক লাফে পরিখার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার অনুচরেরা ওর দিকে গুলি চালাল। শিলাবৃষ্টির মত গুলি পড়তে লাগল ওর চারপাশে।

'লোকটার সাহস আছে !' স্থাপ্ট তারিফ না করে পারলেন না।

'খুবই দুঃখের ব্যাপার যে এরকম একটা অসমসাহসী মানুষ বদমাশ হয়ে গেল। ওর এই সাহস কোন সৎ কাজেই লাগল না।'

'হুম্,' গম্ভীর গলায় স্থাপ্ট বুঝি আমার উক্তিটাকেই সমর্থন করলেন।

'তারপর? যুদ্ধের খবর কি? শত্রুপক্ষের কেউ কি খতম হয়েছে?'

'লাভেনগ্রাম আর ক্র্যাফস্টাইন—এই দুই পাষণ্ড মারা গিয়েছে। ম্যাক্স এবং এই দু'টো বদমাশের মৃতদেহ আমরা পরিখার জলে ফেলে দিলাম। ভেসে উঠবার পর ওদের দেহের গতি মাইকেলই করুক। আমাদেরও ক্ষতি হয়েছে। তিনজন অনুচর হারিয়েছি আমরা। এবার সবাই পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে লাগলাম। সঙ্গে তিন বীর অনুচরের মৃতদেহ।

পথে আর কোন ঝামেলা হল না। নিরাপদেই ফিরে এলাম টারলেনহাইম পল্লী নিবাসে। তিনজন বিশ্বস্ত অনুচরের বিয়োগ ব্যথায় আমাদের মন ভারাক্রান্ত। রাজার সম্পর্কেও আমাদের মনে দুশ্চিন্তা এবং অস্বস্তি। কিন্তু যে কাঁটাটা মনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খচখচ করতে লাগল তা হল মহা পাষণ্ড রুপার্টের পলায়ন। হতভাগা রুপার্ট আবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাল!

নিজের মনেই আমি ক্রুদ্ধ—বিরক্ত। সামনাসামনি খোলাখুলি যুদ্ধে আমি একটা শত্রুকেও খতম করতে পারি নি। যে দুর্বৃত্তটাকে আমি শেষ করেছি, তার সঙ্গেও আমার যুদ্ধ করতে হয় নি। সে ছিল ঘুমন্ত। সুতরাং আজকের এই নৈশ অভিযানে আমি সাহসের পরিচয় দিলেও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারি নি।

তাছাড়া রুপার্ট আমাকে নাটুয়া বলেছে। এই বিশেষণটি আমার মোটেই পছন্দ হয় নি।

আমাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে যেন একটা যুদ্ধ বিরতি হল। জেণ্ডা যেন পরিণত হল একটা নিরপেক্ষ অঞ্চলে। এখানে দু'পক্ষই নিরাপদ যাতায়াত করতে পারে। একদিন ঘোড়ায় চড়ে কিছু দূর ঘুরে ফিরে এসে একখানা চিঠি পেলাম। খাম খুলে দেখলাম ওখানা আসছে আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবানের কাছ থেকে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লেখা আছে ঃ

'জোহানের মারফৎ চিঠি পাঠাচ্ছি। একবার আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি যদি মানুষ হন তবে এই খুনেদের আড্ডা থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

আঁ. দ্য. মো.

মাদামের আবেদন আমার হৃদয় স্পর্শ করল। কিন্তু তাঁকে কি করে সাহায্য করব? তেমন ক্ষমতা আমার কোথায়?

মাইকেল আমাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছে। পল্লী নিবাসের পাঁচিলের বাইরে তাকে দেখা গিয়েছে বটে কিন্তু সে আমার সঙ্গে দেখা করে নি। রাজার সঙ্গে কেন যে সে দেখা করছে না তার কোন কারণও সে দেখায় নি। কর্মহীনতার মধ্যে একের পর এক দিন কেটে যেতে লাগল। অথচ এখন প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান।

ইতিমধ্যে রাজধানী স্ট্রেলজোতেও গুঞ্জন উঠেছে। রাজা কেন এতদিন রাজধানী ছেড়ে রয়েছেন? শেষ পর্যন্ত কোন অজুহাতই আর আমার শুভানুধ্যায়ী উপদেষ্টাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারল না। মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জও একদিন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। ওঁরা বললেন সর্বসাধারণের সামনে বাগদানের ব্যাপারটাকে পাকা করবার জন্য শিগ্‌গীরই একটা দিন ঠিক করা দরকার। দেশের লোক ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। ফ্লাভিয়া আমার পাশেই বসে ছিল। কাজেই একটা দিন ঠিক করতেই হল। ঠিক হল আজ থেকে একপক্ষকাল পরে স্ট্রেলজোর ক্যাথিড্রালে সর্বসাধারণের সমক্ষে বাগদান পর্ব বিধিসম্মত ভাবে সমাপন করা হবে।

এবার আমার সামনে মহা সংকট। খোঁজ নিয়ে জেনেছি রুরিটানিয়াতে গীর্জায় গিয়ে বাগদান পর্বটি প্রায় বিয়েরই মত। ঐ পর্বটি একবার হয়ে গেলে বিয়ের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসা পাত্র বা পাত্রীর পক্ষে একেবারে অসম্ভবই হয়ে পড়ে। যদি কেউ সে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চায় তবে কেবল লোকনিন্দা নয়, ধর্মাধিষ্ঠানের শাসনের আওতার মধ্যেও এসে পড়তে হয় তাকে।

তা হলে এখন উপায়? এখন হাতে মোটে দুটি সপ্তাহ।

এদিকে আনুষ্ঠানিক বাগদানের সংবাদটা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা রাজ্য জুড়ে যেন আনন্দের বান ডেকে গেল। কেবল দু'টি মানুষ এই আনন্দের জোয়ার দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এক, আমি আর দুই, কালো মাইকেল। আর যে রাজার বাগদান নিয়ে এত হৈ চৈ সেই রাজাই এই ব্যাপারের কিছুই জানলেন না।

সংবাদটা জেণ্ডার কেল্লায় কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সে খবরও কিছুটা জানলাম। জানলাম 'জোহানের কাছ থেকে। লোকটার প্রাণের ভয় আছে, কিছু টাকার লোভকেও ও জয় করতে পারছে না। জানে, কেল্লার খবরা-খবর এখানে দিতে পারলে ভাল পুরস্কারই মিলবে। তাই লুকিয়ে ও চলে এসেছে আমাদের কাছে।

আনুষ্ঠানিক বাগদানের খবরটা যখন কেল্লায় এল তখন জোহান ডিউকের হুকুম তামিল করবার জন্য কাছাকাছিই ছিল। খবরটা শুনে কালো মাইকেলের মুখখানা আরো কালো হয়ে গেল। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে মাইকেল নাকি এক কঠিন শপথ বাক্য উচ্চারণ করল। রুপার্ট মশাইও শপথ করলেন, কিন্তু তাতেও ডিউক নাকি খুশি হতে পারলেন না। তারপর মাদাম দ্য মোবানের দিকে তাকিয়ে হাল্কা সরু রুপার্ট মশাই বললেন,

'যাক আপনার একটা দুর্ভাবনা কাটল। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী··· মানে আমি, আমি রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার কথা বলছি···সরে গেলেন, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'একথা শুনে ডিউকের হাত বুঝি নিজের অজান্তেই কোমরে

ঝোলানো তলোয়ারের বাটের উপর চলে গেলে। কিন্তু রুপার্ট মশাই পরোয়াই করলেন না, বরং ডিউককে ঠাট্টা করে তিনি বললেন, 'যাক, আপনি রুরিটানিয়ায় এমন একজনকে রাজপদ লাভ করিয়েছেন যার যোগ্যতা নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের অনেক ভূতপূর্ব রাজার থেকে বেশী। এ দেশের লোকদের আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'এই মস্করা শুনে ডিউক আরো ক্ষেপে গেলেন, কর্কশভাবে তিনি বললেন, 'রুপার্ট সংযত ভাবে কথা বল। তোমার স্পর্দ্ধা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে।

'তাই বুঝি,' ঠোঁট টিপে হেসে রুপার্ট মশাই বললেন।

'হ্যাঁ, তাই, এখন যাও এখান থেকে।'

'যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে ভাবী ডাচেস *-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাই........মাদাম আপনার হাতখানা একবার বাড়ান সামনের দিকে।'

'মাদাম হাত বাড়ালেন। রুপার্ট মশাই সে হাতে চুমু খেলেন। এমন ভাবে খেলেন যেন তিনি মাদামকে ভালবাসেন। ডিউক জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন।'

এই হল জোহানের খবরের হাল্কা দিক। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও ওর কাছ থেকে পাওয়া গেল। রাজা নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খুব রোগা হয়ে গেছেন তিনি। দুর্বল শরীরে নড়াচড়া করতেও কষ্ট হচ্ছে তাঁর। শঙ্কিত হয়ে স্ট্রেলজো থেকে একজন ডাক্তার আনিয়েছেন ডিউক। যেখানে রাজাকে রাখা হয়েছে রোগীকে পরীক্ষা করবার পর সেখান থেকে বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসেছেন ডাক্তার-সাহেব, ব্যাকুল ভাবে ডিউককে অনুরোধ করেছেন, 'আমাকে এবার নিজের জায়গায় যেতে দিন হুজুর, আমি সামান্য মানুষ, আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না।'

কিন্তু ডাক্তার সাহেবের অনুরোধে কানই দেননি ডিউক, তিনি

---

* ডিউকের স্ত্রী।

তাঁকেও বন্দী করে রেখেছেন কেল্লায়। এ দিকে রাজার জীবনও বিপন্ন।

জোহানের কাছ থেকে যতটা জানবার ছিল, তা জানা হোল। ওকে কিছু টাকা দিলাম।

'হুজুর একটা কথা বলব,' একটু ইতস্ততঃ করে জোহান বলল, 'আমাকে আপনাদের এখানে থাকতে দিন। কেল্লায়—ঐ সিংহের গুহায় যেতে আর আমার সাহস হচ্ছে না।'

কিন্তু আমাদের স্বার্থেই জোহানের জেণ্ডা কেল্লায় থাকা প্রয়োজন। ওর কাছ থেকেই কেল্লার খবরাখবর পাওয়া যাবে। কাজেই ওকে আরো বেশী পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কেল্লায় ফিরে যেতে বললাম। বললাম, 'মাদামকে একটা খবর দিতে পারবে?'

'কি খবর হুজুর।'

'বলবে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে তিনি যদি রাজার কাছে যাবার সুযোগ পান, তবে যেন তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেন।'

'নিশ্চয়ই বলব হুজুর।'

জোহানের মারফৎ এ সংবাদ পাঠাবার কারণ হল রাজাকে কিছুটা আশ্বস্ত করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা। তিনি এখন উৎকণ্ঠাময় অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। এ অবস্থাটা অসুস্থ লোকের পক্ষে খারাপ। কিন্তু নৈরাশ্যটা তা থেকেও খারাপ। হয়ত এই নৈরাশ্যের শিকার হয়েই রাজা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন। রাজার কোন নির্দিষ্ট অসুখের কথা তো শুনিনি।

'রাজার পাহারার ব্যবস্থা এখন কেমন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। ছয় পাষণ্ডের দু'জন তো মারা গিয়েছে। জোহানের ভাই ম্যাক্স হোলফও খতম। এ সব কথা মনে করেই প্রশ্নটা করলাম।

'রাতে ডেশার্ড আর বারসোনিন পাহারা দেয়। দিনে নজরদারী করেন রুপার্ট মশাই আর দ্য গতে,' আমার প্রশ্নের উত্তরে জোহান বলল।

'এক সঙ্গে মোটে দু'জন ?'

'হ্যাঁ হুজুর, অন্যেরা বিশ্রাম নেয় ঠিক উপরের একখানা ঘরে। রাজার বন্দীশালায় কোন চীৎকার বা বাঁশীর আওয়াজ হলে উপরের ঘরখানা থেকে শোনা যায়।'

'ঠিক উপরের ঘর ? এ ঘরের কথা তো জানতাম না। থাক সে কথা, আচ্ছা উপরের ঘর আর রাজার বন্দীশালার মধ্যে কি সরাসরি কোন যোগাযোগ আছে ?'

'না হুজুর, উপরের ঘর থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে হয় রাজার ঘরের সামনে।'

'সে ঘরের দরজা কি তালাবন্ধ থাকে ?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'চাবি কার কাছে থাকে ?'

'সে চাবি থাকে ডিউকের চার অনুচরের হেফাজতে। সে চাবি কখনও আমাদের মত চাকর-বাকরদের হাতে আসে না,' জোহান জবাব দিল।

'আচ্ছা, রাজার ঘর থেকে পরিখা পর্যন্ত যে মোটা নলটা নেমে এসেছে তার মুখে একটা ঝাঁঝরি আছে, তাই না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, সেই ঝাঁঝরির মুখে কি তালাচাবি আছে ?' জোহানের কাছে গিয়ে আমি নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'আছে হুজুর।'

'চাবি কার কাছে ?'

'ঠিক বলতে পারব না, মনে হয় ডেশার্ড অথবা রুপার্ট মশাই-এর কাছে।'

'ডিউক কোথায় থাকেন ?'

'নতুন কেল্লার এক তলায় তাঁর মহল, ড্র-ব্রিজের দিকে যেতে ডান পাশে।'

'আর মাদাম দ্য মোবান ?'

'ঠিক উল্টো দিকে, বাঁ দিকে। কিন্তু তাঁর মহলের দরজা সবসময়েই বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকে।'

'কবে থেকে ?'

'তিনি কেল্লায় আসবার পর থেকেই।'

'কিন্তু কেন ?'

'মনে হয় মহামান্য ডিউক রুপার্ট মশাইকে ভয় করেন।'

'ভয় করেন! কেন ?'

'ডিউকের আশঙ্কা রুপার্ট মশাই হয়ত রাতের অন্ধকারে মাদামকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারেন।'

'মাদামের মহলের চাবি নিশ্চয়ই ডিউকের নিজের কাছে ?'

'হ্যাঁ, আর তাছাড়া ড্র-ব্রিজটাও রাতে তুলে ফেলা হয়। তার চাবিও ডিউক নিজের কাছে রাখেন। সুতারাং ডিউকের অজান্তে কেউ ড্র-ব্রিজ ফেলে পরিখা পার হতে পারে না।'

'তুমি রাতে কোথায় থাক ?'

'নতুন কেল্লার হলঘরে।'

'সেটা কোথায় ?'

'কেল্লায় ঢুকলেই প্রথমে হলঘরটা পড়ে। হল পেরিয়ে তবে অন্দরমহলে ঢোকা যায়।'

'একলা থাক ?'

'না আরো পাঁচজন চাকর থাকে আমার সঙ্গে,' জোহান উত্তর দিল।

'সবাই সশস্ত্র ?'

'হ্যাঁ সবার কাছে বর্শা আছে, কিন্তু কারো কাছেই কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। ডিউক বিশ্বাস করে ওদের হাতে বন্দুক বা রিভলবার দেননি।'

সাহস করেই ব্যাপারটাকে এবার নিজের হাতে নিলাম। নিজের মনে মনে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতির একটা ছক কষে নিলাম। পাইপটার দিকে গিয়ে আমি একবার ব্যর্থ হয়েছি। আবার চেষ্টা করলেও হয়ত ব্যর্থ হব। সুতরাং ও পথে আর নয়। এবার আক্রমণ করব অন্যদিক

থেকে। জোহানের দিকে তাকিয়ে বললাম :

'তোমাকে কুড়ি হাজার ক্রাউন দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর,' লোভী গলায় জোহান বলল।

'ঠিক করলাম তোমার পুরস্কারের অঙ্কটা বাড়িয়ে দেব। আগামী-কাল রাতে আমি যা বলছি তা করলে তোমাকে আমি পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন পুরস্কার দেব।'

লোভে জোহানের চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল, আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত ভাবে সে বলল, 'বলুন হুজুর, আমাকে কি করতে হবে?'

'কিন্তু তার আগে একটা কথা, চাকর-বাকরেরা কি জানে যে ডিউকের বন্দী আসলে কে?'

'না হুজুর, ওদের ধারণা ডিউক তাঁর কোন ব্যক্তিগত শত্রুকে কেল্লায় আটকে রেখেছেন।'

'আমার সম্বন্ধে কি তাদের মনে কোন সন্দেহ আছে? অর্থাৎ আমি আসল রাজা নই—এরকম সন্দেহ কি তাদের মনে জেগেছে?'

'কি করে জাগবে হুজুর?' এবার জোহানই আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল।

'তা হলে এবার শোন,' জোহানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, 'কাল রাত ঠিক দু'টোর সময় নতুন কেল্লার সামনের দরজাটা খুলে রেখ, দেখবে সময়ের একটু নড়চড়ও যাতে না হয়।'

'আপনি ওখানে যাবেন হুজুর?'

'কোন প্রশ্ন করো না। যা বলছি তা-ই করবে। নিজের বুদ্ধি খাটাতে যাবে না।'

'কিন্তু কেন দরজা খুলব তার একটা অজুহাত তো দেখাতে হবে।'

'বলবে ঘরের ভিতরটা কেমন গুমোট হয়ে গেছে···অথবা এই জাতীয় একটা কিছু। মোট কথা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যে ভাবেই পার, রাত দু'টোর সময় বাইরের ফটকটা তোমার খোলা

রাখতেই হবে। তোমার কাছ থেকে আমি এটুকুই চাইছি।'

'ফটক খুলে আমি কি পালাব?'

'অবশ্যই। যত তাড়াতাড়ি পার ছুটে পালাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এই চিঠিখানা নিয়ে যাও—মাদামকে দেবে এখানা। তাঁকে বলবে এই চিঠিতে যেমন বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে। বলবে চিঠির নির্দেশ মত কাজ করবার উপর আমাদের জীবন নির্ভর করছে। একটু ভুলভ্রান্তি হলেই জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিল জোহান। ভয়ে আর উত্তেজনায় ও তখন কাঁপছে। কিন্তু ওর সাহস আর সততার উপরেই আমাকে নির্ভর করতে হবে। আর অপেক্ষা করবার সময় নেই আমার। বেশী দেরী করলে অসুস্থ রাজা হয়ত ভূগর্ভের বন্দীশালাতেই মারা যাবেন।

জোহান চলে গেলে আমি স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জকে ডাকলাম। আমার পরিকল্পনাটা খুলে বললাম ওদের কাছে। শুনে স্যাপ্ট গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কেন আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারেন না?'

'তাতে বিপদ আছে।'

'কি বিপদ?'

'ধরুন অসুস্থ রাজা হয়ত মারাই গেলেন।'

'তার আগেই মাইকেল কিছু একটা করতে বাধ্য হবে।'

'তা হলে আপনি বলছেন, রাজা হয়ত বাঁচতেও পারেন।'

'যদি নিজে মারা না যান, তবে মাইকেল তাঁকে আপাততঃ মারবে না। আপনাকে না সরানো পর্যন্ত মাইকেল নিজের স্বার্থেই রাজাকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করবে।'

'তা হলে কতদিন অপেক্ষা করব? এক পক্ষকাল?' বাগদানের তারিখটার কথা স্মরণ করে আমি প্রশ্ন করলাম।

স্যাপ্ট গোঁফের ডগা কামড়ালেন।

হঠাৎ ফ্রিট্‌জ আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আসুন, পরিকল্পনা মত চেষ্টাটা করেই দেখা যাক না !'

'হ্যাঁ, আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে।'

'কিন্তু কাল রাতে যাব আমি আর ফ্রিট্‌জ', স্যাপ্ট বললেন, 'আপনি এখানে থাকবেন। রাজকন্যার যাতে কোন বিপদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমরা যদি ব্যর্থ হই, ডিউক যদি রাজাকে খুন করে ফেলে তবে আপনি তো রইলেন রাজত্ব করবার জন্য।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে', দৃঢ়কণ্ঠে আমি বললাম।

বৃদ্ধ স্যাপ্টের দু'টি চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। মুখ টিপে হেসে তিনি বললেন, 'যেভাবেই হোক শয়তান মাইকেলকে আমরা ফাঁদে ফেলবই, কিন্তু আপনি যদি যান এবং গিয়ে রাজার সঙ্গে নিহত হন তবে আমরা যারা পড়ে থাকব তাদের অবস্থা কি হবে ?'

'তাঁরা রাণী ফ্লাভিয়ার সেবা করবে। তিনিই তো সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারিণী ?'

'হ্যাঁ,' স্যাপ্ট উত্তর দিলেন।

'ঈশ্বর যদি আমাকে রাণীর সেবা করবার সুযোগ দিতেন, তবে খুব খুশি হতাম।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ কর্নেল। তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসির রেখা।

'তাছাড়া', আমি বলতে লাগলাম, 'আমি হলাম জাল লোক। আসল রাজার স্বার্থে আমাকে এই ভূমিকায় নামতে হয়েছে। নিজের স্বার্থের ব্যাপার হলে আমি এ কাজ কখনই করতাম না। আনুষ্ঠানিক বাগদানের আগে রাজা যদি মুক্ত হয়ে সিংহাসনে বসতে না পারেন তবে আমি সত্যি কথা প্রকাশ করে দেব। তারপর যা ঘটবার ঘটবে।'

'ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি যাবেন।'

'এবার আমার পরিকল্পনার সবটা খুলে বলছি। কর্নেলের নেতৃত্বে একদল সৈন্য চুপিসাড়ে এগিয়ে যাবে নতুন প্রাসাদ দুর্গের ফটকের দিকে। তাদের যদি কেউ দেখতে পায় তবে সৈন্যরা কোন দ্বিধা না

করে যে বা যারা দেখল তাকে বা তাদেরকে হত্যা করবে। এ কাজটি করতে হবে তরবারির সাহায্যে। কোন রকম গুলি গোলার আওয়াজ যেন শোনা না যায়, যদি সব কিছু ঠিকঠাক মত হয়, তবে জোহান যখন ফটক খুলবে তখন আমাদের সৈন্যরাও এসে পড়বে ফটকের সামনে। ফটক খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দলটি রাজার নাম করে ঢুকে পড়বে নয়া কেল্লার ভিতরে। তাদের উপস্থিতি এবং রাজার নামের ব্যবহারও যদি যথেষ্ট না হয় তবে সৈনিকেরা চাকর-বাকরদের গ্রেপ্তার করবে।

আর সেই মুহূর্তে নারী কণ্ঠের একটা আর্ত চীৎকার শোনা যাবে মাদাম দ্য মোবানের ঘর থেকে। জোহানের হাত দিয়ে মাদামকে যে চিঠি পাঠিয়েছি তাতে এরকম নির্দেশই দেওয়া আছে। মাদাম বারবার চীৎকার করবেন, 'মাইকেল···মাইকেল······বাঁচাও বাঁচাও······রুপার্ট এসেছে···শয়তানটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।'

এ চীৎকার শুনে ক্রুদ্ধ মাইকেল নিশ্চয়ই ছুটে বেরিয়ে পড়বে নিজের মহল থেকে। বেরিয়ে এসে সে পড়বে কর্নেলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল তাকে বন্দী করবেন। এই কৌশলে ঐ মহাপাষণ্ডটা জীবন্ত ধরা পড়বে।

'মাদামের চীৎকার কিন্তু তখনও চলতে থাকবে। ইতিমধ্যে আমাদের লোকেরা ড্র-ব্রিজটা নামিয়ে ফেলবে। রুপার্ট থাকে পুরানো কেল্লায়। চীৎকারটা নিশ্চয়ই তার কানেও পৌঁছবে। এরকম মিথ্যা দোষারোপের কথা শুনে সেও নিশ্চয়ই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, না আসাটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার। কাজেই রুপার্ট পরিখা পেরিয়ে নয়া কেল্লায় আসবার চেষ্টা করবে। দ্য গতে তার সঙ্গে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে। তার সম্পর্কে এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

'রুপার্ট ব্রিজের কাছে এলে আমার কাজ সুরু হবে। আমি তার জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকব। তাকে খতম করব আমি। দ্য গতে সঙ্গে এলে তাকেও আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। পুরানো কেল্লায়

ঢুকবার চাবি ওদের কারুর কাছে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কেল্লায় ঢুকে আমি সোজা চলে যাব রাজার ঘরে। আশা করি রাজাকে বাঁচাতে পারব আমি। অবশ্য তার জন্য আমাকে বাকী দুই পাষণ্ড ভেশার্ড আর বারসোনিনকেও খতম করতে হবে! কিন্তু সে কাজটা আমি আনন্দের সঙ্গেই করব। এই হল আমার পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটা নিঃসন্দেহে বেপরোয়া। কিন্তু আমিও মরিয়া হয়ে উঠেছি।'

* * * *

সেই রাতে শত্রুকে বিভ্রান্ত করবার জন্য টার্লেনহাইম পল্লী নিবাস আলোক মালায় সুসজ্জিত হয়ে উঠল। বাড়ীর ভিতর থেকে বাইরে ভেসে এল গানের সুর। মাইকেল আর তার সঙ্গীরা ভাবুক আমরা আনন্দ করছি—পানভোজনে মত্ত রয়েছি। আমরা কিন্তু ভিতরে ভিতরে আসন্ন নৈশ অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা যাতে কোনমতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে সম্পর্কে আমরা খুব সতর্ক ছিলাম। প্রধান সেনাপতি মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জ আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে তাঁকে ডাকলাম। এবার তাঁকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে হবে। মার্শাল এলে বললাম,

'আমরা যদি ভোরের আগে না ফিরি তা হলে কোন দ্বিধা না করে জেণ্ডা কেল্লা আক্রমণ করবেন। কেল্লায় গিয়ে দাবী করবেন যে আপনি এক্ষুণি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান। যদি রাজা কেল্লায় না থাকেন তবে রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে নিয়ে সোজা রাজধানী স্ট্রেলজোতে চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে রাজকুমারীকে রুরিটানিয়ার বলে ঘোষণা করবেন। রাজ্যের সামারিক বাহিনী যাতে নতুন স্বপক্ষে থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন। রাণীকে রক্ষা করবেন, তার জন্য যুদ্ধে নামতেও কোন ইতস্ততঃ করবেন না।'

'কিন্তু মহারাজ আপনি······?'

'দয়া করে কোন প্রশ্ন করবেন না মার্শাল।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মহারাজ, কিন্তু

আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করব।'

'প্রতিশ্রুতি দিলেন ?'

'হ্যাঁ, মহারাজ।'

'আর আমার কিছু বলবার নেই।' সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করে মার্শাল চলে গেলেন।

এবার ফ্লাভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। হয়ত ওর সঙ্গে আর কোন দিনই দেখা হবে না।

আজকের নৈশ অভিযানের ফলাফল কি হবে তা তো ভবিষ্যতের গর্ভে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হলে হয়ত প্রাণে বেঁচেই ফিরতে পারব না। আর পরিকল্পনা সফল হলে রাজাকে যদি উদ্ধার করা যায়, তাহলেও আমাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। এ ব্যাপারে আর জড়ানো চলবে না। ফ্লাভিয়ার সামনে তো যাওয়া যাবেই না। গেলে নানা রকম মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ফ্লাভিয়ার কাছে গেলাম। আঙুল থেকে আমার আংটি খুলে ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়ে আবেগ ভরা গলায় বললাম,

'যখন রাণী হবে, তখন আর একটা আংটি পরবে, কিন্তু আজকের এই আংটিটাও আঙুলে রেখো।'

'আমি সারা জীবন এ আংটি পরে থাকব। যতদিন বাঁচব, কেউ আমার কাছ থেকে তোমার এই ভালবাসার দান কেড়ে নিতে পারবে না।' ফ্লাভিয়ার মিষ্টি স্বর আবেগে কেঁপে উঠল।

আমার চোখে জল। ফ্লাভিয়া যেন অশ্রু দেখতে না পায়। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ওর কাছ থেকে কোন রকমে বিদায় নিলাম।

সামনে কঠিন কর্তব্য। এখন তো আবেগ বিহ্বল হলে চলবে না।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ — রুপার্ট ও নৈশ পরিকল্পনা করল

রাতটা চমৎকার। আকাশ পরিষ্কার। উজ্জ্বল চাঁদ যেন রূপালী আলোর বন্যায় পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিচ্ছে, আজ কিন্তু এরকমটি না

হলেই আমার পক্ষে ভাল হত। আজ রাতে আমি চাইছিলাম অন্ধকার—ঝড়-ঝঞ্ঝা—দুর্যোগ। দুর্যোগের রাতে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তাম কেল্লার উপর। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। কি আর করা যাবে।

আমার পরিকল্পনা হল সাঁতরে ড্র-ব্রিজ বা সেতুটার কাছে যাওয়া। কেল্লার জানালা থেকে ওরা কি আমাকে দেখতে পাবে? যদি কেল্লার পাঁচিলের ছায়া ধরে সাঁতার কাটতে পারি তবে বোধ করি নিরাপদেই যেতে পারব। অবশ্য তাতেও যে কোন ঝুঁকি নেই তা নয়, কিন্তু সে ঝুঁকির পরোয়া করি না।

'আসল বিপদ হল', স্যাপ্টকে বললাম, 'ফটকের সামনে, সেখানে আপনাকে থাকতে হবে।'

রাত বারোটার সময় স্যাপ্ট, ফ্রিট্জ এবং তাঁদের অনুচরেরা টার্লেনহাইম পল্লী নিবাস থেকে যাত্রা করল। ওরা গেল জঙ্গলের পথে। ওরা কেল্লার সামনে গিয়ে পৌঁছবে পৌনে দু'টো নাগাদ। কিন্তু নয়া কেল্লার ফটক যদি দু'টোর সময় খোলা না হয় তাহলে কি হবে? তাহলে ফ্রিট্জ আমাকে খুঁজবে। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে দু'জনে মিলে নতুন কোন পরিকল্পনা করব। যদি ফ্রিট্জ আমাকে খুঁজে না পায় তবে সে সোজা চলে যাবে টার্লেনহাইম পল্লী নিবাসে। তারপর মার্শাল আর তাঁর সৈন্যদল নিয়ে সে জেণ্ডা কেল্লা আক্রমণ করবে। আমার ধারণা সে দুই রাজাকেই খুঁজে পাবে। তবে খুব সম্ভব জীবিত অবস্থায় পাবে না—পাবে তাঁদের দুটি মৃতদেহ!

সঙ্গীরা চলে যাবার একটু পরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। বেরোলাম একলাই। সঙ্গে নিলাম একগাছা দড়ি আর একটা দড়ির মই। এগুলোর সাহায্যেই পরিখার জলে নামব এবং জল থেকে পাড়ে উঠব। আমি চললাম 'শর্টকাট' পথে। গন্তব্য স্থলে পৌঁছলাম সাড়ে বারোটা নাগাদ। ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখলাম গাছপালার আড়ালে। তারপর দড়ির সাহায্যে নামলাম পরিখার ঠাণ্ডা জলে।

পাঁচিলের ছায়ায় ছায়ায় সাঁতার কাটতে লাগলাম। সাঁতরে যেতে যেতে শুনতে পেলাম কেল্লার ঘড়িতে তিন কোয়ার্টার বাজবার শব্দ।

পৌনে একটা বাজল। সাঁতরে সোজা নলটার কাছে গেলাম। সেটার ছায়ায় চুপচাপ রইলাম কিছুক্ষণ, ড্র-ব্রিজটা নামান রয়েছে। আমার বাঁদিকে প্রায় দশগজ দূরে রয়েছে সেতুটা। আমার উল্টো দিকে ডিউক এবং মাদাম স্থ মোবানের ঘরের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা জানালা পুরোপুরি খুলে গেল।

জানালায় দেখা গেল আঁতোয়ানেৎ স্থ মোবানের মুখ। মাদাম নীচে পরিখার দিকে তাকালেন। তারপর দেখলাম তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল আর একটি মানুষ। ভাবলাম এ নিশ্চয়ই ডিউক মাইকেল। কিন্তু না এতো মাইকেল নয়। এ তো দেখছি রুপার্ট অব হেঞ্জো! এত রাতে মাদামের ঘরে রুপার্ট কেন?

মাদামের গলা শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন, "তুমি যদি না থাম, তবে আমি পরিখার জলে ঝাঁপ দেব"।

'জলটা বড্ড ঠাণ্ডা,' হাসতে হাসতে হালকা গলায় রুপার্ট বলল। তারপর পরিহাসের সুর পাল্টে গলায় আন্তরিকতার পরশ মাখিয়ে সে মাদামকে বলল, 'আঁতোয়ানেৎ, তুমি কেন আমায় ভালবাসবে না? কি করে তুমি কালো মাইকেলের মত একটা লোককে ভালবাসলে? লোকটা মিথ্যেবাদী, অবিশ্বাসী, কাপুরুষ। ওর গুণের কোন কমতি নেই। তোমার মত মেয়ে যে কি করে ওকে ভালবাসল তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'তুমি যা বললে, সে সব কথা মাইকেলকে বলব,' মাদামের গলা শোনা গেল।

'তাকে বলবে! বেশ বলো তুমি তাকে,' হঠাৎ মাদামের গালে চুক্ করে চুমু খেল রুপার্ট।

মাদাম বিরক্ত হয়ে একটু সরে গেলেন।

'আরে শোন শোন···অত রাগ করছ কেন? তোমার কথা শুনলে মাইকেল কিছুই মনে করবে না। মাইকেল চায় রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে। বলব ডিউক আমাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? সে বলেছে যদি আমি ঐ বিদেশী জাল রাজাটাকে মারতে পারি তবে সে

তোমাকে আমার হাতেই ছেড়ে দেবে……কিন্তু আমি তো আর অপেক্ষা করব না। না না……আমার স্বভাবই হল আমি যা চাই, প্রথম সুযোগেই আমি তা নিয়ে নেই।'

দড়াম করে একটা দরজা খুলবার শব্দ শুনতে পেলাম। কালো মাইকেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

'তুমি এখানে কি করছ?'

'আমি দয়া করে ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করছিলাম,' হাসতে হাসতে খুশিয়াল গলায় রুপার্ট জবাব দিল।

'গল্পগুজব করছিলে?'

'উপায় কি!' রুপার্টের গলায় শ্লেষ, 'আপনি তো আর ওঁকে সঙ্গদান করতে আসেন নি। ভদ্রমহিলা খুব বিষণ্ণ বোধ করছিলেন, তাই আমাকে আসতে হল।'

একটুও ভয় পায়নি রুপার্ট। একটুও বিব্রত বোধ করছে না ও। ওর ভাবভঙ্গী যথারীতি বেপরোয়া।

এবার ডিউক জানালার সামনে এসেছে। দেখলাম সে রুপার্টের একখানা হাত ধরল। ক্রুদ্ধস্বরে মাইকেল বলল, 'তুমি কি চাও যে তোমাকে আমি পরিখার জলে ফেলে দেই।'

'চেষ্টা করে দেখুন,' বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রুপার্ট বলল।

ডিউকের সুর পাল্টে গেল। নরম গলায় সে বলল, 'শোন রুপার্ট, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ নেই। ডেশার্ড আর বারসোনিন পাহারায় আছে তো?'

'আছে স্যার।'

'ঠিক আছে। তুমি এবার যেতে পার। দশমিনিটের মধ্যে ড্র-ব্রিজটা তুলে ফেলা হবে। এখন না গেলে তোমাকে সাঁতরে পরিখা পার হয়ে পুরানো কেল্লায় যেতে হবে। যাও এখন ঘুমোও গিয়ে।'

জানালার কাছ থেকে রুপার্টের মূর্তি অদৃশ্য হল। একটা দরজা খুলবার এবং বন্ধ করবার শব্দ শুনতে পেলাম। সেতুর (ড্রব্রিজ)

উপর থেকে রুপার্টের গলা শোনা গেল, 'স্ত গতে ! স্ত গতে ! কোথায় গেলে বাপু, চলে এস···না হলে সাঁতরে পার হতে হবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেতুর উপর দু'জনের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেতুর মাঝামাঝি এসে রুপার্ট থামল, বলল, 'দাও এবার বোতলটা শেষ করে ফেলি। স্ত গতের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে রুপার্ট ঠোঁটের কাছে তুলল, তারপর বিরক্ত ভাবে বলল, 'ধুত্তোর ! তুমি দেখছি সবটাই খেয়ে ফেলেছ······আর একটি ফোঁটাও নেই বোতলের মধ্যে।'

খালি বোতলটাকে পরিখার জলে ছুঁড়ে ফেলল রুপার্ট। পাইপ-টার আড়ালে আমি লুকিয়েছিলাম। আমার খুব কাছেই এসে পড়ল বোতলটা। কোমরের খাপ থেকে রিভলবার বের করে রুপার্ট বোতলটার দিকে গুলি করতে লাগল। তৃতীয় গুলিটা বোতলটাকে ভেঙে দিল। কিন্তু রুপার্টের গুলি চালানো থামল না। সে পাইপটা লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুলি চালাতে লাগল। একটা গুলি প্রায় আমার মাথার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। এত মহা বিপদ হল দেখছি।

সৌভাগ্যক্রমে এসময় একটা গলা শোনা গেল :

'সেতুর উপর থেকে সরে যান······এক্ষুণি সেতু তুলে ফেলা হবে।

দু'জনে দৌড়ে সেতুর শেষ মাথায় চলে গেল। সেতু তুলে ফেলা হল। তারপর চারপাশ নিঝুম—নিস্তব্ধ। সেই নীরবতা ভেঙে কেল্লার ঘড়ি বেজে উঠল। রাত একটা বেজে পনের। হাতে এখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়।

আরো দশ মিনিট কেটে গেল। একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা আসছে পুরানো কেল্লার ফটকের দিক থেকে। একটা ছায়া মূর্তি বেরিয়ে এল ফটক পেরিয়ে। একটু এগিয়ে আসতেই মূর্তিটাকে চিনতে পারলাম। রুপার্ট অব হেঞ্জো ! এত রাতে রুপার্ট আবার কোন মতলবে বেরিয়েছে ? দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রুপার্ট পরিখার দিকে এগোল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে সে পরিখার পাশে এল। জলের কিনারায় এসে সে মুহূর্ত-

কাল থামল। তারপর তরবারীখানাকে ছু'পাটি দাঁতের মধ্যে ধরে নিঃশব্দে জলে নেমে পড়ল। নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে কাটতে সে এগোল নতুন কেল্লার দিকে।

আমিও সাঁতরে ওকে অনুসরণ করতে চাইলাম ওর সঙ্গে লড়াই করতে। আমাদের ছু'জনের মধ্যে যতক্ষণ না একজন নিহত হচ্ছে ততক্ষণ এ দ্বন্দ্ব চলবেই। কিন্তু আপাততঃ লড়াই-এর সাধটা অপূর্ণ রাখতেই হল। আমি এখানে এসেছি রাজাকে উদ্ধার করবার জন্য। এখন কোন মতেই হৈ চৈ করা চলবে না। সুতরাং রুপার্টের দিকে লক্ষ্য রেখে চুপচাপ রইলাম। কি শয়তানী পরিকল্পনা ও করেছে?

নতুন কেল্লায় মোটে একখানা ঘরের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবানের জানালায়। চারপাশ চুপচাপ—কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘড়ির আওয়াজ শোনা গেল। দেড়টা বাজল। আর আধ ঘন্টা। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গলা পর্যন্ত জল। আমি শুনছি······আমি অপেক্ষা করছি।

## বিংশ পরিচ্ছেদ ফাঁদ

অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম, 'রুপার্ট এখন পরিখার ওপারে। এখন রাজাকে পাহারা দিচ্ছে চারটি নয়—তিনটি লোক। ইস্ চাবি-গুলো যদি একবার পেতাম। কিন্তু না, আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে রাত ছু'টো পর্যন্ত। জোহান কি তার প্রতিশ্রুতি রাখবে? সে কি ছুটোর সময় ফটক খুলে দিতে পারবে?

রাত পৌনে ছু'টোয় আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। আঁতোয়ানেতের ঘর থেকে ঝন ঝন করে ভাঙচুরের শব্দ শোনা গেল। আলোটাও নিভে গেল হঠাৎ। রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে আর্ত চীৎকার ভেসে এল আমার কানে।

'মাইকেল······বাঁচাও······বাঁচাও।'

এতো আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবানের আর্তস্বর। কিন্তু মাদামকে

সাহায্য করবার জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না।

পরিখা থেকে উঠে আমি পুরানো কেল্লার ফটকের ছায়ায় দাঁড়ালাম। এখন এই ফটক পথে যেই ছুটে বেরিয়ে যাক না কেন, আচমকা আক্রমণ করে আমি তাকে হত্যা করতে পারব।

'বাঁচাও !···—বাঁচাও মাইকেল !···রুপার্ট অব হেণ্ৎজো আমার ঘরে ঢুকেছে···'

দরজা ভেঙে ডিউক মাইকেল ঢুকল মাদামের ঘরে। দরজা ভাঙবার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপরই শুনলাম দু'খানা তরবারীর সংঘাতের শব্দ। ডিউক আর রুপার্ট যুদ্ধ করছে। দু'পক্ষের চীৎকার শোনা গেল। অঁতোয়ানেতের ঘরের জানালা সম্পূর্ণ খুলে গেল। রুপার্টের পিঠ জানালার দিকে। সে একাই পাঁচ ছ'জন অসিধাবীর সঙ্গে সমান বিক্রমে লড়াই করছে। রুপার্টের উল্লাসভরা চীৎকার শুনতে পেলাম।

'হতভাগা জোহান এ আঘাতটা সামলা !······প্রভু মাইকেল এ আঘাতটা আপনার জন্য ! ক্ষমতা থাকে তো আত্মরক্ষা করুন।' দেখলাম ডিউক পড়ে গেল। জোহানও লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। তা হ'লে কি করে সে দুটোর সময় আমাদের ফটক খুলে দেবে ? হতভাগা রুপার্টটার নৈশ অভিযানের জন্য আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই মাটি হতে বসেছে। ডাকাবুকো লোকটা একাই লড়াই করে চলেছে। যোদ্ধা বটে লোকটা। একখানি তরবারী সম্বল করে ও বিরুদ্ধপক্ষের পাঁচ ছ'জন যোদ্ধাকে বার বার পিছু হটিয়ে দিচ্ছে। ওরা আবার আসছে রুপার্টকে আক্রমণ করবার জন্য। রুপার্ট এক লাফে খোলা জানালার কাছে চলে এল। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, হো হো করে হাসতে লাগল পাগলের মত তারপর শত্রুপক্ষ কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল পরিখার জলে।

আর সেই মুহূর্তে পুরানো কেল্লার ফটক খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে এল দ্য গতে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপর। আমার তরবারী ওর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেল। হতভাগা টুঁ শব্দটি

পর্যন্ত করতে পারল না। ওর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কেল্লার চাবির জন্য আমি ওর দেহ তল্লাশী করতে লাগলাম। একটু খুঁজতেই এক গোছা চাবি পেয়ে গেলাম। ছোট-বড় নানা আকারের চাবি রয়েছে সেই গোছার মধ্যে।

প্রথম দরজাটার তালায় সবচেয়ে বড় চাবিটা লেগে গেল। দরজাটা খুলল। দেখলাম এক সার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এই পথেই রাজা যে ঘরে বন্দী রয়েছেন ভূগর্ভের সেই বন্দীশালায় যাওয়া যাবে। আলোটা নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। দেখা যাক কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কিনা। আশা করাটা নিস্ফল হল না। গলার স্বর শুনতে পেলাম। স্বর আসছে নীচের দিক থেকে। রাজার ঘরের প্রহরীরা কথা বলছে।

'ব্যাপার কি ? কি সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে ?' একজনের গলার স্বর শোনা গেল।

'রাজাকে কি তাহলে এখনই মেরে ফেলব ?' দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করল।

'আরে না না, আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। তাড়াতাড়ি করে খুন-খারাবী করে শেষটায় ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি।'

এবার ডেশার্ডের স্বর পরিষ্কার বোঝা গেল।

নীচের ঘরখানার দরজা খোলা। খোলা দরজা পথে বারসোনিন-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ধুত্তোর! সিঁড়ির মাথার আলোটাও নিভে গিয়েছে। উপরে ঘুটঘুটে অন্ধকার······কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

সেই মুহূর্তেই আমি সক্রিয় হয়ে উঠলাম। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে খোলা দরজা পথে ঢুকে বারসোনিনের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শয়তানটা বোধ করি অবাক হবার সুযোগও পেল না। বাধা দেবার কোন চেষ্টা করবার আগেই ওর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। তারপর ডেশার্ডের দিকে ফিরলাম। কিন্তু সে এঘরে নেই। রাজাকে হত্যা করবার জন্য সে পাশের ঘরে ছুটে গিয়েছে।

বিদ্যুৎগতিতে তাকে অনুসরণ করলাম। দেরী হয়ে গিয়েছে। পাশের ঘরে গিয়ে হয়ত দেখব পাষণ্ডটা রাজাকে মেরে ফেলেছে! ইস্, তাহ'লে আর আফশোস রাখবার জায়গা থাকবে না। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রাজা নিহতই হতেন যদি না ডাক্তার তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন। ডাক্তার ঝাঁপিয়ে পড়লেন মারমুখী ডেশার্ডের উপর। কিছুটা সময় আটকে রাখলেন খুনেটাকে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? একদিকে মারমুখী সশস্ত্র ডেশার্ড অন্যদিকে নিরীহ নিরস্ত্র ডাক্তার। ডাক্তারের প্রতিরোধটা হল নিতান্তই স্বল্পকালীন। আমি যখন বন্দীশালায় ঢুকলাম তখন ডেশার্ড ডাক্তারের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তার তরবারী ঢুকে গিয়েছে ডাক্তারের বুকের ভিতর। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ডাক্তার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। দেখলেই বোঝা যায় তাঁর মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই।

আমার দিকে ফিরে ডেশার্ড পৈশাচিক উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

'আরে নাটুয়া, এবার তোকে বাগে পেয়েছি!'

'আয় শয়তান, দেখি তোর কতখানি হিম্মত.' আমি গর্জন করে উঠলাম।

সুরু হল অসীযুদ্ধ। তরবাবীর ঝংকারে ছোট ঘরখানা যেন সরব হয়ে উঠল। দু'জনেই লড়তে লাগলাম প্রচণ্ড ভাবে। এবার হয় এস্পার না হয় ওস্পার! না না আমাকে হেরে গেলে চলবে না। আমি হারলে বা আমি মরলে পর মুহূর্তে রাজাও নিহত হবেন। কিন্তু ডেশার্ড তো আমার থেকে দক্ষ অসীযোদ্ধা। ধীরে ধীরে সে আমাকে কোণঠাসা করে ফেলল। আমার পিঠ এখন দেওয়ালে, আর পিছু হটবার জায়গা নেই। আমার বাঁ হাতে খুব চোট লেগেছে। মরীয়া হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু হাতখানা বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। আমি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি।

এই রকম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্বয়ং রাজা যদি আমাকে সাহায্য

করবার জন্য সক্রিয় না হয়ে উঠতেন, তবে ডেশার্ডের হাতেই আমার মরণ হত। রাজা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর পক্ষে এখন নড়াচড়া করাই মুশকিল। তবু কোন রকমে তিনি বিছানা থেকে উঠলেন। রাজার হাত বাঁধা। একটি কাজই তিনি করতে পারলেন। ধাক্কা দিয়ে তিনি একটা চেয়ার ঠেলে দিলেন ডেশার্ডের পায়ের কাছে।

'ভাই রুডলফ। এ যে দেখছি ভাই রুডলফ! আমি···আমি তোমাকে সাহায্য করব', রাজা চীৎকার করে উঠলেন। ওঁর কণ্ঠস্বর কি করুণ!

বিদ্যুতবেগে রাজার দিকে ফিরে ডেশার্ড তরবারীর মাথা দিয়ে রাজাকে আঘাত করল। দুর্বল কণ্ঠে আর্তনাদ করে রাজা ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। আবার বিদ্যুতগতিতে আমার দিকে ফিরল ডেশার্ড। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আর বোধ হয় বাধা দিতে পারব না ওকে। আমার অন্তিম সময় বোধ হয় এসে গেল। কিন্তু জয় ভগবান! ডেশার্ডের পা পিছলে গেল ডাক্তারের রক্তে। রক্তে ঘরের মেঝের ওদিকটা পিছল হয়ে গিয়েছিল। এই আমার সুযোগ। ডেশার্ড টাল সামলে নেবার আগেই আমার তরবারী তার গলা ভেদ করে চলে গেল। অবরুদ্ধ স্বরে আমাকে অভিশাপ দিয়ে ওর প্রাণহীন দেহটা পড়ে গেল রাজভক্ত ডাক্তারের নিস্প্রাণ দেহের উপর।

রাজা জীবিত না মৃত? আমাদের এত চেষ্টা কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল? একলাফে রাজার কাছে গেলাম। রাজার মাথায় আঘাত লেগেছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। নীচু হয়ে রাজার বুকের উপর কান পাতলাম। না, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। বেঁচে আছেন।······রাজা বেঁচে আছেন! তারপর আর একটা শব্দ শুনতে পেলাম। শুনে আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও দ্রুততর হয়ে উঠল। শব্দটা ড্র-ব্রিজ পাতবার। পরিখার উপর ড্র-ব্রিজ ফেলা হচ্ছে। কে ফেলছে? কারা ফেলছে? স্যাপ্ট না আমাদের

শত্রুপক্ষ? যদি স্যাপ্ট হন তবে আমরা জিতেছি; আর···আর যদি শত্রুপক্ষ হয় আমার অন্তিম কাল আসন্ন।

আমার আঘাতটা বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। অতিরিক্ত রক্ত পাতের ফলে শরীরটা বড্ড দুর্বল—বড্ড অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মনে হল এক্ষুণি বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাব। কোন রকমে নিজের আহত আর অবসন্ন শরীরটাকে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। নিজের শরীরটাই এখন আমার কাছে একটা বিরাট বোঝা হয়ে উঠেছে। বাইরের ঘরে এসে একটু থামলাম। মেঝেতে পড়ে থাকা একটা রিভলবার কুড়িয়ে নিলাম। কি করে যে ক্লান্তদেহে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠলাম, তা নিজেই বলতে পারব না। আমার শরীরের শক্তি বুঝি শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন যা করছি তা নিছক মনের জোরেই করছি। সিঁড়ির মাথায় এসে থামলাম। রুপার্টের আনন্দ-উচ্ছল খুশিয়াল হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। হাসির তরঙ্গ আসছে সেতুর উপর থেকে। সেতুর উপরে রুপার্ট অব হেন্‌ৎজো! তাহলে সব শেষ! আমার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ! এত চেষ্টা এত আয়োজন করেও আমরা শেষ রক্ষা করতে পারলাম না! আমার অবসন্ন দেহটা লুটিয়ে পড়ল পুরানো কেল্লার ফটকের সামনে।

## *একবিংশ পরিচ্ছেদ* — *অরণ্যে মুখোমুখি*

আমার নৈরাশ্য মুহূর্তকাল স্থায়ী হল। রুপার্টের হাসির শব্দ যেন আমার অবসন্ন দেহে নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করল।

'হিম্মত থাকলে চলে এস। সেতু পাতা রয়েছে। আমিও অপেক্ষা করে আছি। ডিউক কোথায়? তাঁকে ডাকো। আসতে বল তাঁকে। নারী বীরভোগ্যা। ক্ষমতা থাকে তো লড়াই করে আঁতোয়ানেৎকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিক?'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেতুর উপর কোন দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে তা দেখবার জন্য সেদিকে তাকালাম। প্রথমটা কিছুই দেখতে

পেলাম না। লণ্ঠন আর মশালের তীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই সেই উজ্জ্বল আলো চোখে সয়ে গেল। দৃশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠল।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! দেখে অবাক হলাম। অবাক হবারই কথা। সেতুটাকে আবার যথাস্থানে পাতা হয়েছে। সেতুর এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ডিউক মাইকেলের ক'জন অনুচর। তাদের দু'তিনজনের হাতে লণ্ঠন আর জ্বলন্ত মশাল। এই আলোই আমার দু'চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। তিন-চার জনের হাতে বর্শা। ওরা এক জায়গায় জটলা করছে। বর্শাগুলো সামনে বাগিয়ে ধরা হলেও বর্শাধারীদের মুখ একই সঙ্গে বিবর্ণ ও উত্তেজিত। দেখে মনে হচ্ছে ওরা খুব ভয়ও পেয়েছে। শঙ্কা-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে ওরা তাকিয়ে রয়েছে একটি লোকের দিকে। লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সেতুর মাঝামাঝি। তার হাতে উন্মুক্ত তরবারী। রুপার্ট······হ্যাঁ রুপার্ট অব হেণ্ট্জোই দাঁড়িয়ে আছে সেতুর মাঝখানে—খোলা তরবারী হাতে। ওর পরণে ট্রাউজার, গায়ে সার্ট। সাদা লিনেনের পোষাক রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রুপার্টের স্বচ্ছন্দ এবং সহজ ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে হয় ওকে কেউ স্পর্শ করতে পারেনি, নাহয় বড় জোর ওর গায়ে তরবারীর কয়েকটা আঁচড় লেগেছে মাত্র।

রুপার্ট একা, কিন্তু সে সদর্পে রণহুঙ্কার দিচ্ছে। ডিউকের অনুচরেরা কেউ সাহস করে এগিয়ে আসতে পারছে না তার দিকে। তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে রুপার্ট চীৎকার করে উঠল,

'কিরে তোরা দেখছি কাপুরুষেরও অধম। এতগুলো লোক মিলে একটা লোকের সঙ্গে লড়াই করতে সাহস করছিস না?'

মাইকেলের অনুচরদের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

'বেশ তো, তোরা সাহস না করিস তোদের মনিব মাইকেলকে দে···দেখি তার কত সাহস···কতখানি হিম্মত!'

মাইকেলের অনুচরদের ভয় আর কাটছে না। তারা আতঙ্কভরা

চোখে তাকিয়ে রয়েছে রুপার্টের দিকে। জোহানও রয়েছে তাদের মধ্যে।

এই আমার সুযোগ। এখন একটি গুলি খরচ করলেই রুপার্টের লীলাখেলা শেষ হবে। ও জানেও না সেতুর এ মাথায় আমি রয়েছি। কিন্তু গুলি করলাম না। ওকে আমি ন্যায় যুদ্ধেই পরাজিত এবং নিহত করতে চাই। তাছাড়া কি ঘটতে যাচ্ছে তা দেখবার জন্যও আমার মনে কৌতূহল জেগে উঠেছিল।

'এই মাইকেল! এই কুত্তা! সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়··· আমার সঙ্গে লড়াই কর···' রুপার্ট চীৎকার করে উঠল।

নারীকণ্ঠে তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠল, 'মরে গিয়েছে···ও মরে গিয়েছে। শয়তান···নেমকহারাম···তুই ওকে মেরে ফেলেছিস! ও নেই! ও মরে গিয়েছে!···।'

'মরে গিয়েছে!' রুপার্ট চীৎকার করে উঠল, 'তা হলে আমিই জিতেছি।'

পাগলের মত হো হো করে হেসে উঠল রুপার্ট তারপর মাইকেলের আতঙ্ক-বিহ্বল অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বীরপুরুষেরা এবার তোদের লাঠি-সোঁটা-বল্লম ফেলে দে, এখন আমিই তোদের প্রভু।'

ভীত অনুচররা হয়ত তা-ই করত। এমন সময় নতুন প্রাসাদের দিক থেকে চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। জয় ভগবান! কর্নেল স্যাপ্ট তাঁর দলবল নিয়ে ওখানে পৌঁছে গিয়েছেন। নয়া কেল্লা এখন আমাদের দখলে। মনে হল মাইকেলের অনুচরেরা আমার দলের কোলাহল শুনতে পায়নি। তাদের কাছেই তখন অন্য আর এক দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল। এক শ্বেতবসনা নারী জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে সামনে এগিয়ে এল। এ নারী আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান। মাদামের চুল খোলা। বাঁধন-হারা কালো চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের উপর। তাঁর মুখ মৃত্যু-পাণ্ডুর। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। কম্পমান হাতে একটা রিভলবার। সেতুর উপর দিয়ে পাগলের

মত ছুটে এসে রুপার্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন মাদাম। কিন্তু কাঁপা হাতে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমার মাথার উপরে ফটকের কাঠের উপর এসে গুলিটা লাগল। সুন্দর কারুকর্মটি বুঝি নষ্টই হয়ে গেল!

বেপরোয়া রুপার্ট হেসে উঠল। সুরেলা হাসি। শয়তানটার মনে যে কোন চিন্তা-ভাবনা আছে তা-ই মনে হল না।

উত্তেজনা সামলে নিয়ে মাদাম অনেকটা শান্ত হলেন। এখন তিনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর শরীরটা যেন রক্ত মাংসের নয়, যেন পাথরের তৈরী একটা অনমনীয় প্রতিমূর্তি। ধীরে ধীরে মাদাম হাত তুললেন। তাঁর চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। রুপার্টকে লক্ষ্য করে তিনি আবার রিভলবার তাক করলেন। এবার গুলি করলে মাদাম আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন না বলেই মনে হয়।

রুপার্ট কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কি পাগল? উদ্যত রিভলবারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া পাগলামি ছাড়া আর কি। এখন আত্মরক্ষার জন্য হয় ওকে গুলির ঝুঁকি নিয়েও মাদামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, না হয় আমার দিকে পিছু হঠতে হয়। পিছনে আমি তো সশস্ত্র অবস্থায় তৈরী হয়েই রয়েছি। এবার আর শয়তানটার নিস্তার নেই।

কিন্তু রুপার্ট কোনটাই করল না। মাদাম তাঁর লক্ষ্য স্থির করবার আগেই সুতনু রুপার্ট চমৎকার ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে মাদামকে অভিবাদন করল তারপর আঁতোয়ানেৎ বা আমি তাকে থামাবার আগেই সে সেতুর পাশের নীচু হাল্কা পাঁচিলে হাতের ভর দিয়ে পরিখার জলে ঝাঁপ দিল। বিদ্যুতগতিতে রুপার্ট ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ওর এই মনোরম ভঙ্গীমা সত্যিই চমৎকার। তারিফ না করে পারলাম না।

সেই মুহূর্তে অনেকগুলি ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এ স্বর আমি চিনি—এতো কর্নেল স্যাপ্টের গলা।

'এতো ডিউক মাইকেল……ডিউক দেখছি মারা গিয়েছে!'

এই স্বর শুনে বুঝতে পারলাম রাজার কাছে যাবার প্রয়োজন

ফুরিয়ে গিয়েছে। আমার আর রাজার কাছে যাবার দরকার নেই। হাতের রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে আমি সেতুর উপর লাফ দিয়ে উঠলাম। দূর থেকে উত্তেজিত এবং বিস্মিত স্বর শোনা গেল—'রাজা !—এই তো রাজা !'

যাক, আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। রাজভক্ত সৈনিকেরা রাজাকে খুঁজে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের আকাশে ঘনিয়ে এল দুশ্চিন্তার একখানা ঘন কালো মেঘ। রাজা বেঁচে আছেন তো ! আমাদের এত পরিকল্পনা—এত আয়োজন ব্যর্থ হল না তো !

তারপর রুপার্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমিও তরবারী হাতে পরিখার জলে ঝাঁপ দিলাম। রুপার্টের সঙ্গে আমার বিবাদটা এবার চুকিয়ে ফেলতে হবে। ওর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমার মনে স্বস্তি নেই। সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে রুপার্ট। ওর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা আমার কাছ থেকে মোটে পনের গজ দূরে।

শয়তানটা স্বচ্ছন্দে দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আহত হাতখানায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যেন অর্ধেক পঙ্গু হয়ে পড়েছি। সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি রুপার্টকে ধরতে পারলাম না। আমি নিঃশব্দে ওর পিছনে সাঁতার কেটে এগোতে লাগলাম। কিন্তু পুরানো কেল্লার বাঁক পেরিয়ে এগিয়ে যাবার সময় আমি চীৎকার করে উঠলাম,

'থামো, রুপার্ট থামো !'

একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রুপার্ট, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করল না। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল। এবার সে পরিখার কিনারায় উঁচু বাঁধের তলায় পৌঁছে গিয়েছে। ও বোধ হয় উপরে উঠবার সুবিধাজনক জায়গা খুঁজছে। জানি সে রকম কোন জায়গা নেই—কিন্তু আমি যে দড়িটা উপর থেকে পরিখার জলে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা এখনও ঝুলছে। আমার আগেই রুপার্ট দড়িটার কাছে পৌঁছে যাবে। আমার আগে ও দড়িগাছার কাছে না পৌঁছতে

পারলেই ভাল হয়, যেটুকু শক্তি এখনও আমার মধ্যে রয়েছে তা-ই সংহত করে এগিয়ে চললাম।

হা কপাল! রুপার্ট তো দড়িগাছা দেখতে পেয়েছে! ওর গলা থেকে একটা চাপা উল্লাসের শব্দ বেরিয়ে এল। এ উল্লাস বিজয়ের। দড়ি ধরে রুপার্ট উপরে উঠতে লাগল। আমি তখন ওর কাছাকাছি এসে গিয়েছি। শুনলাম ও বিড়বিড় করে বলছে, 'এ দড়িগাছা আবার এখানে এল কোথা থেকে?'

আমি যখন ওখানটায় পৌঁছলাম তখন রুপার্ট অর্ধেকটা উঠে গিয়েছে। দড়ি ধরে ও শূন্যপথে দোতুল্যমান, এবার ও আমাকে দেখতে পেল কিন্তু আমি ওর কাছে পৌঁছতে পারলাম না।

'কে? কে ওখানে?' চমকানো গলায় রুপার্ট চীৎকার করে উঠল।

আমার বিশ্বাস, মুহূর্তের জন্য হলেও রুপার্ট আমাকে রাজা বলে ভুল করেছিল। চাঁদের আলোয় আমার ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ আর পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখে এরকম ভুল করাটা খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই ও আমাকে চিনতে পেরে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'আরে এ যে দেখছি সেই নাটুয়া! তা অভিনেতা, তুমি এমন সময়ে এখানে এলে কি করে?'

একথা বলতে বলতে রুপার্ট একলাফে পরিখার পারে উঠে গেল। দড়িগাছা ধরে উপরে উঠতে গিয়ে আমি থেমে গেলাম। উপরে—পরিখার উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে রুপার্ট। তার হাতে খোলা তরোয়াল। এরকম অবস্থায় আমার দড়ি ধরে উপরে উঠবার প্রচেষ্টাটা মোটেই নিরাপদ নয়। যখন উঠব তখন তরবারীর এক ঘা দিয়ে রুপার্ট আমার মাথাটাকে দু'ভাগ করে দিতে পারে। আমার বুকে আঘাত করে হৃৎপিণ্ডটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে ও। এখানে কে আটকাচ্ছে ওকে। আমাকে একটু বেকায়দায় পেলে ও ছেড়ে কথা বলবে না। সুতরাং দড়িটা আঁকড়ে ধরেও ছেড়ে দিলাম।

'কি হল নাটুয়া ভয় পেলে নাকি? বললে না তো কি করে এলে এখানে?'

'যে ভাবেই আসি না কেন তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' আমি উত্তর দিলাম, 'ঘটনা হচ্ছে আমি এসেছি এবং একটা বোঝাপড়া করবার জন্য আমাকে কিছুক্ষণ থাকতেও হবে এখানে। তোমার সঙ্গে হিসেব নিকেশটা এখনও বাকী রয়েছে কিনা।'

'তাই নাকি!' আমার দিকে তাকিয়ে রুপার্ট সুরেলা গলায় হেসে উঠল।

হঠাৎ পুরানো কেল্লায় ঘণ্টা বেজে উঠল। উদ্দাম ভাবে বেজে চলল ঘণ্টা। পরিখার ওপার থেকে চীৎকার এবং হৈ চৈ-এর শব্দ শোনা গেল।

রুপার্ট আবার হাসল, আমার দিকে হাত নেড়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারলে আমিও খুশি হতাম নাটুয়া, কিন্তু দুর্ভাগ্য এখন এখানকার হাওয়া আমার পক্ষে খুবই গরম হয়ে উঠেছে ···কাজেই হিসেব-নিকেশটা আপাততঃ তোলা রইল। এখনকার মত বিদায়।'

বাঁধের উপর থেকে রুপার্ট অদৃশ্য হল। পরমমুর্তেই বিপদের কথা না ভেবে দড়িগাছা ধরে আমি উপরে উঠে এলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম রুপার্ট হরিণের মত ছুটছে। ও ছুটছে বনভূমির দিকে— নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। আমার কাছ থেকে ওর দূরত্ব এখন তিরিশ গজের বেশী নয়। ডাকাবুকো রুপার্ট তাহলে একবারের জন্য হলেও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। আমিও মাটিতে পা রেখেই ওর পিছু পিছু ছুটলাম। চীৎকার করে ওকে থামতে বললাম। কিন্তু ও থামল না—আমার কথায় কানই দিল না। একটা তেজীয়ান ঘোড়ার মত ও ছুটছে বনভূমি লক্ষ্য করে। প্রতিটি মুহূর্তে—প্রতিটি পদক্ষেপে ওর সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বসংসারের আর সব কিছু ভুলে গিয়ে আমি প্রাণপণে রুপার্টের পিছনে ছুটলাম। আমার সমস্ত মন জুড়ে তখন দু'টি চিন্তা—রুপার্টকে ধরতে হবে, ওর রক্ত চাই।

এই রক্ত-তৃষ্ণাই বোধ করি আমার-ক্লান্ত দেহটাকে ছুয়েটি নিয়ে চলল ঐ মহাপাষণ্ডটার পিছু পিছু। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ছায়াময় বনভূমি আমাদের দু'জনকেই গ্রাস করে ফেলল।

এখন রাত তিনটে। নতুন দিনের আগমন আসন্ন। আমি এবার একটা লম্বা ঘাসে ঢাকা পথের উপর এসে পড়েছি। আমার কাছ থেকে মোটে একশো গজ দূর দিয়ে তরুণ রুপার্ট হরিণের মত ছুটছে। ভোরের বাতাসে ওর মাথার কোঁকড়া চুলের রাশি উড়ছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। ছুটতে ছুটতে আমার হাঁফ ধরে গিয়েছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে বুকটা বুঝি ফেটেই গেল। রুপার্ট ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আমাকে, মুচকি হেসে হাত নাড়ল। দম নেবার জন্য আমাকে একটু থামতে হয়েছিল। সেটুকু সময়ের মধ্যেই রুপার্ট তীর বেগে ডান দিকে ঘুরে আমার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

ভাবলাম সব শেষ, নিজের উপরেই প্রচণ্ড বিরক্ত হলাম। এত চেষ্টা করেও শয়তানটকে ধরতে পারলাম না—পারলাম না ওর সঙ্গে হিসেব-নিকেশটা চুকিয়ে ফেলতে। গভীর ক্লান্তিতে এবং নিরাশায় আমি ঘাসে ঢাকা পথের উপরই শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই আমাকে ভূমি-শয্যা থেকে লাফিয়ে উঠতে হল। লাফিয়ে উঠলাম নারীকণ্ঠের এক তীব্র-তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে। শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তা সংহত করে রুপার্ট যে দিকে বাঁক নিয়ে আমার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল সে দিকে ছুটে গেলাম।

ডান দিকে বাঁক নেবার পর রুপার্টকে আবার দেখতে পেলাম। কিন্তু হায় কপাল! এবারও সে আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। ওকে যখন দেখলাম, তখন ও একটি মেয়েকে তার ঘোড়া থেকে তুলে নামিয়ে দিচ্ছিল। নিঃসন্দেহে এই মেয়েটির আর্তনাদই আমি শুনতে পেয়েছিলাম। মেয়েটিকে দেখে মনে হল সে চাষীর ঘরের মেয়ে। তার হাতে একটা ঝুড়ি। ও বোধ করি আনাজপত্র নিয়ে জেণ্ডার বাজারের দিকে যাচ্ছিল। ভোরের বাজারটা ধরতে পারলে আনাজপত্র

ভাল দামে বিকিয়ে যাবে। ওর আর্তনাদের মাঝখানেই রুপার্ট ওকে মাটিতে নামিয়ে দিল। ওকে দেখে মেয়েটা দারুণ ভয় পেয়েছে। তা ভয় পাবারই কথা। এই এলাকায় রুপার্টকে চেনে না এমন নারী-পুরুষ নেই। রুপার্ট ওর সঙ্গে কোন অভদ্র আচরণ করল না।

বরং একটু হেসে কোমল গলায় মেয়েটিকে বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ে—সোনা মেয়ে। রাগ করো না—আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু তোমার এই ঘোড়াটা আমার চাই……আমাকে এটা নিতেই হবে……তুমি বরং এই টাকা কটা রাখ, সোনার টাকা।'

কথা কটি বলে রুপার্ট মেয়েটিকে চুমু খেয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে বসল। ও আবার ছুটবার জন্যই তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু আমাকে দেখে থেমে গেল। রুপার্ট আমার জন্য অপেক্ষা করছে—আর আমিও তো ওর জন্যই অপেক্ষা করছি। এইবার বোধ হয় ওর সঙ্গে হিসেব-নিকেশটা শেষ হবে!

ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে এল রুপার্ট, তারপর হাত তুলে জিজ্ঞেস করল,

'তুমি প্রাসাদে কি করছিলে নাট্য়া?'

'আমি তোমার তিন বন্ধুকে খতম করেছি।'

'কি! তুমি বন্দীশালায় গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিলাম।

'আর রাজা?'

'ডেশার্ড তাঁকে আহত করেছিল কিন্তু তারপর আমিও ঐ শয়তান ডেশার্ডটাকে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে দিয়েছি। রাজা বেঁচে থাকলে এখন অনুগত অনুচরদের মধ্যে নিরাপদেই রয়েছেন।'

'নাটুয়া তুমি একটি নির্বোধ। তোমার মত রাম বোকা আমি জীবনে দেখি নি,' মুচকি হেসে রুপার্ট বলল।

'কেন বল দেখি?'

'তুমি নিজেই রাজ্য ভোগ করতে পারতে, রাজকন্যা ফ্লাভিয়াও তোমারই হত।'

'তোমার দৃষ্টিভঙ্গীতে হয়ত আমি নির্বোধই, কিন্তু আমারও একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে।'

'সেটা কি রকম শুনতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই, আমার কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্মানের প্রশ্নটাই বড়।'

'ও তুমি তো দেখছি একটা সেকেলে বস্তাপচা আদর্শের ধ্বজাধারী,' বিদ্রূপের সুরে রুপার্ট বলল।

'যাক সে কথা, এ সব নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। শোনো, আমি আর একটা কাজও করেছি,' আমি বললাম।

'কি কাজ ?'

'খতম করবার সুযোগ পেয়েও তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। কেন দিয়েছি জান ? তোমার সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা করবার জন্য।'

'কবে ? কখন ?' রুপার্টের কণ্ঠে এবার সত্যিই অকৃত্রিম বিস্ময়।

'তুমি যখন সেতুর উপর দাঁড়িয়ে ডিউক মাইকেল আর তার অনুচরদের উদ্দেশ্যে রণহুংকার দিচ্ছিলে তখন আমি তোমার পিছনেই ছিলাম। আমার হাতে রিভলবারও ছিল। তখন একটি গুলি খরচ করলেই তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হতো।'

'তাই নাকি ! তা হলে তো দেখছি আমি আগুনের বেড়াজালের মধ্যে পরেছিলাম। তা তোমার এতটা দয়া করবার কারণটা কি ?' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে রুপার্ট বলল।

'এ প্রশ্নের উত্তর তো আগেই দিয়েছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আগেই দিয়েছ। তুমি আমার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে চাও। বহুত আচ্ছা। আমার তাতে কোন আপত্তিই নেই।'

'বেশ, শুনে সুখি হলাম। এবার তা হলে ঘোড়া থেকে নেমে এস। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়াটা এখনই হয়ে যাক।'

'একজন মহিলার সামনে !' চাষী মেয়েটির দিকে আঙুল তুলে রুপার্ট বলল, 'ছি ছি মহারাজ !' রুপার্টের কণ্ঠ থেকে তীব্র শ্লেষ আর বিদ্রূপ যেন ঝরে পড়ল।

পাগলের মত ছুটে গেলাম রুপার্টের দিকে। দারুণ ক্রোধে তখন আমি জ্ঞানহারা। কি করতে যাচ্ছি, তা বুঝি নিজেই জানি না। রুপার্ট বোধ করি মুহূর্তের জন্য বিচলিত হল। তারপর সে ঘোড়ার লাগাম টেনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। নির্বোধের মতই আমি ছুটে গেলাম। আমার তখন মনেই ছিল না যে আমি আহত—আমার শরীরটা ক্লান্ত-অবসন্ন। রুপার্টের ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে আমি ওকে আঘাত করলাম। আমার আঘাতটা এড়িয়ে রুপার্ট এবার আমার দিকে জোর কদমে এগিয়ে এল। আত্মরক্ষার জন্য আমি কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। তারপর আবার ছুটে গেলাম ওর দিকে। এবার আমার তরবারী ওর মুখ স্পর্শ করল। ধারালো ফলার আঘাতে ওর গাল কেটে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। ওর রক্ত দেখে আমার উল্লাস বেড়ে গেল। আমি উন্মাদের মত হেসে উঠলাম। রুপার্ট পাল্টা আঘাত করবার আগেই আমি পিছিয়ে গেলাম। আমার আক্রমণের তীব্রতা দেখে ও বোধ করি খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে ও আমাকে মেরেই ফেলত। নিতান্ত অবসন্ন হয়ে আমি হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়লাম। আমি হাঁফাচ্ছি······আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে······আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। শরীরে আর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই। এখন যদি রুপার্ট আমার উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যায়, তবে আমার আর কিছু করবার থাকবে না। প্রতি মুহূর্তে আমি সে রকম বিপর্যয়ই আশংকা করছিলাম।

রুপার্ট আমার উপর চড়াও হত ঠিকই এবং তা হলে আমাদের একজন অথবা দুজন নিশ্চিতই মারা পড়তাম। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম। রাখে যীশু মারে কে। ঠিক সেই সময়েই আমার পিছনে একটা চীৎকার শোনা গেল।

পিছন ফিরে দেখলাম বাঁকের মুখে একজন অশ্বারোহী। সে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার এক হাতে উদ্যত রিভলবার।

'কে ? কে আসছে ? শত্রু না মিত্র ?'

আর একটু এগিয়ে আসতেই অশ্বারোহীকে চিনতে পারলাম। জয় ভগবান ! এ যে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু রাজভক্ত ফ্রিট্‌জ ফন টারলেন-হাইম। রুপার্টও দেখল ফ্রিট্‌জকে। বুঝল আপাততঃ তার খেল খতম। একটু ঝুঁকে পড়ে কপাল থেকে ঝুরু ঝুরু চুলগুলি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,

'হল না নাটুয়া। এবারেও আমাদের বোঝাপড়াটা শেষ করা গেল না। চিন্তা নেই আমাদের আবার দেখা হবে। বোঝাপড়াটা শেষ পর্যন্ত মুলতুবী রইল।'

ওর গাল থেকে রক্ত ঝরছে, কিন্তু ঠোঁটে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মত হাসি। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীমায় ও নড়চড় করছে—যেন কিছুই হয়নি। মাথা ঝুঁকিয়ে ও আমাকে অভিবাদন করল—অভিবাদন করল কৃষক মেয়েটিকে তারপর ফ্রিট্‌জকে লক্ষ্য করে হাত নাড়াল। ফ্রিট্‌জ ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

গুলি একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। লাগল গিয়ে রুপার্টের হাতের তরোয়ালে। একটা কঠিন শপথ উচ্চারণ করে তরোয়ালখানা ফেলে দিল। তারপর তীব্র বেগে ঘোড়া ছোটাল।

কি মানুষ ! কি বীর ! কি সুদর্শন ! অথচ কি দুষ্টু। কতবড় পাষণ্ড।

ঘাসে ঢাকা পথটা ধরে রুপার্টের ঘোড়া ছুটল। মনে হচ্ছিল ও যেন মনের খুশিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। কিছুই যেন হয়নি ওর, মুখের সাংঘাতিক আঘাত, ঝর ঝর করে রক্তপাত—এসব যেন কিছুই নয় ওর কাছে।

বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সুদর্শন শয়তান রুপার্ট অব হেঞ্জো। বেপরোয়া, জঙ্গী, কান্তিমান অথচ আচরণে কুৎসিত আনন্দোচ্ছল অথচ ইতর এখনও অপরাজিত। দুরন্ত মহাশয়তান আবার চলে গেল আমার নাগালের বাইরে। ছুটে গিয়ে ওকে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব। ছুটন্ত ঘোড়ার সঙ্গে কোন মানুষ ছুটে পাল্লা দিতে পারে ?

গভীর নৈরাশ্যের সঙ্গে আমি আমার তরবারিখানা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললাম। লুটিয়ে পড়লাম ঘাস-ঢাকা পথের উপর।

টগবগিয়ে ফ্রিট্জ এসে পড়ল আমার কাছে।

'ক্যাপ্টেন ফ্রিট্জ, থামবেন না···ছুটুন, ঐ শয়তানটার পিছনে ছুটুন,' আমি চীৎকার করে উঠলাম।

কিন্তু ফ্রিট্জ থামল। ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল আমার কাছে। আমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে সে আলতো ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আর তখনই ডেশার্ড আমাকে যে আঘাত করেছিল সেই ক্ষতস্থান থেকে নতুন করে রক্ত ক্ষরণ সুরু হল। আমার রক্তে ভিজে গেল মাটি। ফ্রিট্জের সামরিক পোষাকেও রক্তের দাগ লেগে গেল।

'তাহলে আপনার ঘোড়াটা আমাকে দিন,' আমি টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার গা থেকে ফ্রিট্জের হাত সরিয়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমি ঘোড়াটার দিকে ছুটলাম। কিন্তু পারলাম না—ঘোড়ায় চাপতে পারলাম না। পা টলে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখে আঁধার দেখলাম। উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম ফ্রিট্জের ঘোড়াটার পাশেই।

অন্ধকার! রন্ধকার! সবই এখন অন্ধকার!

সম্বিৎ ফিরল একটু পরেই। ফ্রিট্জ ঝুঁকে আছে আমার উপর। কোমল ভাবে সে আমার মুখ মুচ্ছিয়ে দিচ্ছে। ঠিক যেন মা মুছিয়ে দিচ্ছেন অসুস্থ ছেলের মুখ।

'ফ্রিট্জ,' দুর্বল স্বরে আমি বললাম।

'বলুন—বলুন প্রিয়বন্ধু,' স্নেহভরা কোমল গলায় ফ্রিট্জ সাড়া দিল। ও যেন এখন আর সামরিক অফিসার নয়—ও যেন এখন সেবাপরায়ণা মমতাময়ী নারী।

'ফ্রিট্জ রাজা······রাজা বেঁচে আছেন?' আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্রিট্জ রুমাল দিয়ে আমার ঠোঁট দুটি মুছিয়ে দিল গভীর মমতার

সঙ্গে, তারপর ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে চুমু খেল।

'হ্যাঁ, রাজা বেঁচে আছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে বীর পুরুষ রাজাকে উদ্ধার করেছে—রাজার জীবনকে রক্ষা করেছে।'

কৃষক মেয়েটি আমাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে কাঁদছিল ভয়ে এবং বিস্ময়ে। আমিও আনন্দে চীৎকার করে উঠতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম মা। গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। আমি যে কেবল দারুণ ক্লান্ত তাই নয়, আমার সমস্ত শরীরটা যেন ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে। ফ্রিটৃজকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর শরীর থেকে আমি উত্তাপ পেতে চাইছি। উত্তাপ……হ্যাঁ এখন আমার প্রয়োজন উত্তাপ। কিন্তু না আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমার দুটি চোখের পাতা নেমে এল। ঘুম…ঘুম…আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে নেমে আসছে ঘুম-পাড়ানী মাসি-পিসির ঘুমের রথ।

ফ্রিটৃজের সবল দুটি বাহুর বন্ধনের মধ্যেই আমি ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

## *দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ* — *আমি রাজা নই*

পরে, সে রাতে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তা আমাকে বলা হয়েছিল। আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান আমাকে বললেন রুপার্ট অব হেন্জো কি করে তাঁর ঘরে ঢুকেছিল। ডিউক মাইকেলের সঙ্গে রুপার্টের তরোয়ালের লড়াই হয়েছিল, এবং সেই যুদ্ধেই ডিউক মারা পড়েছিলেন। ডিউক মৃত একথা না জেনেই রুপার্ট পরিখার জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। আঁতোয়ানেৎ ডিউক মাইকেলকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন। সে ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। সেই জন্য খুশি রুপার্টকে তিনি সেতুর উপর হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। মাদাম আমাকেও পরিখার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছেন। আমি যে সাঁতার কাটতে কাটতে রুপার্টের অনুসরণ করছি তা-ও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

ফ্রিটৃজ আর স্যাপ্টের কাছ থেকে জানতে পারলাম কিভাবে তারা

নতুন কেল্লার ফটক খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যথাসময়েই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছেছিলেন। ছুটোর সময় ফটক খুলল না। ওঁরা আপক্ষা করতে লাগলেন। রাত আড়াইটে বেজে গেল। জোহান ফটক খুলল না। ওঁরা ভাবলেন জোহান হয়ত শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে ফটক খুলতে সাহস করছে না। এর পর ফ্রিট্জ আমার খোঁজে পরিখার দিকে গেল। কিন্তু সে আমাকে খুঁজে পেল না। তারপর কর্নেল স্যাপ্ট টারলেনহাইম পল্লী নিবাসে ক'জন সৈনিককে পাঠালেন মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জকে খবর দেবার জন্য। মার্শালকে সসৈন্যে নতুন কেল্লার দিকে অগ্রসর হবার জন্য অনুরোধ করা হল। ইতিমধ্যে স্যাপ্ট তাঁর সৈনিকদের নিয়ে নতুন কেল্লা আক্রমণ করলেন। কেল্লার শক্ত এবং ভারী দরজা ভেঙে ফেলতে কিছুটা সময় লাগল। তারপর মাদাম আঁতোয়ানেৎ যখন রুপার্টের দিকে গুলি ছুঁড়ছিলেন, তখন দরজাটা ভেঙে গেল।

সদলবলে ভিতরে ঢুকলেন কর্নেল স্যাপ্ট।

দলে আটজন সশস্ত্র সৈনিক ছিল। প্রথমেই স্যাপ্ট ছুটলেন মাইকেলের খাস মহলের দিকে। প্রবেশ পথেই পড়েছিল কালো মাইকেলের মৃতদেহ। তার বুকে তখনও একখানা তরবারি বিঁধে রয়েছে। দেখে স্যাপ্ট উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর এই চীৎকারই আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্যাপ্ট ছুটলেন মাইকেলের অনুচরদের দিকে। তারা ভয় পেয়ে অস্ত্র ত্যাগ করল, মাদাম আঁতোয়ানেৎ কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়লেন স্যাপ্টের পায়ের উপর। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন যে আমাকে তিনি দেখেছেন সেতুর ওমাথায় এবং আমি রুপার্টের পরে পরিখার জলে ঝাঁপ দিয়েছি।

'বন্দী কোথায়? তিনি সুস্থ আছেন?' স্যাপ্ট প্রশ্ন করেছেন উৎকণ্ঠিত ভাবে।

'জানি না,' মাদাম বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়েছেন।

তারপর স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ সদলবলে সেতু অতিক্রম করে পুরানো কেল্লার দিকে চললেন। তাঁদের মনে আশংকা হয়ত আসল এবং নকল - দু'রাজাকেই মৃত অবস্থায় দেখতে পাবেন। ওরা নিঃশব্দে এগোলেন। প্রধান ফটকের পথে একটা ভূপতিত দেহের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় ফ্রিট্জ হোঁচট খেল। দেহটা দ্য গতের। পরীক্ষা করে দেখা গেল দ্য গতে মরে গিয়েছে।

এরপর ওরা একটু পরামর্শ করে নিল। আর কান পেতে রইল ভূগর্ভস্থ কুঠুরীগুলি থেকে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। কিন্তু কোন শব্দই শোনা গেল না। ওদের ভয় হল মাইকেলের রক্ষীরা হয়ত তাঁকে মেরেই ফেলেছে। তারপর রাজার মৃতদেহটাকে মোটা নলটা দিয়ে পরিখার জলে ফেলে দিয়ে নিজেরাও ঐ পথে পালিয়েছে। তবুও, আমাকে এদিকে আসতে দেখা গিয়েছে, আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবানের একথায় ওরা আমার সম্পর্কে আশা একেবারে ছেড়ে দেয়নি। বন্ধু ফ্রিট্জ পরে আমাকে এ কথাই বলেছিল। নিহত মাইকেলের কাছে ফিরে গেল ফ্রিট্জ তারপর মৃতদেহের তল্লাশ, ভূগর্ভের কুঠুরীগুলির চাবি খুঁজে পেল। ভূগর্ভের প্রবেশ পথের দরজা খুলে ফেলা হল। নীচে নামবার সিঁড়িটা অন্ধকার। স্যাপ্টের দল প্রথমে মশাল জ্বাললেন না। কেননা সেটা মোটেই নিরাপদ নয়। শত্রুরা ওঁদের দেখতে পেলেই গুলি ছুঁড়বে। কিন্তু কিছুটা নেমেই ফ্রিট্জ উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করে উঠল, 'একি, নীচের কুঠুরীর দরজা খোলা! দেখুন দেখুন আলো দেখা যাচ্ছে!'

সাহসে ভর করে দলটা নীচে নামতে লাগল। দেখা গেল ওদের বাধা দেবার মত কেউ নেই। বাইরের কুঠুরীতে এসে ওরা বেলজিয়ান বারসোনিনের মৃতদেহটা দেখতে পেলেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের বন্ধু এখানে এসেছিলেন', স্যাপ্ট বললেন।

তারপর ভিতরের কুঠুরীটার দিকে ছুটে গেলেন ওঁরা। ঢুকে দেখলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য! ডেশার্ডের মৃতদেহটা পড়ে আছে

ডাক্তারের মৃতদেহের উপর। রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছে এ ঘরে। যেদিকে তাকান যায়, দেখা যায় চাপ চাপ রক্ত। আর রাজা? সেই চাপ চাপ রক্তের মধ্যে রাজার দেহটা চিত হয়ে পড়ে আছে। তাঁর নিশ্চল দেহের পাশে একখানা চেয়ার।

ফ্রিট্জ আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'মারা গেছেন······উনি মারা গেছেন ·····হায় কপাল উনি মারা গেছেন!'

ফ্রিট্জ ছাড়া আর সবাইকে ঘরের বাইরে বের করে দিলেন স্যাপ্ট। তারপর হাঁটু মুড়ে বসলেন রাজার নিশ্চল দেহটার পাশে। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেই অভিজ্ঞ স্যাপ্ট বুঝতে পারলেন যে রাজা এখনও মারা যাননি। তাঁর দেহে তখনও ক্ষীণভাবে—অতি ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছে প্রাণবায়ু। ঠিকমত চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষা করতে পারলে রাজা হয়ত বেঁচে উঠবেন।

রাজার মুখ ঢেকে তাঁকে নিয়ে আসা হল ডিউক মাইকেলের ঘরে। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর অচেতন দেহটাকে। আঁতোয়ানেৎ মাইকেলের মৃতদেহের পাশে বসে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি উঠে এসে রাজার মাথাটা ধুইয়ে দিলেন তারপর একজন ডাক্তার না আসা পর্যন্ত রাজার ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করে সে সব জায়গায় পট্টি বাঁধতে লাগলেন। আমি ওখানে এসেছিলাম তা বুঝতে পারলেন স্যাপ্ট। তাছাড়া মাদাম আঁতোয়ানেৎ-এর মুখেও তিনি শুনেছিলেন। সুতরাং তাঁর ধারণা হল আমি কাছাকাছিই কোথাও আছি। অতএব আমার খোঁজে তিনি ফ্রিট্জকে পাঠালেন। ফ্রিট্জ প্রথমে খুঁজবে পরিখায়, সেখানে আমাকে না পেলে আমার খোঁজে যাবে বনভূমিতে। অন্য কাউকে পাঠাতে সাহস করলেন না স্যাপ্ট। সঙ্গতভাবেই করলেন না। কেননা নকল রাজার অস্তিত্বের কথা আর কেউ জানুক এটা তিনি চাইছিলেন না। ফ্রিট্জ আমাকে খুঁজে পেল না, খুঁজে পেল আমার ঘোড়াটাকে। তার মন শঙ্কাতুর হয়ে উঠল। আমার কি তাহলে চরম বিপদ ঘটল!

তারপর ফ্রিট্জ শুনতে পেল আমার চীৎকার। আমি চীৎকার

করে রুপার্টকে থামতে বলছিলাম। নিজের ভাই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বেঁচে আছে—এখবর পেলে লোকে যতটা খুশি হয় আমার গলা শুনে ফ্রিট্‌জ তার চেয়েও বেশী খুশি হল। মনের আনন্দে রুপার্ট অব হেণ্টোর কথা সাময়িকভাবে তার মনেই রইল না। অবশ্য ফ্রিট্‌জ যদি রুপার্টকে হত্যা করত তাহলে সত্যি কথা বলতে কি আমি মনে মনে খুব খুশি হতাম না। রুপার্টকে মারতে চাইছিলাম আমি নিজে। তা ছাড়া দূর থেকে গুলি করে ওরকম একটা অসম সাহসী ডাকাবুকো লোককে মেরে ফেলা হোক এটাও আমি চাইছিলাম না। রুপার্ট মহা পাষণ্ড—রুপার্ট মহা শয়তান ঠিকই, কিন্তু এটাও ঠিক যে সে বীর। তার মৃত্যুটা বীরের মতই হওয়া উচিত বলে আমার মনে হল। সুতরাং ফ্রিট্‌জ রুপার্টের পিছনে না ছোটায় হয়ত আমি খুব অখুশি হলাম না।

এমনি করেই রুরিটানিয়ার রাজা পঞ্চম রুডলফকে উদ্ধার করা হোল। এবার গোটা ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব কর্নেল স্যাপ্টের। অবশ্য আসল রহস্যটা খুব বেশী লোক জানতে বা বুঝতে পারেনি। আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান শপথ করেছেন তিনি কিছু প্রকাশ করবেন না। জোহানও এই মর্মে শপথ করেছে। রাজধানী স্ট্রেলজোতে খবর পাঠান হল একটু সাজিয়ে গুছিয়ে। বলা হল রাজা পঞ্চম রুডলফ তাঁর এক বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্য জেণ্ডায় এসেছিলেন। বন্ধুটি বন্দী ছিল পুরানো কেল্লায়। ডিউক মাইকেল তাকে বন্দী করে রেখেছিল। রাজকীয় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে মাইকেল নিহত হয়েছে আর রাজা আহত হয়েছেন মারাত্মক ভাবে। অবশ্য তিনি সংকট কাটিয়ে উঠেছেন, এখন আর তাঁর জীবনের আশঙ্কা নেই। তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন নতুন কেল্লায়—মাইকেলের মহলে।

টারলেনহাইমের পল্লী নিবাসে রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার কাছেও এ সংবাদ পৌছল। তিনি আর সেখানে থাকতে চাইলেন না। কেউ বা কোন কিছুই তাঁকে টারলেনহাইমে আটকে রাখতে পারল না। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে তিনি জেণ্ডায় চলে এলেন। আমি আর

ফ্রিট্জ যখন বনভূমির প্রান্তে পৌঁছালাম তখন রাজকুমারীও সেখানে পৌঁছে গেলেন। আমরা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। আমি এত দুর্বল যে নিজের একক শক্তিতে চলতে পারছিলাম না। ফ্রিট্জের দেহে ভর দিয়ে আমায় যেতে হচ্ছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে আমরা রাজকুমারী, মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জ এবং কয়েকজন সৈনিককে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লুকিয়ে পড়লাম। লুকোলাম একটা ঝোপের আড়ালে।

কিন্তু একজনের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। সে আমাদের অনুসরণ করল। সে হয়ত রাজকুমারীর কাছ থেকে একটু কৃতজ্ঞতার হাসি বা দু'টো একটা 'ক্রাউন'* বকশিস পাবার সুযোগটা হারাতে চাইছিল না। আমরা দু'জন ঝোপের আড়ালে গেলে সে ঝোপটার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বলছি সেই সব্জীওয়ালী মেয়েটির কথা, রুপার্ট যার কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে উধাও হয়েছে।

রাজকন্যা আর একটু কাছে আসতেই মেয়েটি ছুটে তার দিকে এগিয়ে গেল। রাজকুমারীকে অভিবাদন করে সে চীৎকার করে উঠল, 'মাদাম এই যে···মহারাজ এখানে···এই ঝোপের আড়ালে। তাঁর চোট্ লেগেছে···খুব দুর্বল···আপনাকে নিয়ে যাব তাঁর কাছে?'

'কি সব বাজে কথা বলছ,' মার্শাল স্ট্রাকেঞ্জ ধমকের সুরে বললেন, 'রাজা তো নতুন কেল্লায় রয়েছেন।'

'না হুজুর মহারাজ এখানে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন কাউন্ট ফ্রিট্জ···হ্যাঁ হ্যাঁ এখানেই আছেন মহারাজ···এই ঝোপটার আড়ালে।'

'রাজা এখানে এবং দুর্গে—একই সঙ্গে দু'জায়গায় থাকবেন কি করে? রাজা কি দু'জন? না না তিনি এখানে থাকতেই পারেন না,' হতবুদ্ধি ফ্লাভিয়া বলল।

'রাজা এখানেই আছেন,' সব্জীওয়ালী মেয়েটি আবার বলল, 'একজনের সঙ্গে তাঁর লড়াই হল। সেই ভদ্রলোক আমার বাবার

---

* এক রকমের মুদ্রা।

ঘোড়াটা নিয়ে নিলেন। তারপর এলেন কাউণ্ট ফ্রিট্জ। আহত রাজা কাউন্টের কাঁধে ভর দিয়ে এই ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'তুমি বোধ হয় আর কাউকে দেখেছ,' মার্শাল বললেন।

'না না আমি জানি উনি রাজা। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি রাজাকে।'

'আমি যাব, দেখব লোকটিকে,' ফ্লাভিয়া বলল।

সেই মুহূর্তে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ার পিঠে দেখা গেল কর্নেল স্যাপ্টকে। তিনি কেল্লার দিক থেকে আসছেন। রাজকুমারীর কাছে এসে স্যাপ্ট ঘোড়া থামালেন, বললেন, 'মহারাজের বিপদ কেটে গিয়েছে। তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হচ্ছে না।'

'তিনি কি কেল্লায় আছেন?' ফ্লাভিয়া প্রশ্ন করল।

'আর কোথায় থাকবেন রাজকুমারী?' মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বৃদ্ধ কর্নেল পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'কিন্তু এই মেয়েটি যে বলছে রাজা ঐ ঝোপের আড়ালে রয়েছেন। শুধু তা-ই নয় তার সঙ্গে নাকি ক্যাপ্টেন কাউণ্ট ফ্রিট্জও আছেন?'

সব্জীওয়ালী মেয়েটির দিকে তাকালেন স্যাপ্ট। তাঁর মুখে অবিশ্বাসের হাসি। তারপর বললেন, 'এই মেয়েটি বলছে? ওদের চোখে সব সুদর্শন ভদ্রলোকই রাজার মত দেখতে।'

'উনি তো হুবহু রাজার মত দেখতে,' একটু ঘাবড়ে গেলেও মেয়েটি একগুঁয়ের মত একই কথা বলতে লাগল।

স্যাপ্ট চারপাশে তাকালেন। বৃদ্ধ মার্শালের মুখেও অনুচ্চারিত প্রশ্ন। ফ্লাভিয়ার দৃষ্টিও যেন মুখর হয়ে উঠল। একটা সন্দেহ যেন কালোবাদুড়ের মত ডানা মেলে দিল।

'আমি নিজে গিয়ে দেখে আসছি,' স্যাপ্ট তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

'আমিও যাব। নিজের চোখে দেখব,' দৃঢ় স্বরে ফ্লাভিয়া বলল।

'বেশ তা হ'লে একলা আসুন,' অদ্ভুত গলায় স্যাপ্ট বললেন।

স্যাপ্টের মুখে রহস্যময় ইঙ্গিত লক্ষ্য করে ফ্লাভিয়া বলল, 'মার্শাল

স্ট্র্যাকেঞ্জ অনুগ্রহ করে আপনি আর সৈনিকেরা এখানেই অপেক্ষা করুন। কর্নেলকে নিয়ে আমি দেখে আসি।'

'রাজকুমারীর যেরূপ অভিরুচি,' সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে মার্শাল বললেন।

ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ওরা আসছে। আমি তাকাতে পারলাম না। দু'হাতে মুখ ঢাকলাম। রাজকুমারী আমার কাছে এল। কোমল হাতে আমার মুখের উপর থেকে আমারই হাতের দুখানা পাতা সরিয়ে দিল।

'যা বলবেন, তা নীচুগলাতেই বলবেন,' স্যাপ্ট ফিসফিস করে বললেন।

আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রাজকুমারী নীচু গলায় চীৎকার করে উঠল, 'এই তো···এই তো রাজা! তুমি আহত হয়েছ?'

ফ্লাভিয়া বসল আমার পাশে, আমার হাতে হাত রাখল। তবুও আমি মুখ তুলতে পারলাম না।'

'এই তো রাজা! কর্নেল স্যাপ্ট আপনি যে কেন আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন তা বুঝতে পারলাম না।'

আমারা কেউ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি, স্যাপ্ট, ফ্রিট্জ—তিনজনেই চুপ।

ওদের দু'জনের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়েই ফ্লাভিয়া আমার গলা জড়িয়ে ধরল। উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'রুডলফ···রাজা ···আমার রাজা তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

অবরুদ্ধ গলায় স্যাপ্ট বললেন, 'রাজকুমারী আপনি ভুল করছেন··· উনি···উনি রাজা নন!'

স্যাপ্টের দিকে তাকাল ফ্লাভিয়া, তারপর দৃপ্তস্বরে প্রশ্ন করল, 'আমি কি আমার ভালবাসার মানুষকে চিনি না কর্নেল?'

'উনি রাজা নন,' বৃদ্ধ স্যাপ্ট আবার বললেন। হঠাৎ ফ্রিট্জ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সৈনিক হলে কি হবে ওর মনটা বড় কোমল।

ফ্রিট্জের কান্নাই যেন বলে দিল যে এবার কোন মিলনান্তক

দৃশ্যের অবতারণা হতে যাচ্ছে না।

'উনিই রাজা!' ফ্লাভিয়া আর্তস্বরে বলল, 'এই তো রাজার মুখ······এই তো রাজার আংটি······আমার আংটি। কর্নেল আপনার এসব রসিকতার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই তো···এই তো আমার রাজা······আমার ভালবাসার মানুষ······'

'আপনার ভালবাসার মানুষ ঠিকই, কিন্তু রাজকুমারী, উনি রাজা নন। রাজা রয়েছেন জেণ্ডার কেল্লায়। এই ভদ্রলোক হলেন—···'

কথা শেষ করতে পারলেন না স্যাপ্ট। তাঁর মত কঠোর হৃদয় সৈনিকের কণ্ঠও বুঝি আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

দু'হাতের মধ্যে আমার মুখখানা নিয়ে ফ্লাভিয়া আর্তস্বরে বলল, 'আমার দিকে তাকাও রুডলফ···তাকাও আমার দিকে। ওঁরা কেন আমাকে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছেন? এসব কথা বলছেন কেন? এসব কথার অর্থ কি? বল, রুডলফ বল, কি হয়েছে? তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন?'

মাথা তুললাম ফ্লাভিয়ার দিকে। ওর চোখে-মুখে কি দারুণ উৎকণ্ঠা! কি দারুণ উদ্বেগ! ফ্লাভিয়ার চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করবেন রাজকুমারী, আমি···আমি সত্যিই রাজা নই।' বলতে গিয়ে আবেগে আমার গলার স্বর কেঁপে গেল।

নিজের অজ্ঞাতেই আমার গালের উপর ফ্লাভিয়ার আলতো হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাজকুমারী। এরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোন পুরুষের মুখকে কোন নারী বোধ হয় কোনদিন দেখেনি। দেখলাম ফ্লাভিয়ার মুখে বিচিত্র ভাবের খেলা। প্রথমে বিস্ময়, তারপর সন্দেহ, সবার শেষে আতংক—একের পর এক এমনি সব ভাব যেন জীবন্ত হয়ে উঠল ফ্লাভিয়ার সুন্দর মুখমণ্ডলে। ধীরে ধীরে ওর মুঠিটা আলগা হয়ে গেল। ও তাকাল স্যাপ্টের দিকে, ফ্রিট্‌জের দিকে এবং শেষে আবার আমার মুখের দিকে। আমাদের দৃষ্টিই যেন নীরবে সেই বেদনাদায়ক চরম সত্যটা প্রকাশ করতে লাগল।

'উনি রাজা নন········?'

'আমি রাজা নই········'

ফ্লাভিয়ার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। মাথা ঘুরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ওর জ্ঞানহারা দেহটা লুটিয়ে পড়ল আমার দেহের উপর—যেন আশ্রয় চাইল আমার দুই বাহুর মাঝখানে।

স্যাপ্ট আমার বাহুমূলে হাত রাখলেন। আমি তাকালাম তাঁর দিকে। আলতো ভাবে ফ্লাভিয়াকে শুইয়ে দিলাম মাটিতে—ঘাসের বিছানায়। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। তাকালাম আকাশের দিকে। ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হল। হায় ভাগবান, আমাকে এই যন্ত্রণা দেবার জন্য বাঁচিয়ে রাখলে! এর চেয়ে রুপার্ট অব হেঞ্জোর তরবারির আঘাতে মৃত্যু হওয়াও তো আমার পক্ষে অনেক ভাল ছিল!

রুপার্টের তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতের যন্ত্রণার চাইতে এ যন্ত্রণা তীব্রতর। এই তীব্র মানসিক যন্ত্রণার উপশম কি কোন দিন হবে? বোধ হয় না।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ — প্রেমের চাইতে বড়

ওরা আমাকে পুরানো কেল্লার একখানা ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরখানায়, যেখানে রাজা বন্দী ছিলেন। এখন আমাকে লুকিয়ে রাখা খুবই দরকার। লোকে যদি আসল এবং নকল দুই রাজাকে দেখে তবে আবার নানা ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে।

ঘরের জানালা থেকে মোটা পাইপটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পরিখার ওপারে নয়াকেল্লার জানালাগুলিতে ঝিকমিক করে আলো জ্বলছে। চারপাশ শান্ত নিস্তব্ধ। দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত শেষ হয়ে গিয়েছে।

দিনের বেলায় আমি বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। ফ্রিট্জ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বনের মধ্যে। স্যাপ্ট রয়ে গেলেন রাজকুমারীর কাছে। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে মুখ ঢেকে আমি পুরানো কেল্লায় ফিরে এলাম। স্যাপ্ট এবং ফ্রিট্জই আমার কেল্লায় ফিরে আসবার

ব্যবস্থা করলেন। ওঁরাই আমার এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। জানালার পাশে একটা খড়ে ভরা জাজিমের উপর শুয়ে রইলাম। তাকিয়ে রইলাম পরিখার কালো জলরাশির দিকে। জোহান আমার রাতের খাবার নিয়ে এল। তার মুখ বিবর্ণ। এই বিবর্ণতা এসেছে আঘাত এবং রক্তপাত থেকে। অবশ্য ওর আঘাত তেমন গুরুতর নয়। ওর কাছ থেকেই রাজার খবর জানতে পারলাম। জানলাম আরো অনেক খবর। রাজা এখন অনেকটা ভাল আছেন। তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজা, রাজকুমারী, স্যাপ্ট এবং ফ্রিট্জ অনেকক্ষণ একসঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গোপন শলা-পরামর্শ করেছেন। মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ ফিরে গিয়েছেন স্ট্রেলজোতে। কালো মাইকেলের মৃতদেহ কফিন-বন্দী করা হয়েছে। আঁতোয়ানেৎ দ্য মোবান বসে আছেন কফিনের পাশে। ওখান থেকে তিনি কিছুতেই নড়তে চাইছেন না। জোহান নজর রাখছে মাদামের উপর। জনসাধারণ জেণ্ডা কেল্লার বন্দীকে নিয়ে নানারকম অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করছে, একদল একরকম বলছে আর অন্যদল বলছে আর এক রকম। একের গল্পের সঙ্গে অন্যের গল্পের কোন মিল নেই। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত। সবাই বলছে, 'একমাত্র কর্নেল স্যাপ্টই আসল ব্যাপারটা জানেন, কিন্তু তিনি আমাদের কাছে মুখ খুলবেন না।'

আমার রাতের খাওয়া শেষ হল। বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল জোহান।

খাওয়া শেষ হবার পর ফ্রিট্জ এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সে বলল, 'রাজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'চলুন।'

দু'জনে একসঙ্গে 'ড্র-ব্রিজ' পার হলাম। রাজা রয়েছেন ডিউক মাইকেলের শোবার ঘরে। ফ্রিট্জ আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। রাজা বিছানায় শুয়েছিলেন। বিছানার পাশে ছিলেন টারলেন-হাইমের একজন ডাক্তার। আমাদের দেখে ডাক্তার এগিয়ে এলেন।

নীচু গলায় বললেন, 'রাজা খুব দুর্বল। বেশী কথা বললে তাঁর ক্ষতি হবে, আপনারা পাঁচ মিনিটের বেশী এখানে থাকবেন না।'

বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। রাজা হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। ফ্রিট্জ এবং ডাক্তার জানালার কাছে সরে গেলেন। নিজের আঙুল থেকে রাজকীয় আংটি খুলে আমি সেটিকে রাজার আঙুলে পরিয়ে দিলাম।

'মহারাজ, এই আংটির যাতে কোন অমর্যাদা না হয়, সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি,' আমি বিনীতভাবে বললাম।

'আমি তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারব না,' দুর্বল কণ্ঠে রাজা বললেন, 'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ···বাঁচিয়েছ আমার সিংহাসন। আমি তোমাকে আমার কাছেই রাখতে চেয়েছিলাম। 'এ নিয়ে আমি কর্নেল স্যাপ্ট আর মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ-এর সঙ্গে কথা বলেছি। হ্যাঁ, মার্শালকে আমরা সব কথা খুলে বলেছি। আমি তোমাকে স্ট্রেলজোতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমার কাছেই রাখতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল সবাইকে বলি কি বিরাট কাজ তুমি করেছ। ভাই রুডলফ, তুমি হলে আমার সবচেয়ে বড়···সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ বা কর্নেল স্যাপ্ট আমার এ প্রস্তাবে রাজী হচ্ছেন না। তাঁরা বলছেন এটা অসম্ভব। গোপন ব্যাপারটা গোপনই রাখতে হবে। অবশ্য এত বড় একটা ব্যাপার একেবারে গোপন রাখা যাবে কিনা, তা বলতে পারি না।'

'ওঁরা ঠিকই বলেছেন মহারাজ,' আমি বললাম, 'এবার আমাকে বিদায় দিন। রুরিটানিয়ায় আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভাই রুডলফ, তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারত না। কেউ পারত না এই অসাধ্য সাধন করতে। রাজধানীর লোকেরা যখন আমাকে আবার দেখবে তখন আমার মুখে দাড়ি থাকবে। রাজার মুখের সামান্য পরিবর্তন দেখে প্রজারা অবাক হবে না। কারণ ওরা জানবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাই রোগা হয়ে গিয়েছি। চেষ্টা করব, আর পরিবর্তন যাতে প্রজাদের

চোখে না পড়ে। ভাই, তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ—তুমি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছ কি করে রাজার মত আচরণ করতে হয়।'

একটু থামলেন রাজা, হাসলেন। বড় দুর্বল হাসি।

তারপর বললেন, 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার কথা আমার মনে থাকবে। আমি তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব। আমি……'

রাজার চোখ দু'টি বন্ধ হ'ল। তিনি বালিশে মাথা রাখলেন। এতক্ষণ কথা বলে দুর্বল রাজা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

'মহারাজ, আমি···আমি আপনার কাছ থেকে প্রশংসা পাবার যোগ্য নই। আমি আপনার ভাই-এর চাইতেও বড় বিশ্বাসঘাতক হতে চলেছিলাম। অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সংযত রেখেছিলাম।'

রাজা চোখ খুললেন। সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু দুর্বল দেহ-মন ধাঁধাঁ থেকে দূরে থাকতে চায়। আমাকে প্রশ্ন করবার শক্তিটুকুও রাজার ছিল না। আমার আঙুলে ফ্লাভিয়ার আংটি। আংটিটার উপর রাজার দৃষ্টি পড়ল। ভবলাম, আংটিটা কি করে আমার আঙুলে এল সে সম্পর্কে রাজা হয়ত আমাকে প্রশ্ন করবেন। কিন্তু অলস ভাবে আংটিটার উপর একবার আঙুল বুলিয়ে রাজা হাত রাখলেন বালিশের উপর।

'জানি না, কবে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে,' ক্ষীণ কণ্ঠে রাজা বললেন। প্রায় উদাস ভাবেই কথাটা বললেন রাজা।

'আবার যদি আপনাকে সেবা করবার সুযোগ আর সৌভাগ্য হয় তবেই দেখা হবে মহারাজ,' আমি বললাম।

রাজার চোখের পাতা নেমে এল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ফ্রিট্জ এগিয়ে এল। সঙ্গে ডাক্তার। আমি রাজার হস্ত চুম্বন করলাম। ফ্রিট্জ আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

রাজার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

বাইরে বেরিয়ে ফ্রিট্জ ডান দিকে অর্থাৎ 'ড্র-ব্রিজ'-এর দিকে ঘুরলো না, ঘুরলো বাঁ দিকে। কোন কথা না বলে সে আমাকে নতুন প্রাসাদের উপর তলায় নিয়ে গেল। একটা সুন্দর ভাবে সাজানো

টানা বারান্দা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফ্রিট্জ উত্তর দিল, 'রাজকন্যা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। দেখা করার পর আপনি সেতুর কাছে ফিরে আসবেন। আমি সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

'রাজকন্যা কি চান?' দ্রুত শ্বাস নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না,' ফ্রিট্জ মাথা নাড়ল।

'তিনি কি সবকথা জানেন?'

'হ্যাঁ, সব কথা।'

একটা দরজা খুলল ফ্রিট্জ, তারপর আমাকে আলতো ভাবে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। আমি ঢুকতে সে পিছন দিক থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দেখলাম আমি একখানা 'ড্রয়িংরুম'-এর মধ্যে এসে পড়েছি। ঘরখানা ছোট হলেও দামী আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার ভাবে সাজানো। প্রথমটায় ভেবেছিলাম ঘরের ভিতর আমি একলা রয়েছি, কেননা 'ম্যান্টেলপিস'*-এর উপরে যে এক জোড়া ঢাকা মোমবাতি ছিল তার আলো ছিল খুবই নিষ্প্রভ। ছোট ঘরখানা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে নি সেই ক্ষীণ আলোয়।

ঘরের আলো-আঁধারীটা একটু চোখ সওয়া হয়ে গেলে বুঝতে পারলাম যে এখানে কেবল আমি একা নই। আরো একজন রয়েছে। এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। জানি এ হল রাজকুমারী ফ্লাভিয়া।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। এক পায়ে নতজানু হলাম। আলতো ভাবে তুলে নিলাম রাজকুমারীর একখানি কোমল হাত। সে হাতে চুমু খেলাম। রাজকুমারী নড়ল না। কোন কথা বলল না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের আলো-ছায়ার মধ্যে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম রাজকুমারীর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

* ম্যান্টেলপিস: অগ্নিকুণ্ডের (ফায়ারপ্লেস) উপরের বা পাশের তাক।

আমি কোমল স্বরে ডাকলাম,

'ফ্লাভিয়া !'

রাজকুমারী তাকালো আমার দিকে। সে কাঁপছে······কচি পাতার মত কাঁপছে।

'দাঁড়িয়ে থেক না···দাঁড়িয়ে থেক না ! তুমি আহত ! বোস··· বোস···এইখানে বোস !' আবেগ-ভরা গলায় রাজকুমী বলল।

ফ্লাভিয়া আমাকে একটা সোফার উপর বসাল, নিজে বসল আমার পাশে। এবার আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে ওর কাছে। কিন্তু মনে হল ছলনার জন্য ওর যতটা ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল তা যেন ও হয় নি। হয়ত ও আশংকা করছে যে ভালবাসার কথা আমি বলেছিলাম তা-ও ভান······তা-ও ছলনারই অঙ্গ।

অপরাধীর সুরে বললাম, 'ফ্লাভিয়া, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি।

'ক্যাথিড্রাল'-এ যখন তোমাকে প্রথম দেখলাম, তখনই ভালবেসে ফেললাম তোমাকে। তোমাকে প্রতারণা করবার জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন !'

'আমি···আমিও তোমাকে ভালবাসি রুডলফ,' মৃদু স্বরে ফ্লাভিয়া বলল, 'আমি তোমাকেই ভালবেসেছি—রাজাকে নয়।'

'কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে প্রতারণা করলাম,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বললাম।

'না, তুমি প্রতারণা করো নি। ওরা তোমাকে দিয়ে করিয়েছে,' ফ্লাভিয়া তাড়াতাড়ি বলল।

'আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতে চেয়েছিলাম। স্ট্রেলজোতে সেই বল নাচের রাতে আমি সব কথাই খুলে বলতাম তোমাকে। কিন্তু কর্নেল স্যাপ্ট বাধা দিলেন, তাই বলা হল না। তারপরে··· হ্যাঁ, তারপরেই অবশ্য বলতে পারতাম। জানতাম, শেষ পর্যন্ত তোমাকে হারাতে হবেই। কিন্তু একেবারে হারাবার আগে আমি তোমাকে হারাতে চাই নি। ভেবেছিলাম, আসল কথা শোনার

সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আমার উপর বিমুখ হবে।'

'আমি! আমি বিমুখ হব তোমার উপর? না রুডলফ তা কখনই হব না। আমি যে তোমায় ভালবেসেছি রুডলফ। মেয়েদের মন তুমি জান না। তারা যাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে তার উপর কখনও বিরূপ হতে পারে না। তুমি এদেশের রাজা নও, কিন্তু তুমি যে আমার মনের রাজা।'

'তোমার জন্য এক সময় আমি যুদ্ধ ত্যাগ করতে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম কারাগারে বন্দী অবস্থায় মরুক রাজা রুডলফ। আমার তাতে কি? আমি যে সুযোগ পেয়েছি, তার সদ্ব্যবহার করব না কেন? আমিই রাজত্ব করব রুরিটানিয়ায়, আমারই তো অভিষেক হয়েছে! আমি যদি তা করতাম তবে স্যাপ্ট বা ফ্রিট্জের কিছু করবার ছিল না! করতে গেলে ওরা নিজেরাই জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু ফ্লাভিয়া, আমি তা করি নি······করতে পারি নি।'

'জানি···জানি! তুমি মহৎ। তাই এই হীন পথ তুমি নিতে পার নি। ফ্রিট্জ তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। কিন্তু প্রিয় রুডলফ, এখন আমরা কি করব?'

'আমি আজ রাতে চলে যাচ্ছি।'

'আজ রাতে! না, না,' ফ্লাভিয়া আর্তকণ্ঠে বলল, 'আজ রাতে তুমি চলে যেয়ো না প্রিয়।'

'কিন্তু আজ রাতে আমাকে চলে যেতেই হবে। বেশী লোক আমাকে দেখবার আগেই এ রাজ্যের সীমানার বাইরে চলে যেতে হবে। আমাকে যত কম লোকে দেখে ততই মঙ্গল।'

'আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতাম, যদি তোমার জীবনসঙ্গিনী হতে পারতাম!' অত্যন্ত নীচু গলায় ফিসফিস করে ফ্লাভিয়া বলল। 'কিন্তু তা হবেই বা না কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি তো রাজার মতই ভদ্রলোক। একটি মহৎ মনের মানুষ, তবে? তবে আর বাধা কোথায়? আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল রুডলফ।'

'হ্যাঁ, তুমি চল আমার সঙ্গে। আমার কাছ থেকে কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তুমি আমার।'

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। অনেক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমরা। একে অন্যের মনের চিন্তা যেন পরিষ্কারভাবে পড়তে পারলাম। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙে ফ্লাভিয়া বলল, 'কিন্তু প্রেমই কি কেবল একমাত্র বিচার্য বিষয়? তাই যদি হত তবে তুমি তো রাজাকে উদ্ধার করতে না। রাজা বন্দী অবস্থায় কারাগারেই মারা যেতেন। না, রুডলফ, প্রেমই সব নয়। তুমি আমাকে দেখিয়েছ প্রেমের চাইতেও বড় জিনিস আছে। সম্মান হল প্রেমের চাইতেও বড়।'

আমি আবেগে ফ্লাভিয়াকে চুমু খেলাম। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'শুধু পুরুষ কেন, একজন মেয়েও সম্মানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমার সম্মান বোধই আমাকে এখানে থাকতে বাধ্য করছে। আমি তো আমার কর্তব্য ফেলে পালিয়ে যেতে পারি না। আমাকে দেশের সেবা করতে হবে···রাজবংশের সেবা করতে হবে। রুডলফ! রুডলফ! দু'জনের দেখা হল কেন? আমরা একে অন্যকে ভালবাসলাম কেন?'

গভীর আবেগে ফ্লাভিয়ার গলার স্বর থর থর করে কেঁপে উঠল।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। ফ্লাভিয়ার মত সাহস আমার নেই। শেষ পর্যন্ত পরম মমতায় ফ্লাভিয়ার কোমল হাতখানি আমার হাতের মধ্যে নিয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে বললাম, 'ফ্লাভিয়া··· আমার সুন্দরী ফ্লাভিয়া······আমার রাণী ফ্লাভিয়া, তোমার দেওয়া আংটি সবসময়েই আমার আঙুলে থাকবে। আমি কোনদিন এ আংটির অমর্যাদা করব না। আমার হৃদয় চিরকাল তোমারই থাকবে। সেখানে আর কোন নারী কোনদিন প্রবেশ করতে পারবে না।'

'যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমার দেওয়া আংটিও আমার আঙুলে থাকবে। এ আমার অমূল্য সম্পদ। আমার হৃদয়ে থাকবে

তোমার চিন্তা। কিন্তু তোমাকে চলে যেতে হবে আর আমাকে থাকতে হবে এখানেই।'

'তাই হোক,' আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এবার আমাকে বিদায় দাও।'

'রুডলফ! রুডলফ!......'

কান্নায় ভেঙে পড়ল রাজকুমারী ফ্লাভিয়া।

'ঈশ্বর তোমাকে সান্ত্বনা দিন,' অবরুদ্ধ গলায় এ ক'টি কথা বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর ভারাক্রান্ত মনে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এলাম সেতুর কাছে। সেখানে স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি পোষাক পাল্টে ফেললাম। মাথার লাল চুলের রাশি লুকিয়ে ফেললাম একটা চ্যাপ্টা টুপি পরে। মুক ঢাকবার জন্য আমার কোটের 'কলার' উঁচু করে তুলে দিলাম। কেল্লার ফটকে তিনটে শক্তিশালী ঘোড়া ছিল। আমরা ঘোড়ায় চড়লাম। ঘোড়া ছুটল।

সারা রাত ধরে একটুও না থেমে আমরা ঘোড়া ছোটালাম। দিনের আলো যখন ফুটি ফুটি করছে তখন আমরা এসে পড়লাম সীমান্তের কাছের একটি ছোট গ্রাম্য স্টেশনে। তখনও ট্রেন আসবার সময় হয়নি। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু স্টেশনে অপেক্ষা করলাম না। সামনে ছোট একটা নদীর পাড়ে একটা তৃণভূমি। স্যাপ্ট আর ফ্রিট্জের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গেলাম। স্টেশনে অপেক্ষমান যাত্রীরা আমাকে দেখুক, এটাও আমি চাইছিলাম না। ঘাসে ভরা প্রান্তরে দাঁড়িয়েই আমরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা দু'জন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরবর্তী সমস্ত সংবাদ আমাকে জানাবেন। ওরা এমন নরম গলায় কথা বলতে লাগলেন যে মনে হল ওরা বোধহয় ওদের তেজ...ওদের পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছেন। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় দু'জনের কণ্ঠস্বরই ব্যথাতুর। সদা গম্ভীর কর্নেল স্যাপ্টও যেন এই মুহূর্তে গাম্ভীর্য হারিয়ে শিশুর মত সরল হয়ে গিয়েছেন। তরুণ ফ্রিট্জ তো খুবই বিচলিত।

ওরা যা বলছিলেন তা আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওরা দেখলেন যে ওদের কথায় আমার মনোযোগ নেই। ওরা চুপ করলেন। আমরা নিঃশব্দে তৃণভূমিতে পায়চারী করতে লাগলাম।

হঠাৎ ফ্রিট্জ আমার বাহুমূলে হাত রাখল, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম দূরে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ট্রেন এখনও একমাইল কি আরো একটু বেশী দূরে রয়েছে।

ওদের দু'জনের দিকে হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, 'আজ সকালে আমরা বড্ড নরম হয়ে পড়েছি। সত্যিকারের মানুষের মত তেজ যেন আর আমাদের নেই। কিন্তু একদিন আমরা তো তেজ আর বীরত্ব দেখিয়েছি—সত্যিকারের মানুষের মত আচরণ করেছি। তাই না বন্ধু স্যাপ্ট···বন্ধু ফ্রিট্জ? সুখে দুঃখে আমরা বেশ কিছুদিন একসঙ্গে কাটালাম।'

'হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাসঘাতকদের পরাজিত করেছি। রাজার সিংহাসন নিরাপদ করেছি। রাজাকে সিংহাসনে বসিয়েছি। বন্ধু, এ সবই তো আপনার জন্য হয়েছে।'

কঠোর হৃদয় কর্নেল স্যাপ্টের কণ্ঠস্বরও বুঝি আবেগে কেঁপে উঠল:

হঠাৎ ফ্রিট্জ ফন টারলেনহাইম একটা কাণ্ড করে বসল। তার উদ্দেশ্য বুঝে তাকে ঠেকাবার আগেই সে এক হাঁটু মুড়ে নতজানু হল আমার সামনে। আমার হাতে চুমু খেল।

এটা হল রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার রীতি।

আমি হাত টেনে নিলাম। একটুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল ফ্রিট্জের মুখে। সে বলল, 'ভগবানের একি বিচার! সঠিক মানুষ······যোগ্য মানুষ কেন রাজা হয় না?'

বৃদ্ধ স্যাপ্টের ঠোঁটের দু'কোণ কেঁপে উঠল আবেগে। আমার হাতে আলতো ভাবে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'প্রায় সব ব্যাপারের মধ্যেই শয়তানের একটা অংশ থাকে।'

আমরা প্লাটফরমে ফিরে এলাম। স্টেশনের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে মুখ-ঢাকা লম্বা লোকটির দিকে তাকাল। কিন্তু আমরা সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ করলাম না। তুই বন্ধুকে নিয়ে আমি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলাম। হুস হুস করে ট্রেন এসে পড়ল। থামল স্টেশনে।

নিঃশব্দে করমর্দন করলাম আমরা। আমি ট্রেনে উঠলাম। ওরা তু'জনে টুপি খুলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধ স্যাপ্টও যে আমকে সম্মান দেখাবার জন্য এরকম আচরণ করবেন, তা ভাবতে পারিনি। অবাক হয়ে গেলাম। বৃদ্ধ কর্নেল আর তরুণ ক্যাপ্টেন আমাকে রাজার মর্যাদায়ই সম্মানীত করলেন।

গ্রাম্য স্টেশনের কৌতূহলী মানুষেরা ভাবল দেশের কোন হোমড়া চোমড়া লোক বোধহয় ছদ্মবেশে দেশের বাইরে গেলেন। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক গেলেন—একথাটা শুনলে ওরা বোধহয় আশাহত হত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে ওরা আরো কৌতূহলী হয়ে তাকাত আমার দিকে। ঠিক কথা, আজকে আমি এ দেশের কেউ নই ; কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা যে গত তিনমাস আমিই এরাজ্যের রাজা ছিলাম।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি কিছু শুনলাম না। কিছু দেখলাম না অশ্রুধারা আমার তু'টি চোখকে যেন অন্ধ করে দিল। আমার কানে বাজতে লাগল একটি নারীর আর্ত কণ্ঠস্বর, 'রুডলফ ! রুডলফ !......'

রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার সেই কণ্ঠস্বর আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি। যতদিন বেঁচে থাকব শুনতে পাব।

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ — অভিযানের শেষে

ট্রেন আমাকে নিয়ে এল ইটালিতে। সেখান থেকে আমি গেলাম আল্পস পর্বতমালার দিকে। পার্বত্য অঞ্চলে একখানি ছোটগ্রামে কয়েকদিন বিশ্রাম করলাম। পাহাড়ের কোলে ছোট গ্রামখানি শান্তিময়। এখানকার মানুষজন সৎ···সরল। এখান থেকেই দাদাকে চিঠি লিখলাম।

লিখলাম: 'আমার জন্য চিন্তা করো না। আপাততঃ উপভোগ করছি। দু'সপ্তাহ পরে তোমার কাছে যাচ্ছি।'

রুডলফ।

আমার এই পোস্টকার্ড আমাকে নিয়ে দাদা-বৌদির উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাল। রুরিটানিয়াতেও পুলিশের বড়কর্তা একজন ইংরেজ ভ্রমণকারীকে খোঁজা বন্ধ করলেন। আমার কোন খবর না পেয়ে দাদা ব্রিটিশ পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ আবার আমার খোঁজ-খবর নেবার জন্য অনুরোধ করেছিল রুরিটানিয়ার পুলিশকে।

এইবার সুরু হল আমার 'শান্ত অবকাশ' যাপন। হ্যাঁ, আমার বিশ্রামের দরকার। দেহ মনে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।

'খবরটা এসেছে স্যার জ্যাকব বোরো ডেইলের কাছ থেকে। তিনি শিগগীরই রাজদূত হয়ে বিদেশে যাচ্ছেন। তিনি চান তুমি তাঁর সঙ্গে যাও।'

'কোথায় যাচ্ছেন স্যার জ্যাকব ?'

'স্ট্রেলজোতে।'

'স্টেলজো !'

'হ্যাঁ, চমৎকার জায়গা, খাসা জায়গা। তোমার খুব পছন্দ হবে।'

'না,' আমি বললাম, 'আমি স্ট্রেলজোতে যাব না। এ বিষয়ে তোমাকে নিরাশ হতে হবে। আমি দুঃখিত, কিন্তু কোন উপায় নেই।'

দাদা বলল, 'রুরিটানিয়ার রাজা পঞ্চম রুডলফের অভিষেকের ছবি বেরিয়েছিল কাগজে। আমার তো ছবি দেখে মনে হয়েছিল আমাদের রুডলফই বুঝি মাথায় মুকুট পরে বসে আছে! রাজা রুডলফ আর ভাই রুডলফের চেহারায় এমন আশ্চর্য মিল! আমি কাগজের 'কাটিং' রেখে দিয়েছি।'

আমি হাসলাম। বড় ক্লিষ্ট সেই হাসি।

* * * * *

না, স্যার জ্যাকবের সঙ্গে আমি স্ট্রেলজো যাইনি। কিন্তু আমার

হৃদয় পড়ে আছে সেখানে। সে হৃদয় রয়েছে রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার কাছে। রাজকুমারী ফ্লাভিয়া……রুরিটানিয়ার রাণী……আমার হৃদয়ের রাণী!

শহর ছেড়ে গ্রামে চলে এসেছি। আমার জীবন কাটছে ছোট একখানা বাড়ীতে। বড় শান্ত জীবন। বাড়ীতে আমি একলা। গ্রামের লোকেরা ভাবে আমি একটা অদ্ভুত মানুষ। কেউ কেউ তো ভাবে আমি পাগল। আমার সম্বন্ধে ওরা বলে, 'লোকটা একটা স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে।'

হ্যাঁ, স্বপ্নের মাধ্যই রয়েছি আমি। সে স্বপ্ন বড় মধুর……সে স্বপ্ন বড় সুখের। আমি কি আর কোনদিন স্ট্রেলজোতে যাব? আর কোনদিন কি জেণ্ডার কেল্লা দেখব? জীবনে আর কখনো রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার সঙ্গে কি দেখা হবে?

আমার মনে সব সময়েই এ সব প্রশ্ন জেগে ওঠে। আমি হয়ে পড়েছি যেন কল্পলোকের বাসিন্দা। কল্পনার রথে চড়ে আমি চলে যাই রাজধানী স্ট্রেলজোতে।……জেণ্ডার কেল্লায়…ফ্লাভিয়ার প্রাসাদে।

দিবা-স্বপ্ন? হোক দিবা-স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন বড় মধুর!

বছরে একবার রুরিটানিয়ার সীমান্তের ঠিক বাইরে একটি শহরে যাই। সেখানে ফ্রিট্জ আর তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সুন্দরী কাউণ্টেস হেলগার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ফ্রিট্জের। একটা সপ্তাহ আমরা আনন্দ করে কাটাই। ফ্রিট্জের কাছ থেকে স্ট্রেলজোর সমস্ত খবর জানতে পারি।

আমরা পুরানো দিনের কথাবার্তা বলি। অতীতের সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের দিনগুলি যেন সজীব হয়ে ওঠে আমাদের দু'জনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। আমরা রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার কথা ভাবি। বলি। প্রতি বছর ফ্রিট্জ ফ্লাভিয়ার কাছ থেকে আমার জন্য একটি করে উপহার নিয়ে আসে। উপহারটি হল একটি লাল গোলাপ। সঙ্গে থাকে ছোট্ট একখানি চিরকূট: 'রুডলফকে, চিরদিনের ফ্লাভিয়া।'

প্রতি বছর আমার কাছ থেকে রাণীর কাছে একটি লাল গোলাপ নিয়ে যায় ফ্রিট্‌জ। সঙ্গে থাকে একই ধরনের একটি চিরকূট ঃ 'ফ্লাভিয়াকে, চিরদিনের রুডলফ।'

কত ভালবাসি আমি তাকে……রুরিটানিয়ার রাণীকে…… আমার হৃদয়ের রাণী ফ্লাভিয়াকে।